

22116



1 College Row, Calcutta.

YANTRA KOSHA

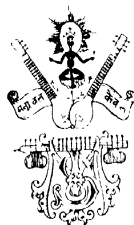
OR

A TREASURY OF THE MUSICAL INSTRUMENTS
OF ANCIENT AND OF MODERN INDIA,
AND OF VARIOUS OTHER
COUNTRIES.

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE,

President, Bengal Music School.



Calcutta:



କଳିକାଟା, କର୍ମଓପାରିମ ଶ୍ଳିଟ, ନଂ ୭୦, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଂସ୍ଥାଳୟ ।

ଶ୍ରୀଅଭୟଚରଣ ସୌମ ଦ୍ଵାରା
ସ୍ଵଦ୍ଵିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶିତ ।

TO
H. WOODROW, ESQ., M. A.,

OFFG. DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,
BENGAL,

THIS BOOK IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY
THE AUTHOR.

ভূমিকা ।



যন্ত্রকোষ প্রকাশিত হইল । ইহাতে প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্যদেশীয় সঙ্গীতযন্ত্র সমূহের বিবরণ লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মূল ও পরিশিষ্ট, এই দুই ভাগে বিভক্ত । মূলে কেবল ভারতবর্ষীয় যন্ত্রাবলীর বিস্তারিত ইতিহাস এবং পরিশিষ্টে অপরাপর দেশের যন্ত্র-বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষেরও কোন কোন যন্ত্রের উল্লেখ আছে । ভারতবর্ষীয় যন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশীয় যন্ত্রের উদ্ভব, অবয়ব, নাম ইত্যাদি নানা সংস্কৃত, পারস্য এবং ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যে পরস্পর মিলাইয়া, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে ক্রটি করি নাই । কিন্তু জানি না, এই কোষ আমার ভাগ্যক্রমে যথার্থ যন্ত্ররূপ মহাধন দ্বারা পূরিত অথবা কেবল যন্ত্রকোষ এই বৃথা নাম মাত্রেই আখ্যাত হইল, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে,
মদীয় পূজ্যপাদ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা
করিয়াছেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

কলিকাতা,
পাথুরিয়াঘাটা।
১লা পৌষ, ১২৮২।

সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
চতুর্বিধ যন্ত্র-বিবরণ।	১
প্রথম অধ্যায়—সঙ্গীত-যন্ত্র !	
মহতীবীণা (বীণা বা বীণ)	৩
কচ্ছপী বা কচুয়া সেতার	১৭
ত্রিতন্ত্রী বীণা	২২
কিন্নরী বীণা	২৪
রঞ্জনী বীণা	২৫
কদ্রবীণা বা রবাব	২৬
শারদীয় বীণা বা শরদ	২৮
স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার	৩১
সুর-বাহার	৩৪
বিপাকী-বীণা	৩৫
নাদেশ্বর-বীণা	৩৬
ভরত-বীণা	৩৬
তুষুক-বীণা বা তম্বুরা	৩৭
কানুন	৪১
প্রসারণী বীণা	৫০
স্বরবীণা	৫২
মোচঙ্গ	৫৩
সারঙ্গী	৫৪
এস্‌রা	৫৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
মায়ুরী বা তায়ূশ্	৫৭
অলাবু-সারঙ্গী	৫৮
মীন-সারঙ্গী	৫৯
সুরসঙ্গ বা সুরগোঁ	৬০
সারিন্দা	৬১
এক-তব্ধিকা বা এক-তারা	৬২
আনন্দ-লহরী	৬৩
গোপীযন্ত্র	৬৪
ততযন্ত্রের উৎপত্তি	৬৪
শুধিরযন্ত্র	৭২
বংশীজাতি	৭৪
মুহলী	৭৫
সরল-বংশী	৭৯
লগ্ন-বংশী	৭৯
কাহলজাতি	৮০
কলম	৮০
শৌশানচৌকা	৮১
মানাই	৮১
বেণু	৮২
শৃঙ্গজাতি	৮৭
রণশৃঙ্গ	৮৭
রাঘশৃঙ্গ	৮৭
তুরী	৮৭
ভেরী	৮৭

	প্রাকরণ	পৃষ্ঠা
	শঙ্খজাতি	৮৫
	দ্বিনলযন্ত্র	৮৬
	ভিত্তিরী	৮৬
	শুনিরবন্ত্র	৮৯
	আনদ্ধযন্ত্র	৯৪
	মৃদঙ্গ	৯৬
	ঢোলক	৯৮
	তবলা বা তল-মৃদঙ্গ	৯৯
	ঢোল	৯৯
	ঢাকা	১০০
	কাড়া	১০০
	নাগবা	১০১
	জগবান্সা	১০২
	তামা	১০২
	দামামা	১০২
	টিকারা	১০৩
	মোড়ঘাই	১০৩
	খোরদক	১০৪
	ডমক	১০৪
	আনদ্ধযন্ত্র	১০৫
	ঘনবন্ত্র	১০৬
	বাঞ্জা বা বাঁজর	১০৮
	মণ্ডশরাব	১০৮
	নুপুর	১০৯
	ঘড়ি	১০৯

প্রকরণ

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়—ঐকতান-বাদন।

হিন্দু-ঐকতান-বাদন	১১১
আসিরীয় ঐকতান-বাদন	১১৮
যিহুদীয় ঐকতান-বাদন	১১৯
পারস্য ঐকতান-বাদন	১২০
মৈসর ঐকতান-বাদন	১২১
পারিশিষ্ট	১২৩



চিত্র-সূচি।

বীণা	৬
কচ্ছপী বা কচুয়া সেতার	১৮
ত্রিতন্ত্রী বীণা	২৩
কিন্নরী বীণা	২৪
রঞ্জনী বীণা	২৫
কজবীণা বা রবাব	২৬
শারদীয় বীণা বা শরদ	২৮
যোচঙ্গ	৫৩
সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ	৬০
সারিন্দা	৬০
একতন্ত্রিকা বা একতার	৬২
আনন্দ-লহরী	৬৩
গোপীযন্ত্র	৬৩

যন্ত্রকোষ ।

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে পূর্বকালাবধি নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন আছে, অপর কতকগুলি, সম্ভ্রুত কুতূহলী মহাত্মাদের উৎসাহে অধুনা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে । হিন্দুরা ঐ যন্ত্র-সমূহকে প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন (১) যথা—তত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র তন্তু বা তারসংযোগে বাদিত হয়, যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সরোদ, দেওড়া (২) সারঙ্গী, রঞ্জনী, সারিন্দা, তম্বুরা, মীনসারঙ্গী, কানুন, জ্বরশৃঙ্গার, মোচঙ্গ, একতারা, অলাবুসারঙ্গী, আনন্দলহরী, স্বরবীণা, গোপীযন্ত্র, এসরার ইত্যাদি । শুষির অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র বায়ুরা বাদিত হয়, যথা শঙ্খ, বংশী, বেণু, বৃক্কা, আলগোজা, গোমুখ, লয়-বাঁশী, রোসনচৌকি, সানৈয়ী বা সানাই, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, তুরি, কলম, তুর্ডি ইত্যাদি । পূর্বে ভারতবর্ষে নাগবন্ধ নামে এক

(১) ততানবন্ধ শুষিরং ঘনমিতি চতুর্বিধং ।

ততং বীণাদিকং বাদ্যমানকং শুরঙ্গাদিকং ॥

বংশাদিকস্ত শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং ॥

ইতি দামোদরে ।

(২) এই যন্ত্রটিকে আশামীভাষায় খুটীতালী কহে ।

প্রকার শুমির যন্ত্র ছিল, স্কটীস্ ব্যাগ্‌পাইপ তাহার অনুরূপ ।
 আনন্দ অথবা বিতত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র চন্দ্রাচ্ছাদিত হইয়া
 বাদিত হয়, যেমন মৃদঙ্গ, খোল, তব্লা, ঢোলক, ঢোল, মর্দল,
 খঞ্জনী, ঘুটুরু, ডম্ফ, ডমরু, ছড়কা, ঢকা, জগবাম্প, চর্চরী,
 দারা, কাড়া, নাগরা, (১) টিকারা, ধামসা, খোরদক ইত্যাদি ।
 ঘন অর্থাৎ লৌহ বা কাংস্য ইত্যাদিধাতুনির্মিত যন্ত্র সমূহ,
 যেমন ঘণ্টা, বাঁঝর, কাঁসর, কাঁসি, খটতালী, খরতাল, মন্দিরা,
 মণ্ডশরাব বা জলতরঙ্গ, ঘড়ী, রামখরতালপ্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত
 ভারতবর্ষে আরও বহুবিধ যন্ত্র ছিল, সে সকলের এক্ষণে বড়
 প্রচলন নাই ।

কথিত চতুর্বিধ যন্ত্রের মধ্যে তত যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত,
 যথা—সভ্য ও গ্রাম্য, তদ্বিধ ত্রিবিধ যন্ত্র প্রত্যেকই আবার তিন
 ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সভ্যযন্ত্র (২), বাহির্দ্বারিক
 যন্ত্র (৩) এবং গ্রাম্যযন্ত্র (৪) । সভাতে যে সকল যন্ত্র সর্বদা বা-
 দিত হয়, সে সকলের নাম সভ্যযন্ত্র । সভ্যযন্ত্র আবার দুই ভাগে
 বিভক্ত, যথা—স্বতঃসিদ্ধ (৫) এবং অসুগতসিদ্ধ (৬); যে সকল
 যন্ত্র গীত অথবা অন্য কোন যন্ত্রের অননুগত হইয়া বাজে, সে

(১) নগরে ঘোষিত হয় বলিয়া ইহার নাম নাগরা হইয়াছে

(২) Drawing room instruments.

(৩) Out door instruments.

(৪) Pastoral instruments.

(৫) Solo.

(৬) Accompanied.

গুলির নাম স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র, যথা—বীণা, ত্রিতন্ত্রী বা সেতার, র-
বাব, সরোদ, রঞ্জনী, কানুন, সুরতরঙ্গ, সুরবীণা, সুরশৃঙ্গার এই
সমুদয় তার-যন্ত্রগুলিই স্বতঃসিদ্ধ-সভ্যযন্ত্রমধ্যে পরিগণিত।
শুধিরযন্ত্রের মধ্যে এতদ্দেশে বংশী ব্যতীত অন্য কোন রূপ
স্বতঃসিদ্ধ সভ্যযন্ত্রের বড় ব্যবহার নাই। কথিত যন্ত্র সমূহের
মধ্যে যে গুলির বহুপ্রচলন সেইগুলি ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়।

মহতী বীণা (১)।

এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন ও সর্বযন্ত্রপ্রধান, মহর্ষি নারদ-কর্তৃক
ইহা প্রথম সৃষ্ট হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই যন্ত্র

(১) প্রাচীন-সঙ্গীত-শাস্ত্র-কর্তারা তারযন্ত্র মাত্রেই প্রথমে সামান্যতঃ “বীণা”
এই ব্যাপক আখ্যা নির্দেশ করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ আকার ও প্রকৃতি
অনুসারে মহতী বীণা, রুদ্র বীণা, নারদ বীণা, রঞ্জনী বীণা, কচ্ছপী বীণা ও
সুরবীণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্য নামও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু
সম্পূর্ণতঃ আমরা মহতী বীণার বিষয় বিবৃত করিতে আবৃত্তি হইয়াছি, স্মরণ্য
এ স্থলে বীণা-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, কুহুহনী পাঠকগণ তৎ সমুদয়ই

মনুষ্যদেহের অনুরূপ; মনুষ্যদেহে যে রূপ একটী মেরুদণ্ড আছে, ইহাতেও ঐ মেরুদণ্ডের পরিবর্তে একটী বংশদণ্ড থাকে। মনুষ্যদেহে তিনটী স্বর স্থানের মধ্যে নাভি এবং মস্তক এই দুইটীই যেমন প্রধান স্বরস্থান, ইহাতেও তদনুযায়ী বংশদণ্ডের উভয়পাশ্বে দুইটী অলাবু যোজিত থাকে। দেহের পরিমাণানুরূপে নাভিস্থানহইতে তারস্থান পর্য্যন্ত নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান রাখিবার সচরাচর বিধি আছে। নারদ-নির্ম্মিত এই জাতীয় বীণাকে মহতী বীণা বলা যায়। এই বীণাতে সচরাচর তিনটী লৌহের এবং চারিটী পিতলের সাকল্যে

মহতী বীণা-সম্বন্ধীয় জানিবেন। এই যন্ত্রটি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বাদ্য যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতম প্রাধান্য লাভ করিলেও যে, ইহার বাদক সংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইহার বাদন-ক্রিয়ার কাঠিন্য ও অতিরিক্ত-পরিশ্রম-সাধ্যত্বই তাহার অদ্বিতীয় কারণ; তজ্জন্যই সঙ্গীত কুতূহলীদিগের মধ্যে অনেকেই অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ উক্ত যন্ত্র বাদনাভ্যাসে যেরূপ পরিশ্রমের আবশ্যক, তদপেক্ষা অপোহ্যাসে কচ্ছপী বীণা বাদনে সমবিক পটুতা জন্মিতে পারে এবং কচ্ছপী বীণাতেও প্রায় বীণার যাবতীয় কার্য্যকৌশল অনিশ্চিত হইয়া থাকে। বীণাবাদন এতদূর দূর হু ব্যাপার যে, এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে সঙ্গীতের এত অধিক চর্চ্চা সত্ত্বেও আমরা নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি মাত্র বীণা বাদকের নান অবগত হইতে পারিয়াছি, যথা—
 জীবনসাঁ, নির্ম্মল সাঁ, মহম্মদ আলি, নসির আহম্মদ, সজ্জু খাঁ, গোলাপ খাঁ, গোলাম রসুল, করিম খাঁ, ওস্তাদজী লছমী এসাদ মিশ্র, ফিরোজ খাঁ, নব্বৎ খাঁ, প্রভৃতি (ইঁ হারা বর্ত্তমান নাই) গোলাম হুসেন খাঁ, মেহদি হুসেন খাঁ ওয়ারিস খাঁ, ইত্যাদি (এই কয়েক ব্যক্তি মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।) পরি-
 শেষে বক্তব্য যে, পূর্বে ওস্তাদজী লছমী এসাদ মিশ্র মহাশয়ের নিকট বীণার

সাতটি তার আবদ্ধ থাকে (১) ঐ সাতটি তার সহজে বুঝাইবার জন্য এক দুই করিয়া সাত পর্য্যন্ত চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে যথা—

অনেক বিষয় জ্ঞাত হই, সম্প্রতি বাবু অভয়াচরণ মল্লিকের নিকটেও তৎসম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় অবগত হইয়াছি। মহতী বীণার লক্ষণ এই, যথা—

দণ্ডং বংশময়ং কাষ্ঠং বর্জুলং তুণ্ডবৃক্ষকং ।

নবমুষ্টি স্বরজ্ঞানং চাত্র যতে ন কারয়েৎ ॥

• তমিন্দ্রেণ সপ্তসংখ্যামাটনীং সম্বিশেষয়েৎ ।

দক্ষিণে বিন্যাসেন্যং ক্ষুদ্রতক্ষীষয়ং ক্রমাৎ ॥

বৃক্ষবজ্রময়ী কর্ণ্যা মোটিনী দণ্ডরঞ্জিকা ।

তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্বাং মোটনীঞ্চ শটনৈঃ শটনৈঃ ॥

অস্যানুবৃষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পুষ্কশ্চিভিঃ ।

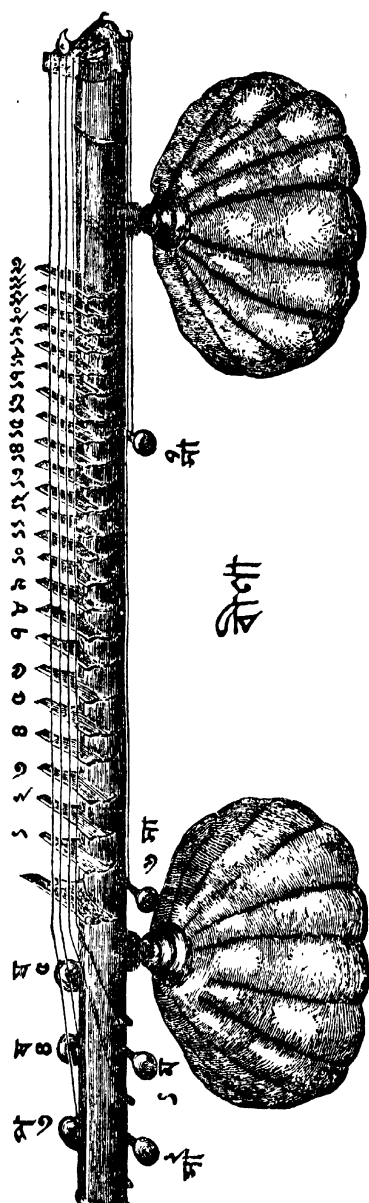
এতাস্থ তারবাদিন্যখিষ্টস্তি পদিকোপরি ॥

মদনস্য চ সিক্তস্য যোগেন স্তদটীকৃতাঃ ।

মহত্যা নাম বীণয়া এতলক্ষণমুচ্যতে ॥

ইতি কোহলীয়ে ॥

(১) এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম পঞ্চম এডিশনের ২১৬ পৃষ্ঠায় সার্-উই-লিয়ম্ জোস মহোদয় তাঁহার বীণা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন যে, প্রসিদ্ধ মুল-মান বৈদিকঋষি পিয়ার খাঁ এবং জীবন সাহা তাঁহাদের বীণাতে দুইটি লোহ এবং পাঁচটি পিত্তল তার ব্যবহার করিতেন, পরন্তু অধুনাতন বৈদিকেরা তিনটি লোহ এবং চারিটি পিত্তল তার ব্যবহার করিয়া থাকেন ।



	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ত							সা
ম						সা	
উ	ম	সা					
অতিরিক্তরেখা			নি	নি	নি		
			প	হ	ষ		

উপরি লিখিত একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদারা মণ্ড-
কের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায় এবং ঐটীকেই নায়কী তার বলে।
সার উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ তারকে পিত্তলতার বলিয়া
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বরঞ্চ কুতূহলী পাঠক এসিয়াটিক্ রিসা-
র্চেস্ প্রথম বালম ২২৬ পৃষ্ঠায় “আর” চিহ্নবিশিষ্ট তারটীর
প্রতি দৃষ্টি করিবেন। ঐটী আমাদের এক্ষণকার ব্যবহারগত
নায়কীতার, তিনিও উহাকে নায়কীতার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু
আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সহিত ধাতুগতভেদ
দেখা যায়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মৃচ্ছনা এবং গম-
কাদি পিত্তলতারে স্বন্দররূপে নিঃসারণ করিতে গেলে ক্রমশঃ
ঐ তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বরভ্রষ্ট করে ও ছিন্ন হইয়া যায়।
আমরা ঐ তারকে মধ্যম করিয়া বাঁধিয়া থাকি, তিনি স্বরগ্রাম
বিভিন্নতায় উহাকে অন্যবিধ নিয়মে বাঁধিবার বিধি করিয়াছেন,
ইহার এবং অন্যান্য তার বন্ধন বিভেদ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ
পরে লিখিত হইবে।

দুই চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল-তার উদারার মণ্ড করিয়া বাঁধাই
প্রসিদ্ধ, কথিত মহোদয় উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় ঐ দ্বিতীয়
তারটী “এস্” চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন, আমাদের সহিত এই-
টীর ধাতুগতভেদ কিছুই নাই, পরন্তু গ্রাম বিভেদ কল্পনা জনিত

স্বরবন্ধনগতভেদ লক্ষিত হয়। তিনচিহ্ন-বিশিষ্ট-তারটীও পিভলের, ঐ তারটী অবলম্বিত উদারার নিম্নসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার আছে এবং সেই জন্য উহার স্বরলিপি অতিরিক্ত রেখাতে অর্থাৎ (উদারা সপ্তক অপেক্ষা আরও নিম্ন সপ্তক স্বরলিপি করিতে গেলে আশাদিগের সঙ্গীতে অতীব প্রয়োজনীয় উদারা, মুদারা এবং তার। এই তিনটী সপ্তকের স্বর-লিপিজন্য যে তিনটী সরলরেখা নির্দিষ্ট আছে ঐ তিনটী রেখা ব্যতীত অপর একটি অতিরিক্ত রেখা ব্যবহার করিতে হয়, যেমন উপরে তছুদাহরণ লিখিত হইয়াছে) আর নিম্ন সপ্তক জ্ঞাপনজন্য ঐ সুরটীর মস্তকে (নি) দেওয়া আছে। ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতে উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী সপ্তক ব্যতীত নিম্ন সপ্তক কেবল সুরের সহযোগ ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রায় ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ পিভলের তারটীকে “টী” চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং “এ” (১) অর্থাৎ ধৈবতকে ষড়্জ শব্দের সমান অর্থ বোধক করিয়া উক্ত তারকে উহার ধৈবত গ্রামের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, সুররাং তাঁহার সহিত এটীতেও গ্রামভেদ-জনিত সুরভেদ লক্ষিত হয়; আমরা উদারা সপ্তক হইতে নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিয়া থাকি। তিনি উহাকে

(১) “এ” কে ষড়্জের সমান অর্থ বোধক বুঝায় না, বৈবত এবং “এ” এই দুইটী একার্থবোধক বটে, ইহার কারণ হবে বিবৃত হইবে, এই কারণে বশতঃ মহোদয় সার্ উইলিয়ম্ জোন্সের সহিত গ্রামভেদ কম্পনা জনিত তার-বন্ধনগত সুরভেদ লক্ষিত হয়।

মানুষের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, কাষেই এই তারটী বাঁধা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সপ্তকগতভেদও লক্ষিত হয় । চারি এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিভলের তারদ্বয় উদারার নিম্ন সপ্তকের যড়্জ করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে । ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তার দুইটী লৌহনির্মিত, তন্মধ্যে প্রথমেরটী মূদারা সপ্তকের যড়্জ এবং পরেরটী তারা সপ্তকের যড়্জ করিয়া বাঁধার নিয়ম আছে । মার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় চারি-চিহ্ন-বিশিষ্ট পিভলের তারটীকে “ইউ” এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিভলের তারটীকে “ভি” এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন । কথিত কারণ বশতঃ এই দুইটী তারবন্ধনেরও এক্ষণকার প্রচলিত বন্ধনরীতির সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য আছে । ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারদ্বয়কে তিনিও লৌহ তার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া প্রথমেরটী “পি” এবং শেষেরটী “কিউ” এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন । পরন্তু উক্ত মহোদয় গ্রামভেদবন্ধন কল্পনা করিতেই উক্ত তারদ্বয় অন্যবিধ রীতিতে বাঁধা হইয়া থাকে । ছয় এবং সাতচিহ্নবিশিষ্টলৌহ তারদ্বয়কে সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থকর্তারা ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা বলেন, সচরাচর যাহা পারস্য ভাষায় চিকারি বলিয়া ব্যবহৃত হয় । ফলতঃ একচিহ্নবিশিষ্টলৌহনির্মিত এবং দুইচিহ্নবিশিষ্টপিভলনির্মিত তার ব্যতীত অপর

পাঁচটি তারই সহযোগিতারূপে মাত্র সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বংশ-দণ্ডের উপরে স্বরস্থানে ঊনবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতিপর্যন্ত ইস্পাতাদিধাতুনির্মিতসারিকা মম্ দ্বারা জমাইত থাকে । এই যন্ত্রের সারিকা-বিন্যাসবিশিষ্ট স্বর-গ্রামানুযায়িক, সচরাচর যে প্রকার স্বরগ্রাম প্রণালীকে হিন্দি-ভাষায় অচল ঠাট বলে এবং ইউরোপীয়েরা যাহাকে ক্রোমে-টিক্ স্কেল্ বলেন । সারিকাবিন্যাসসম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে । বীণায়ন্ত্র স্কন্ধে স্থাপিত এবং বামহস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত দক্ষিণহস্তের তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে, এই দুইটি অঙ্গুলীই অঙ্গুলীত্র অর্থাৎ “মিজ্রাপ” দ্বারা বাদনকালে আবরণ রাখার রীতি আছে, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্বরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । আর পাঁচটিহু বিশিষ্ট তারটীও স্বরযোগ দিবার জন্য বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীযোগে কখন কখন ধ্বনিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্রে অনামিকা অঙ্গুলীর প্রয়োজন প্রায় দেখা যায় না । নিম্নলিখিতনিয়মে সার্কদ্বিসপ্তকমাত্র বীণাতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । যথা—

দুইচিহ্নবিশিষ্ট পিতল
তার খুলিয়া ।
একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ
তার খুলিয়া ।

ত	স	র	গ	ম	প	দ	ন	নি
স	র	গ	ম	প	দ	ন	নি	নি
স	র	গ	ম	প	দ	ন	নি	নি

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

সার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় ঊনবিংশতি খানি সারিকা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার মতানুযায়ী বীণায় উদারা সপ্তকের স্বরগ্রাম দ্বাদশ খানি বিকৃতস্বরোৎপাদিকা সারিকা দ্বারা মণ্ডিত আছে। এটির সহিত আমাদের অধুনাতন প্রস্তাবিত বীণা-টীরও উদারা-গ্রামের ঐক্য দেখা যায়; সুদারা সপ্তকে কোমল নিষাদ পরিত্যাগে উক্ত মহাত্মা একাদশ খানি সারিকা দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কথিত বীণার স্বরগ্রামে সুদারা-গ্রামের কোমল নিষাদ অপরিত্যক্তরূপে ১২ খানি সারিকা দেওয়া আছে, সুতরাং এই সপ্তকের এক খানি সারিকা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বীণায় ন্যূন আছে, তিনি তারা সপ্তকের ষড়্জ এবং প্রকৃত ঋষভ মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কা-যেই তাঁহার বীণাতে পূর্ণ সার্ক দ্বিসপ্তক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

না। আমাদের অধুনাতন প্রচলিত বীণাটীতে তারাসপ্তকের স্বর-
গ্রামে কোমল ধ্বজ, কোমল গান্ধার এবং প্রকৃত গান্ধার এই
তিন খানি সারিকা জোন্স মহোদয়ের বীণার সারিকা অপেক্ষা
অধিক আছে, সেই হেতু তাৎকালিক বীণাতে সুদারী সপ্তকের
এক খানি এবং তারী সপ্তকের তিন খানি মাকল্যে এই চারি
খানি সারিকা অধুনাতন বীণা অপেক্ষা ন্যূন প্রতিপন্ন হয়, ফ-
লতঃ ইহাতে কার্যগত কোন বিশেষ হানি হইতে পারে না।
ঊনবিংশতি খানি সারিকাবিশিষ্ট বীণাতে মূর্ছানাদারা অপর
অতিরিক্ত সারিকা চারি খানির কার্য অনায়াসে সম্পাদিত
হইতে পারে, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ও ইহা প্রতিপন্ন
করিয়াছেন।

কথিত হইল সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় এসিয়াটিক্
রিসার্চেস্ প্রথম বালমে যে রূপ বীণাযন্ত্রের তারবন্ধনপ্রণালী
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই প্রণালীর সহিত আমাদের মতের
অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ এই, উক্ত মহোদয়
স্বরগ্রামের প্রথম স্বর যড়্জকে ইটালীয় “লা” অথবা ইংরাজি
“এ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রাম আরম্ভক যড়-
জের সহিত স্বরগ্রাম আরম্ভক ইটালীয় “অট” অথবা ইংরাজী
“সি”র সাদৃশ্য লিখিলে যুক্তিযুক্ত বোধ হইত, হিন্দু সঙ্গীতবিষ-
য়ক অন্যতর গ্রন্থকর্তা উইলার্ড সাহেবের সহিত সার্ উইলিয়ম্
জোন্স মহোদয়ের মতবিরুদ্ধতায় আমাদের মতের সহিত
বিশেষ ঐক্য দেখা যায়, বরঞ্চ সঙ্গীত কুতূহলী মহাশয়ের
উইলার্ড সাহেবের টিটিজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৭

পৃষ্ঠায় দেখিবেন। আরও যড়্জের সহিত “এ”র ঐক্য করিলে, হিন্দু-সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়িক শ্রুতিগত বিশেষ দোষ স্পর্শে। “লা” অথবা “এ” যদ্যপি চারি শ্রুতি বিশিষ্ট পূর্ণ যড়্জ হয় (১) স্তবরাং “লা”র পর স্তব “মি” অর্থাৎ ইংরাজি “বি” আমাদের খায়ভ হইবে, এবং তাহার অব্যবহিত পর স্তব “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” আমাদের গান্ধার হইবে, সংস্কৃত-সঙ্গীতগ্রন্থকারেরা খায়ভ এবং গান্ধারের মধ্যে তিনটী শ্রুতি-বিশিষ্ট পূর্ণ স্তবস্থান নির্ণয় করেন, কিন্তু ইটালীয় “মি” এবং “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “বি” এবং “সি” ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ইউরোপীয়সঙ্গীতগ্রন্থকর্তারা উহাকে অর্দ্ধস্তবস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে চারি শ্রুতি-বিশিষ্ট যড়্জকে “লা” অর্থাৎ ইংরাজি “এ”র সহিত একার্থ-বোধক করিলে ইটালীয় “মি” অথবা ইংরাজি “বি” অর্থাৎ মার্স উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় (যাহাকে আমাদের খায়ভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন) এবং “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” যেটী উক্ত মহোদয়ের মতে আমাদের গান্ধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইটালীয় “মি” অথবা অর্দ্ধস্তব-স্থান-বিশিষ্ট ইংরাজি “বি”র সহিত মার্স উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতে পূর্ণ স্তবস্থান বিশিষ্ট খায়ভকে একার্থ প্রতিপাদক করিলে যে কতদূর শ্রুতিভ্রষ্ট হয়, তাহা উইলার্ড সাহেবের ২৯ পৃষ্ঠায় শ্রুতিবিবেকপ্রণালী কুতূহলী পাঠক দেখিলে অনায়াসে

(১) চারিটি শ্রুতিবিশিষ্ট যড়্জের বিষয় উইলার্ড সাহেবের ট্রিটিজ অন্দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” হইতে ষড়্জাদির আরম্ভ করিলে আমাদের মতে ঞ্চতিগত এবং যুক্তিগত কোন দোষই স্পর্শে না, উইলার্ড সাহেবও এ বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন।

পূর্বস্বর	পূর্বস্বর	অক্ষ'স্বর	পূর্বস্বর	পূর্বস্বর	পূর্বস্বর	অক্ষ'স্বর
হি	ষড়্জ	ঋষত	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	টীবত
ই	অট্	রি	মি	ফা	সো	লা
ইং	সি	ডি	ই	এফ	জি	এ
						বি

ইউরোপীয়েরা যে যে স্বরমধ্যস্থানকে পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতা-নুসারে যেরূপ (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের দেশেও ঞ্চতিগত তদনুযায়িকস্বরস্থানের পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও ইহার প্রমাণ জন্য বলিতেছি যে, পিয়ানো যন্ত্রে সন্নি-হিত দুইটী কৃষ্ণসারিকার অব্যবহিত পূর্বে যে শ্বেতসারিকা আছে, সেই শ্বেতসারিকাটী হইতে সি, ডি, ই, এফ্, জি, এ, বি, অথবা ইটালীয় অট্, রি, মি, ফা, সো, লা, মি, ইত্যাদি সাতটী সুরের ক্রমান্বয়ে নাম উল্লেখ করিয়া অরিচ্ছেদে পর সপ্তকের “সি” অথবা “অট্” পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইলে একটী কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় না লইয়া যেমন একটী ইংরাজি (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ স্বসম্পাদিত করে, তদ্রূপ ঐ কথিত “সি” অথবা “অট্” নামক শ্বেতসারিকা হইতে যদিও আবার আমাদের ষড়্জ ইত্যাদি সাতটী সুর কথিত সারিকায় সারিকায় নাম উচ্চারণ করত যথাক্রমে পর সপ্তকের “সি” পর্য্যন্ত গণনা করা যায়, তাহা হইলে আমা-

দের ও প্রকৃত স্বরগ্রাম কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় ব্যতীত বিনা শ্রুতিদুষ্কতায় স্বন্দররূপে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অন্যতর শ্বেত-সারিকা “এ” অথবা “অট” হইতে যড়জাদির নাম উল্লেখে কৃষ্ণ সারিকার আশ্রয় বিনা কথিত পরসপ্তকের এ পর্য্যন্ত গণনা করিলে সঙ্গীতকুতূহলী মহোদয় শুনিবেন যে প্রকৃত স্বরগ্রাম শ্রুতির ন্যূনাধিক্যজনিতশ্রবণদুষ্ক হইবেই হইবে। ইটালীয় “অট” ইংরাজি “সি” এবং আমাদের যড়জ এই তিনই একার্থপ্রতিপাদক তাহার সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ ইটালীয় “লা” ইংরাজি “এ” এবং আমাদের ধৈবত, কখনই যড়জ বোধক নহে।

বীণার স্বর অতীব মধুর স্ততরাং স্বেচ্ছা, প্রিয়ানো প্রভৃতি ইউরোপীয় যন্ত্রে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার অধিক ভাগই বীণায় নিষ্পাদিত হইতে পারে, বরঞ্চ মূর্ছনা, কুন্তন-প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্গীতোপযোগী উৎকট উৎকট কার্য্য যাহা এই যন্ত্রে স্বেচ্ছা রূপে সহজে প্রতিপন্ন হয়, সে সমুদায় কার্য্য ইউরোপীয় যন্ত্রে অতীব দুঃসাধ্য। বীণার বাদন-পারিপাট্য, মধুরতা এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে উইলার্ড এবং মার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ অত্যুৎকৃষ্ট পিয়ানোর সহিত তুল্যতা স্থাপন করেন। ইংরাজি সংস্কৃত-অভিধানকর্তা মণিয়র্ উইলিয়ম্ সাহেব ইউরোপীয় “লায়ার যন্ত্র এবং বীণা এই উভয় যন্ত্রকে এক জাতীয় বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের বীণাতে যেমন সাতটি তার আবদ্ধ থাকে প্রাচীন গ্রীক জাতীয় লায়ার যন্ত্রেও সেইরূপ সাতটি

তার আনন্দ থাকিত, গ্রীক এবং রোমীয়দের পুরাত্তকর্তা উইলিয়ম্ স্লিথ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীকজাতিরা যখন “লায়ার” এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, তাহার পূর্বেও আসিয়াস্থ নানা দেশে এবং মিশরে লায়ার প্রভৃতি যন্ত্রের বহু প্রচলন ছিল, কিছু কাল পরে গ্রীকজাতিরা “লায়ারের” উৎকর্ষতা দর্শনে গ্রীসদেশে প্রথমে উহা আনয়ন করেন। এতদ্বিময়ের পোষকতা হকিন্ সাহেব, বার্ণি সাহেব এবং কার্লেন্‌জেল্ সাহেব-কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে ভুরি প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বীণা যে অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষ যে ইহার প্রথম জন্মস্থান তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে দেশভেদে অবয়বভেদ এবং নামভেদ হইয়া থাকিবে এই মাত্র। সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্তারা নানা জাতীয় বীণার নাম বিধিবদ্ধ করেন তন্মধ্যে বল্লরী নামে এক জাতীয় বীণা পূর্বে ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, মণিয়র্ উইলিয়ম্ সাহেব তাহাকে “হার্প” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হার্প যন্ত্র ব্রহ্মদেশে “শন্” এবং চীন দেশে “কীণ্” বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইজিপ্ট দেশে বীণাকে “বেণ্” বলিয়া ব্যবহার করিত। “বীণ” এবং “বেণ্” এই দুইটি নামে কতক অংশে শব্দগত ঐক্য দেখা যাইতেছে। “বল্লরী” এবং “হার্প” এক বিষয় যন্ত্র নাই হউক, বস্তুতঃ “হার্প” “বল্লরী”র অনুরূপ যন্ত্র বটে, বোধ করি এ বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ করিতে না পারেন।



সংখ্যা ২ ।

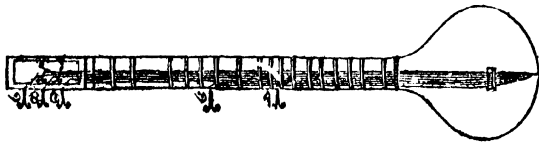
কচ্ছপী বা

কচুয়া সেতার ।

আমাদের দেশে কচ্ছপী নামক অপর একবিধ বীণার বহু প্রচলন আছে, অধুনাতন লোকেরা তাহাকে “কচুয়াসেতার” বলিয়া ব্যবহার করেন। “সেতার” এই শব্দটি পারসিক ভাষা ; খ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে পাঠান বংশীয় রাজা গয়েস্ উদ্দিন বুল্বানের রাজত্বকালে আমীর খসরু নামে যে বিখ্যাত কবিপ্রধান রাজসভাসদৃশ্যে পরিগণিত ছিলেন তিনিই কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রী ইত্যাদি বীণাকে সামান্যতঃ “সেতার” এই আখ্যা প্রদান করেন। বস্তুতঃ ত্রিতন্ত্রী নামের সহিত “সেতার” এই সংজ্ঞার অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, যেহেতু পারস্যভাষায় “সে” শব্দে তিন বুঝায়, সুতরাং “সে—তার” আর “ত্রি—তন্ত্রী” উভয়েই একার্থ-বাচক অর্থাৎ তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র। ত্রিতন্ত্রী বীণার আকারও প্রায় কচ্ছপী বীণার মত, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, কচ্ছপী বীণার খোলটি অলাবুনির্মিত এবং তাহাতে পাঁচ হইতে সাতটি পর্য্যন্ত তার আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর খোল প্রায়ই কাষ্ঠনির্মিত (১), আর তাহাতে তিনের অধিক তার দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাই হউক, এক্ষণে কচ্ছপীজাতীয় ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি যন্ত্রমাত্রই প্রায় “সেতার” এই নামে

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংখ্যক যন্ত্রে প্রদত্ত।

প্রচলিত হইয়াছে। কচ্ছপী বীণার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা বলিয়াই ইহাকে কচ্ছপী বা কুম্মী বীণা বলে। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য সচরাচর প্রায় চারি ফুটই হইয়া থাকে। তবে বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহার ন্যূনাতিরেকও করিয়া থাকেন, কিন্তু রাগ বাজাইবার কচ্ছপী আকারে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে আলাপের সময় মূচ্ছনা-কৌশল সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য চারিফুট হইলে তাহার পন্থী হইতে পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে তন্ত্রাসন এবং তিনফুট পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে আড়ি সম্মিবেশিত করা কর্তব্য। পরিমাণে চারি ফুটের ন্যূনাধিক হইলে ইহারই সমানুপাত অনুসারে তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপিত করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা কচ্ছপী বীণাকেই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর হাতের যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; আমাদিগের বর্ণ্যমান কচ্ছপী বীণাটিতে যে সাতটি তার আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে চারিটি লোহের এবং তিনটি পিত্তলের। যথা—



		লৌ	পি	পি	লৌ	পি	লৌ	লৌ
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ ম ট	স						সা	প
	ম		সা	সা	প			
	নিম্ন অতিরিক্তরেখা						সা	

একচিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতারটিকে নায়কী অথবা প্রধান তার বলে। নায়কী তারটী লৌহনির্মিত, স্ততরাং অতি দৃঢ় বলিয়া বাদনকালে ইহারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তারটী সচরাচর উদার সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায়। দুই ও তিনচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল তারদ্বয় উদার সপ্তকের ষড়্জ, চারিচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদার পঞ্চম, পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলতার নিম্নসপ্তকের ষড়্জ, ছয়চিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতার মুদার ষড়্জ ও সাতচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ-তারটী মুদার পঞ্চম করিয়া বাঁধার রীতি আছে। ছয় ও সাত-চিহ্নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তারদ্বয় কচ্ছপী যন্ত্রের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে, ঐ দুইটী তারকে সচরাচর “ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা” বা “চিকারি” বলে। নায়কী ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার ব্যতীত অপর কয়েকটী-তার কেবল সুরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ কাচ্ছপিকেরা ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা ভিন্ন অবশিষ্ট তার গুলিতে বাম-হস্তের অঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত সংযোগাদি নানাবিধ স্বরকৌশল দর্শাইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে কচ্ছপী বীণাতেও ইউরোপীয়গিটার যন্ত্রের ন্যায় দুই তিনটী স্বর একত্রে ধ্বনিত করা বাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয়সঙ্গীতে এরূপ রীতির বড় একটা ব্যবহার নাই। কচ্ছপী বীণার কাষ্ঠদণ্ডের উপরে সতরখানি লৌহাদিধাতুনির্মিত সারিকা তন্তুদ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং তাহাতে সার্কদ্বিসপ্তকমাত্র স্বর প্রতিপন্ন করা যায়। কচ্ছপী এতৎসম্বন্ধে মহতী বীণার সহিত প্রায়ই তুল্য। তবে তাহার সারিকাবিন্যাস বিকৃতস্বরগ্রামানুযায়িক,

আর ইহার সারিকা গুলি কেবল ব্যবহারগত তীব্রমধ্যম ও কোমলনিষাদযোগে প্রকৃতস্বরগ্রামানুসারে বিন্যস্ত, এইমাত্র বিশেষ । যথা—

স র গ ম প ধ ন												স র গ ম						
												স র গ ম প ধ ন						
												স র গ ম প ধ ন						
	২	৩	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

কচ্ছপীয়ন্ত্রবাদনকালে তাহার পশ্চাদ্ভাগ বাদকের সম্মুখে স্থাপনপূর্বক অলাবুটীর পার্শ্বদিক্ দক্ষিণহস্তের কজী সহকারে চাপিয়া, দাগুটি বামহস্তে আলগোছা ঠেঁশ রাখিয়া ধরিতে হয়। পরে স্বরস্থানস্থ প্রতি সারিকায় বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে তারের উপর সঞ্চালিত করত দক্ষিণহস্তের মৃজাপা-রুততর্জ্জনী দ্বারা সারিকাশূন্য প্রদেশে সেই তারের উপর আঘাত দিলে উল্লিখিত সার্কিটসম্পৃক্ত উত্তম রূপে প্রকাশ পাইবে। কচ্ছপী বীণার ধ্বনিবিষয়ে মহতী বীণার সহিত অনেকাংশে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়; মহতী বীণাতে যে সকল উৎকট উৎকট কার্য্য অধিক আয়াসে সম্পাদিত হয়, কচ্ছপী বীণাতে তৎসমুদায় কার্য্য অতি সহজে, অল্প পরিশ্রমে এবং স্ফুটরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। গ্রীক এবং রোমান্জাতীয়পুরাত্তবিষয়ক অভিধানকর্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্টিডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক জাতীয় যন্ত্র। অধুনাতন ইউরোপীয় গীটার যন্ত্রেরও সহিত কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এন্সাইক্লো-পিডিয়া-প্রণেতা রিড্ সাহেব বলেন কচ্ছপী হইতেই গীটারের

উৎপত্তি। স্কুল অব ইউনিভার্সেল মিউজিক্‌গ্রন্থকার ডাক্তার এডলফ মার্কস সাহেবের মতে গীটার কচ্ছপীর অবয়বভেদমাত্র, জার্মান জাতীয়েরা তাহাকে জিতার বলিয়া ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ কচ্ছপী বীণা সামান্যের “সেতার” এই নাম ভারতবর্ষে আমীর খস্রুরদিবার অনেক পূর্বে অন্যান্য দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র ঐ নামেই প্রচলিত ছিল। ব্রুটানিকাকর্তা বলেন যে, আরবদেশ হইতেই কচ্ছপী অবয়বভেদে গীটার নামে বিখ্যাত হয়। অতি প্রাচীন কালে যখন পারসিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের বাণিজ্যাদি ঘটিত বিশেষ সংস্রব ছিল, তৎকালে পারসিকেরা ভারতবর্ষহইতে কচ্ছপীকে স্বদেশে লইয়া গিয়া “সেতার” নাম প্রদান করে। পরন্তু বিখ্যাত পারসিক-কবি আমীর খস্রু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না আসিয়াছিলেন তদবধি এতদেশে কচ্ছপী নামই অবিচলিতভাবে প্রচলিত ছিল। পরে উক্ত যন্ত্র পারস্যদেশ হইতে আরবে গিয়া কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে গীটার, এসিরিয়া দেশে এসোর, প্রাচীন গ্রীশে থিতারা, ইজুদীদিগের দেশে কিমোর, নিউবিয়ায় কিশোর এবং অপরূপর দেশে বিভিন্ননামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব্যদেশহইতেই যে, গীটার নামের উৎপত্তি, ডাক্তার বার্গিসাহেবও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রিজ্ সাহেবকৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে আরবীয়েরা যখন স্পেন দেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, সেই সময়ে তাহাদিগের দ্বারাই গীটার যন্ত্র উক্তদেশে নীত এবং স্থাপিত

হয় । অনন্তর কালসহকারে ঐ গীটার যন্ত্র ইউরোপের যাব-
তীয় দেশে অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হইয়া
আসিতেছে ; ফলতঃ ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী বা কূন্দী বীণাই
বোধ হয় তৎসমুদায় যন্ত্রের মূল ।



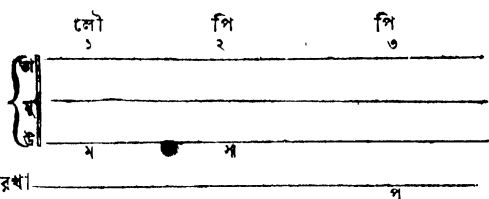
সংখ্যা ৩।



ত্রিতন্ত্রীবীণ ।

কচ্ছপী বীণার প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিতন্ত্রী-
বীণার অবয়ব প্রায় কচ্ছপীরই ন্যত, কেবল ইহার খোলটী
কার্ঠনিস্থিত এবং ইহাতে তিনটী তার আবদ্ধ থাকে এই মাত্র
ভেদ । কচ্ছপীতে যে যে কার্য সম্পাদিত হয়, ইহাতেও সেই
সেই কার্য অনেকাংশে সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল অবয়বের
কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতানিবন্ধন রাগরাগিণীর আলাপোপযোগী মুচ্ছনাদি
কার্য নিষ্পন্ন করা কিছু কষ্টসাধ্য হয় । কচ্ছপীর লোহময়
নায়কী তারটী যেমন উদারার মধ্যমে বাঁধে, ইহার নায়কী তারও
অবিকল তদ্রূপ বাঁধা থাকে, তাহার পিত্তল-নির্ম্মিত-দ্বিতীয়
তার যেমন উদারার সুরে বাঁধিবার রীতি আছে, ইহার দ্বিতীয়
তারটীও ঠিক সেইরূপ, কেবল তৃতীয় তারটীতে কিঞ্চিৎ বৈল-
ক্ষণ্য লক্ষিত হয় । কচ্ছপীর তৃতীয় তার দ্বিতীয় তারের সমসুরে

বাঁধিবার রীতি প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমস্তরে অর্থাৎ উদারার যড়্জে না বাঁধিয়া তাহার নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মাত্র বিশেষ । যদিচ কচ্ছপীর তৃতীয় তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারের বন্ধনগত ভেদ আছে তথাপি ধাতুগতভেদ কিছুই লক্ষিত হয় না । যথা—



নিম্ন অতিরিক্তরেখা—

সারিকাসম্বন্ধে কচ্ছপীর সহিত ত্রিতন্ত্রীর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহাতে সার্কট্রিসপ্তক স্বর যে নিয়মে প্রতিপন্ন হয়, ইহাতেও সেই প্রণালীতে সার্কট্রিসপ্তক সম্পন্ন হইয়া থাকে । ত্রিতন্ত্রীর বাদনাদির নিয়ম অবিকল কচ্ছপীর ন্যায় । প্রাচীন গ্রীক্ দিগের হার্মিসের লাইয়র্ যন্ত্রের তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তারের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কেবল বন্ধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ অনৈক্য প্রত্যক্ষ হয় ।



সংখ্যা ৪ ।

কিমরী বীণা ।



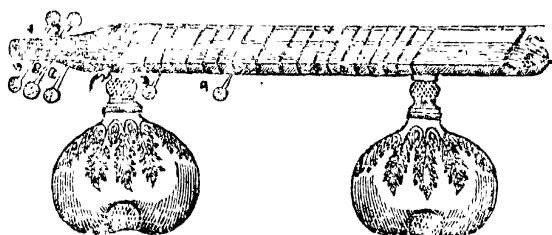
কিমরী নামে অপর এক জাতীয় বীণা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে । কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এই যন্ত্রের খোলটী অলাবু বা কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত না হইয়া পূর্বকালে নারিকেলের খোলদ্বারা প্রস্তুত হইত, অধুনাতন সঙ্গীত-কুতূহলীদিগের মধ্যে কেহবা রূহৎ পক্ষীবিশেষের অণ্ড এবং আঢ্যেরা রজতাদি উৎকৃষ্ট ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন ; ফলতঃ নারিকেলখোলনির্মিত কিমরীর ধ্বনির সহিত অণ্ডাদি নির্মিত কিমরীর ধ্বনির কিছুমাত্র ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না । এই জাতীয় বীণাতে সচরাচর পাঁচটী তার আবদ্ধ থাকে, কচ্ছপী বীণার সাতটী তারের মধ্যে পার্শ্বস্থ দুইটী ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা অর্থাৎ চিকারি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটী যে যে ধাতু নির্মিত ও যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, ইহার পাঁচটী তার ও সেই সেই ধাতু-নির্মিত ও সেই সেই নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকে । ইহার অবয়ব কচ্ছপীহইতে অনেক ক্ষুদ্র, স্ততরাং তজ্জন্য ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু । এড্‌ওয়ার্ড এফ্‌ রিস্মল এল্‌ এল্‌ ডি সাহেবকৃত পিয়ানোফোর্ট যন্ত্রের

ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, কিম্বরী জাতীয় বীণাই ইহুদীদিগের দেশে কিম্বর ও গ্রীশ্ দেশে শম্বুকা নামে বিখ্যাত ছিল । কিন্তু দেশভেদে ও নামভেদে কিম্বরীর অবয়বভেদ অসম্ভব নহে । এই উভয়বিধনাম-প্রসিদ্ধযন্ত্র তত্তদদেশে কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতি কর্তৃক অধিক ব্যবহৃত হইত ।

সংখ্যা ৫ ।

—CO—

রঞ্জনী-বীণা ।



রঞ্জনী-বীণা দেখিতে কতকাংশে মহতী-বীণার ন্যায়, কিন্তু বিশেষ এই যে মহতী-বীণার দণ্ড বংশের আর ইহার দণ্ডটী কচ্ছপী প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠের হইয়া থাকে । আরও রঞ্জনী উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা পরিমাণেও কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র । ইহার সারিকাবিন্যাস কচ্ছপীজাতীয় অন্যান্য বীণার ন্যায় এবং তার সংখ্যা সাতটী । ইহাকে কচ্ছপী বীণার অনুরূপ করিয়া বাঁধা যায় । তবে মহতীর সহিত রঞ্জনীর সমতা এই মাত্র

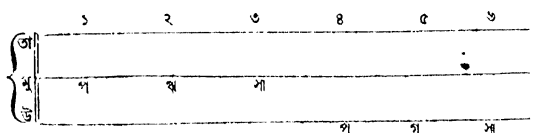
যে, মহতী-বীণার ন্যায় ইহারও দণ্ডের উভয় পাশ্বে দুইটি অলাবু যোজিত থাকে ।

সংখ্যা ৬ ।

রুদ্র-বীণা বা রবাব ।



ভারতবর্ষে যবনাধিকারের পূর্বে এই যন্ত্রটি রুদ্র-বীণা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, অনন্তর বিজয়ী যবনরাজগণকর্তৃক রবাব-নামে বিখ্যাত হয়। রবাব-যন্ত্রও সেতারাদির ন্যায় একটী খোল ও দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; বিশেষের মধ্যে এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ডকাষ্ঠদ্বারা নির্মিত এবং খোলটী গোধাচর্ম্ম অথবা ছাগাদির পাতলাচর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। মহতী প্রভৃতি বীণার ন্যায় ইহাতেও একখানি হস্তিদন্তের তন্ত্রাসন আছে। রবাবযন্ত্রে ছয়টি কীলকে অর্থাৎ কাণে ছয় গাছি তন্ত্র অর্থাৎ তাঁত আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রে লৌহাদিধাতুনির্মিত তার ব্যবহৃত হয় না এবং নিম্নলিখিত নিয়মে ঐ ছয় গাছি তন্ত্র বাঁধা যায়। যথা—



রবাবযন্ত্রে সারিকাবিন্যাস থাকে না, যন্ত্রটি স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের কেবল তর্জ্জনীতে মৎস্যের একখানি মোটা শঙ্ক অর্থাৎ আঁইস এক গাছি সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তৎসহ-কারে তারের উপরে উপরে স্বরস্থানে ঘর্ষণ এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপযোগে চন্দনকাঠের বা বংশনির্ম্মিত একটা কোণস্ (অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি একখণ্ড ক্ষুদ্র ফলক, পারস্য ভাষায় ইহাকে জওয়া বলে) ধারণ করিয়া তাহার আঘাতযোগে বাজাইতে হয়। ইহার আঘাত গুলি কোলের দিকে না হইয়া তদ্বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল উণ্টা আঘাতদ্বারাই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। রবাব-যন্ত্রের এইটী বিশেষ নিয়ম। বীণাজাতীয় অন্যান্য হিন্দু যন্ত্রের ন্যায় রবাবেও সার্কিডিসপ্তক স্বর সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রবাবের যে যে তন্তু হইতে যে যে স্বর-নির্গত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

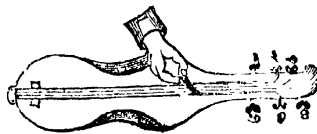
	৩	৫	৪	৩	২	১	
তা							সা ঝ গ
মু				না	ঝ গ ম	প ঘ নি	
উ							
	সা ঝ	গ ম	প ঘ নি				

রবাবের ছয়টী তন্তুই নিয়মিতরূপে বাজিয়া থাকে। পশ্চিম হিন্দুস্থানের রামপুরপ্রভৃতি অঞ্চলে ইহার বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্গানস্থান ও পারস্যপ্রভৃতি দেশেও এই যন্ত্রটি রবাব নামেই প্রসিদ্ধ। আরবীয়েরা ইহাকে “রুবেব্” বলিয়া ব্যবহার করে। প্রসিদ্ধ আরবীয় শব্দশাস্ত্র-বেত্তা ফিরোজা বাদী মজদুল্দ্দীন তাহার বিখ্যাত

অভিধান গ্রন্থে (কামুস্) লিখিয়াছেন যে, প্রায় সত সহস্র বৎসর অতীত হইল বস্তুদ্ গ্রাম-নিবাসী সঙ্গীত কুশলী আব্দুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া। “রুবাব” এই নাম-করণ করেন। উইলার্ড সাহেব বলেন, স্পেনিস্ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে। ইউরোপীয় ন্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি প্রাচীন যন্ত্রসমূহের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ইহার অবয়বের অনেক মৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় রুদ্র-বীণাই স্পেনিস্ গীটার ও ন্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি যন্ত্রের আদর্শ; যেহেতু রুদ্র-বীণা ইউরোপীয় উক্ত যন্ত্রসমূহ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

সংখ্যা ৭ ।

শারদীয় বীণা বা শরদ* ।



শারদীয়-বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় অবয়বটী একখানি অথও কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, খোলটী আবার রবাবের মত গোঁধাদির চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এই যন্ত্রেও রুদ্র-বীণার ন্যায় সারিকাবিন্যাস থাকে না এবং ইহাতে ছয়টী কীলকে বা কাণে ছয়গাছি তন্তু বখারীতি

* এই শব্দে পারস্য ভাষায় গান করা বুঝায়।

আবদ্ধ থাকে। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে তন্তুর পরিবর্তে লোহাদিধাতুনির্মিত তারও সময়ে সময়ে যোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সচরাচর এরূপ পদ্ধতির বড় একটা ব্যবহার নাই। যন্ত্রদণ্ডের পার্শ্বে সাত হইতে একাদশ পর্য্যন্ত ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটি অতিরিক্ত কীলক সংযোজনা করা হয় এবং প্রত্যেকে পিত্তলাদি-ধাতু-নির্মিত-তার আবদ্ধ থাকে, সেই তার গুলিকে পারস্য ভাষায় “তরফ্” ও সংস্কৃত ভাষায় “পার্শ্বতন্ত্রিকা” বলে। এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি নিয়মিত আঘাত দ্বারা বাদিত হয় না, কেবল পূর্বোক্ত প্রধান ছয়টি তার-বাদন-কালে তাহাদিগের কম্পনেই এই অতিরিক্ত তার-গুলি বাজারিত বা প্রতিধ্বনিত হয়। শরদের প্রধান তার ছয়টি। নিম্ন লিখিত নিয়মে তাহাদের বাঁধিবার রীতি দেখা যায়। যথা—



শরদ-যন্ত্র ক্রোড়ে স্থাপন করত সেতারাদি-যন্ত্রের ন্যায় বামহস্তে আলগেহা ঠেস্ রাখিয়া সারিকারহিত দণ্ডস্থ-কাষ্ঠ পট্টকের (পায়ণ্য ভাষায় ইহাকে পট্টরিকহে) স্বর-স্থানে তারের উপরে উপরে বামহস্তের অঙ্গুলি ঘর্ষণ এবং দক্ষিণ-হস্তের তর্জনী ও বুদ্ধাঙ্গুলির টীপসহকারে রবাবাদিতে ব্যবহৃত জওয়ার ন্যায় আস্থির, কাষ্ঠের অথবা বংশাবার-নির্মিত একটা জওয়া ধারণ

করিয়া তাহার আঘাতে ইহা বাজাইতে হয়। শরদ-বাদন-কালে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর চারিটি অঙ্গুলিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। পরন্তু তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলিরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়। শরদে নিম্নলিখিত নিয়মে সার্ক-বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা—

জি	৫	২ ৩	২	সা ঝ গ ম প দ নি
মু		সা ঝ গ	ম প দ নি	
ট	প দ নি			

২২, ১১৬

অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা শরদ-যন্ত্রের তার-বোজনায কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ইহার এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট দুইটি তার এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্ট দুইটি তার ইহারা পরস্পর সন্নিবিষ্ট ও সমস্ত্রে আবদ্ধ থাকে। সমস্ত্রে আবদ্ধ এই দুই দুইটি তার একত্র অঙ্গুলি-ঘর্ষণে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ও ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তার-দ্বয় পৃথগ্ভাবে যোজিত ও বাদিত হইয়া থাকে। স্তরাং ইহাতে ছয়টি তার সত্ত্বেও এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটি সমস্ত্রে বদ্ধ এবং একত্র ধ্বনিত হয় বলিয়া একটীরই ন্যায় কার্য্যকারী হয় এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটিও এই রূপ। স্তরাং এই চারিটি তারে দুই তারের কার্য্য সম্পন্ন করে। বস্তুগত্যা ইহার চারিটি মাত্র তারই কার্য্যোপযোগী। প্রয়োজনীয় এই চারিটি তারের মধ্যে আবার ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তারটি কেবল সুর-যোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে এই প্রকার রীতিতেই স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সেতারাদির ন্যায় শরদ-যন্ত্রের বড় অধিক ব্যবহার দেখিতে

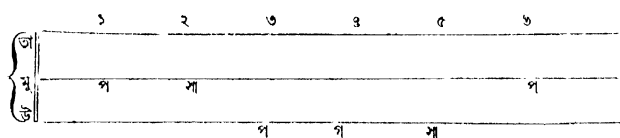
পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশেই ইহার সমধিক আদর আছে । যখন-রাজাদিগের রাজত্বকালে এই যন্ত্রটী যাত্রিক যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন রাজগণ বায়ু সেবন বা অন্য কোন কার্য্য নিবন্ধন বহির্গমন করিতেন, সেই সময়ে হস্তী বা উষ্ট্রের-পৃষ্ঠে শরদ-যন্ত্র স্থাপিত ও তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে বাদিত হইত । পরন্তু এফ্রণে এই যন্ত্রটী তৎ-পরিবর্তে সভ্য-যন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । কখন কখন এমনও হয় যে, শারদিকেরা ইহার সমস্তরে কণ্ঠ মিলাইয়া সভাতে গানও করিয়া থাকেন । শরদ-যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ, কি অনুগতসিদ্ধ উভয় ভাবেই এক প্রকার বড় মন্দ লাগে না । তবে মহতী, কচ্ছপী বা রুদ্র-বিণার সদৃশ নহে, শরদের ধ্বনি অপেক্ষাকৃত কিছু নীরস ও কর্কশ বোধ হয় । আফ্গান-স্থান ও আরব প্রভৃতি আসিয়াস্থ অনেক দেশে শরদ প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবীয়শরদ ভারতবর্ষীয়শরদ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং উভয়ের অবয়বগতও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, সংজ্ঞাগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই । শরদ-যন্ত্র কিঞ্চিৎমাত্র অবয়ব ভেদে মিশর দেশে গুস্যা নামে প্রচলিত আছে ।

সংখ্যা ৮ ।

স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার ।

এই যন্ত্রের খোলটী শরদ বা রবাবের ন্যায় একখানি অভিন্ন কার্ঠদ্বারা প্রস্তুত না হইয়া সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়

অলাবু-নির্মিত হয়। ঐ অলাবুর উপরে মেতারাদির ন্যায় কাষ্ঠ-নির্মিত একখানি ধ্বনি-পট্টক (পারস্য ভাষায় ইহাকে তবলি বলে) দেওয়া আছে; উক্ত ধ্বনি-পট্টকের উপর হস্তিদন্ত-নির্মিত একখানি তন্ত্রাসন (পারস্য ভাষায় যাহাকে সওয়াগি কহে) এবং পূর্বকথিত অলাবুটীতে কাষ্ঠ-নির্মিত একটী দণ্ড যোজিত থাকে ; আবার ঐ দণ্ড বা ডাণ্ডির উপরে একখানি সমতল লৌহপট্টক (হিন্দি ভাষায় ইহাকে পট্টরিকহে) আছে, ধ্বনির আধিক্য করণ-জন্য দণ্ডের পরপার্শ্বেও অপর একটী অলাবু মহতী-বীণার ন্যায় যোজিত হয়। স্বর-শৃঙ্গারের ছয়টী কীলকে বা কাণে তিনটী লৌহের এবং তিনটী পিত্তলের মাকল্যে ছয়টী তারের ব্যবহার দেখা যায় এবং ঐ তার কয়েকটী নিম্নলিখিত নিয়মে বাঁধা গিয়া থাকে। যথা—



স্বর-শৃঙ্গারে সারিকাবিন্যাস নাই, রবাব-যন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রটীও স্বক্কে স্থাপনপূর্বক বামহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি লৌহপট্টকোপরিস্থ-তারের উপরে উপরে ঘর্ষণ করত দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ-যোগে লৌহ-নির্মিত-কোণস্ ধারণ করিয়া রণাবের প্রণালীতে বাজাইতে হয়, ইহাতে নিম্নে প্রদর্শিত প্রথানুসারে সার্ক-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা—

	৫	৪	৩	২	১	সা ঙ্গ গ
জ						
মু				সা ঙ্গ গ ম	প ষ নি	
উ	সা ঙ্গ	গ ম	প ষ নি			

মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্র এই তিন-জাতীয়-বীণার মিশ্রণে সুর-শৃঙ্গারের উৎপত্তি । প্রসিদ্ধ বীণকার পিয়ার খাঁ এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করেন । এই যন্ত্রের নিম্নের অলাবু-নির্ম্মিতখোল, ধনি-পটুক ও তন্ত্রাসন এই তিনটী অংশ অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ, দণ্ডটী রুদ্র-বীণার অনুরূপ, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, রুদ্র-বীণার পট্রি খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত, সুর-শৃঙ্গারের পট্রি খানি তৎপরিবর্তে লৌহ-নির্ম্মিত হয় এবং পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দণ্ডের অপর প্রান্তে অবিকল মহতী-বীণার অনুরূপে আর একটি অলাবু যোজিত থাকে । রুদ্র-বীণাতে তন্ত্র ব্যবহার করে, ইহাতে তন্ত্রের বিনিময়ে সেতারাদির ন্যায় লৌহাদিধাতুময় তার আবদ্ধ করা যায় ; কিন্তু তার-যোজনা, সুরবন্ধন-পদ্ধতি, ধারণ এবং বাদন-প্রণালী সকলই প্রায় রুদ্র-বীণার অনুরূপ । বাহাই হউক, সুর-শৃঙ্গার গুণ-গরিমা বা বন্ধন-সম্বন্ধে কি মহতী-বীণা, কি কচ্ছপী-বীণা, কি রুদ্র-বীণা এই তিনের কাহারই সদৃশ নহে, ইহার ধনিও অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু এবং স্বল্পক্ষণস্থায়ী ।

সংখ্যা ১ ।

স্বর-বাহার ।

স্বর-বাহার-যন্ত্র কচ্ছপী-বীণারই অবয়বভেদমাত্র, এত-
 ছুভয়ের মধ্যে পরস্পরের এই বিশেষ যে, স্বর-বাহারের ধ্বনি-
 কোষ কখন কখন কাষ্ঠনির্মিতও হইয়া থাকে এবং পরি-
 মাণেও কচ্ছপীহইতে কিছু বৃহৎ হয়। কচ্ছপীতে যেমন সাতটি
 কীলক থাকে, স্বর-বাহারেও তদনুযায়ী সাতটি কীলক সংলগ্ন
 আছে, এবং ঐ সাতটি কীলকে কচ্ছপীর অনুরূপ ধাতুনির্মিত
 সাতটি তারও সংবদ্ধ করা যায়। অধিকন্তু ইহাতে তরফ্ ব্য-
 হত হয়, সেই তরফ্গুলি দণ্ডপার্শ্বে সংলগ্ন একখানি কাষ্ঠ-খণ্ডে
 সংযোজিত অতিরিক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীলকে সংবদ্ধ
 থাকে। তরফ্ বা পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি পিভল-নির্মিত হওয়া
 উচিত। প্রধান সাতটি তার স্থাপনের নিমিত্তে ধ্বনি পটকের
 উপরে যেমন একখানি তন্ত্রাসন থাকে, এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি
 সংস্থাপন জন্য ও অপর একখানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র তন্ত্রাসন
 দিতে হয়। এই তন্ত্রাসন খানি প্রধান তারের তন্ত্রাসন হইতে
 প্রায় অর্দ্ধহস্ত অন্তরে উপরের দিকে প্রধান তারের নীচে
 স্থাপিত থাকে। এই যন্ত্রের ধারণ ও বাদন-ক্রিয়া কচ্ছপীরই
 অনুরূপ। স্বর-বাহারের তারবন্ধন, স্বরগ্রাম-প্রণালী, মারিকা-
 বিন্যাস ইত্যাদি ও কচ্ছপীর অনুকৃত; অপরন্তু পার্শ্ব-
 তন্ত্রিকা গুলি বাদকের ইচ্ছাধীন স্বরে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই
 যন্ত্রে সাতটি বিশেষ তার কচ্ছপীর ন্যায় বাদিত হয়, পার্শ্ব-

তল্লিকা গুলি তৎসহকারে কেবল প্রতিধ্বনিত হয় এইমাত্র ।
 সুরবাহার কচ্ছপীহইতে অবয়বে বৃহৎ ; স্ততরাং ইহার
 ধ্বনিও পরিমাণানুরূপ গম্ভীর, মিষ্ট, স্বেচ্ছা এবং দীর্ঘক্ষণ
 স্থায়ী । কচ্ছপীও উভমশিল্লীদ্বারা নিয়মানুযায়িক কিঞ্চিৎ
 বৃহৎ আকারে নির্মিত হইলে তাহার ধ্বনিও সুর-বাহার
 অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হয় না । বস্তুতঃ কচ্ছপীই সুর-
 বাহারের মূল আদর্শ । সুর-বাহার অতি আধুনিক যন্ত্র, প্রায়
 ৫০ বৎসর গত হইল প্রসিদ্ধ বীণকার-পিয়ারখাঁর ছাত্র
 গোলামমহম্মদখাঁ সুর-বাহারযন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন ।
 গোলামমহম্মদখাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সভায় বীণকার ছিলেন ।

সংখ্যা ১০ ।

বিপক্ষী-বীণা ।

বিপক্ষী-বীণা দেগিতে অনেকাংশে কিন্নরী-বীণার ন্যায়,
 বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার ধ্বনি-কোমটী ডিম্ব, শুল্কি
 অথবা ধাত্বাদি অন্ত কোন পদার্থের না হইয়া বিভিন্ন প্রকার
 অবয়ববিশিষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র অলাবুরারা প্রস্তুত হইয়া
 থাকে । (এই জাতীয় অলাবুকে বাঙ্গালা ভাষায় তিত লাউ
 বলে) বিপক্ষীর পরিমাণ, তারসংখ্যা, সারিকাবিছাদ, সুর-
 বন্ধন, ধ্বনিমাধুর্য্য, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম
 এতৎ সমুদায়ই কিন্নরীসদৃশ । পুরাকালে বিপক্ষী-বীণাতে

সাতটি তার সংযোজিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পাঁচটির অধিক তার ইহাতে ব্যবহৃত হয় না ।

সংখ্যা ১১ ।

নাদেশ্বর-বীণা ।

নাদেশ্বর-বীণার ধ্বনিকোষ ও ধ্বনিপট্টক দেখিতে অবিকল ইউরোপীয় বাহুলীন-যন্ত্রের সদৃশ, এবং ইহার দণ্ড, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধনপ্রণালী, সারিকাবিন্যাস, ধ্বনির পারিপাট্য প্রভৃতি অপর সমুদায়ই কচ্ছপীর তুল্য । এই যন্ত্রটি অতি আধুনিক, বাহুলীন ও কচ্ছপী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি ।

সংখ্যা ১২ ।

ভরত-বীণা ।

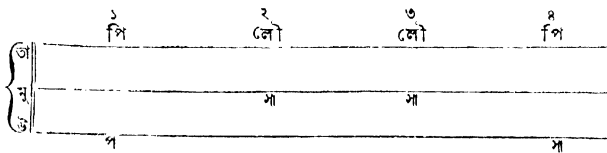
ভরত-বীণার নাম শ্রবণমাত্র অনেকেই ইহার যৌগিক (অর্থাৎ ভরতধ্বমিপ্রণীতবীণা) এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রানুসৃত অতি প্রাচীন যন্ত্র মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এটি অতি আধুনিক-যন্ত্র । রুদ্র-বীণা এবং কচ্ছপী এতদুভয়ের মিশ্রণেই ইহার উৎপত্তি । ভরত-বীণার ধ্বনিকোষটি অবিকল রুদ্র-বীণার মত কাষ্ঠনির্মিত ও চন্দ্রাচ্ছাদিত এবং দণ্ড, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন,

ধারণ ও বাদনপ্রণালী এতৎ সমুদায়ই কচ্ছপীর অনুরূপ। অধিকন্তু এই যন্ত্রে পিভল-নির্মিত কয়েকটি পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই সকল পার্শ্বতন্ত্রিকা পৃথগ্ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভারত-বীণার নায়কী তারটী লোঁহের, কিন্তু অপরাপর তার-গুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার ধ্বনির মধুরতা কি রবাব, কি কচ্ছপী ইহাদের কাহারই সদৃশ নহে, অপেক্ষাকৃত অনেক নীরস।

সংখ্যা ১৩।

তুম্বুরু-বীণা বা তম্বুরা।

তুম্বুরু-বীণা একটী অলাবু-নির্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠ নির্মিত দণ্ড ও কাষ্ঠের ধ্বনিপটক প্রভৃতিদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুম্বুরুগন্ধর্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। গীত বা বাদ্যের সময় সুরবিশ্রাম না হইবার জন্যই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে দুইটী পিভলের ও দুইটী লোঁহের মাকল্যে চারিটী মাত্র তার থাকে, এবং সেই চারিটী তার নিম্নলিখিত নিয়মে আবদ্ধ করা যায়। যথা—



এই যন্ত্রের চারিটা তার উপরে লিখিত স্বরলিপির অনু-
যায়ী যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, তন্নিম্ন অন্য কোন সুরই ইহাতে
প্রদর্শিত হইতে পারে না, তবে গায়কগণ রাগবিশেষ গান
করিবার সময়ে কখন কখন এক-চিহ্ন বিশিষ্ট তারটিকে
উদারার পঞ্চমের পরিবর্তে উদারার মধ্যম করিয়াও বাঁধিয়া
থাকেন, কিন্তু অপর তিনটি তারের কোন পরিবর্ত করেন না।
ভারতবর্ষীয় তুম্বুরু বীণাতে সারিকা-বিন্যাস থাকে না। বাদক-
গণ এই যন্ত্রের দণ্ডটী দক্ষিণহস্তের অনাগিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি
সহকারে নিজ নিজ সুরবিধা মত সরলভাবে বা স্কন্ধে স্থাপন-
পূর্বক ধারণ করিয়া তর্জনীদ্বারা ক্রমান্বয়ে এক একটা তার
অবিচ্ছেদে বাজাইয়া থাকেন; কোন কোন বাদককে এক-চিহ্ন-
বিশিষ্ট তারটিকে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারাও বাজাইতে দেখা যায়।
তুম্বুরু-বীণাতে কোণসাদি কিছুই প্রয়োজন করে না, শুদ্ধ
অঙ্গুলীর আঘাতেই তারগুলি ধ্বনিত হইয়া থাকে। বীণা-
জাতীয় যাবতীয় যন্ত্রের বাদন অপেক্ষা তুম্বুরু-বীণার বাদন অতি
সহজ এবং স্বল্পায়াসসাধ্য। পারস্যদেশে ও তুম্বুরু-বীণার বিশেষ
প্রচলন আছে, তদ্দেশীয়েরা ইহাতে ছয়টি তার এবং পঞ্চবিংশ
খানি সারিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুরস্কদেশীয় কোন
কোন তুম্বুরু-বীণাতে আটটি তার, পঞ্চত্রিংশ খানি সারিকা,
কোন কোনটীতে নয়টি তার, চতুশ্চত্বারিংশ খানি সারিকা
এবং কোন কোনটীতে বা দশটি তার এবং সপ্তচত্বারিংশ
খানি সারিকা যোজিত থাকিতে দেখা যায়। তুরস্কদেশে
প্রচলিত তুম্বুরু-বীণার সারিকাগুলি লৌহাদি ধাতুর না হইয়া

প্রায়ই চতুর্গণ বিনাইত-তন্তু-নির্মিত হইয়া থাকে এবং সেই সারিকাগুলি আরবদেশীয় স্বরগ্রামানুযায়িক বিদ্যন্ত । আরবদেশে এই যন্ত্রটাই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে “ওউড” নামে প্রচলিত আছে । স্যার গার্ড্নর্ উইল্কিন্সন্ বলেন খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বৎসর পূর্বে মিসরদেশেও এই যন্ত্রের প্রচার ছিল, হাইরোল্লিক্ লিখন প্রণালীর চিত্রময় প্রতিকৃতি দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় * । কিন্তু আধুনিক আদিম মৈসরেরা এই যন্ত্র বড় একটা ব্যবহার করে না, তবে গ্রীক্, ইহুদী, আর্মেনিয়ান্, তুর্কী প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন দেশীয় লোক তথায় গিয়া বসতি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায় । মিস্টার বনোমি বলেন এশিরিয়াদেশেও পূর্বে তুম্বুর-বীণা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের দেশপ্রচলিত তুম্বুর-বীণাতে ব্যবহৃত কীলকের পরিবর্তে দুইটী আলম্বক অর্থাৎ খোব্না দেওয়া থাকিত এবং ঐ দুইটী খোব্নার সহিতই তার সংযোজিত হইত। এশিরিয়িকেরা মির্জাপদ্দারা উহা বাজাইত। এখন পর্য্যন্তও তুরস্কদেশের অন্তর্গত টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেডিস্ নদীতীরস্থ এশিরিয়িকদিগের মধ্যে তম্বুরা যন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়† । দক্ষিণ ইটালীয় কুবকেরাও এই যন্ত্রটাকে কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে “কেলেসিয়ান্” নামে ব্যবহার করে। তুম্বুরজাতীয় “কেলেসিয়ান্” যন্ত্রে

* An Introduction to the study of the Egyptian Hieroglyphs, by Samuel Birch, London, 1857, P 225.

† Nineveh and its Palaces, by J. Bonomi, London, 1853, P. 231.

দুইটি মাত্র তন্তু-নির্মিত তার যোজিত থাকে। সুবিখ্যাত মঙ্গীত গ্রন্থকার ডাল্ভার বার্ণি এই জাতীয় যন্ত্রের বিষয় তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯৬ পৃষ্ঠায় যথোচিত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই তুম্বুর যন্ত্রই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে চীনদেশে “সান্সীন্” এবং জাপানে “সামসীন্” নামে বিখ্যাত। এই উভয়দেশীয় তুম্বুর ধ্বনিপট্টকটি তত্তদদেশীয় সর্পবিশেষের চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহাতে তিনটি মাত্র তার যোজিত থাকে। তত্রত্য লোকেরা উক্ত যন্ত্র কোণস্‌দ্বারা বাজায়। মিস্কোর হোমেয়ার ডি হেল্‌ সাহেব বলেন তাতারদেশে কাম্পিয়ান্‌ ব্রদের তীরবাসী কাল্মক্‌ জাতিদের মধ্যেও তুম্বুর-সদৃশ যন্ত্র অপ্রচলিত নাই। রুশিয়াদেশেও এই প্রকার যন্ত্র “ব্যালালাইকা” নামে প্রসিদ্ধ ছিল*। “ব্যালালাইকা” যন্ত্র পূর্বাঞ্চল হইতেই তথায় নীত হয়, আমরাও একথা অযৌক্তিক বোধ করি না। পুরাকালে ভারতবর্ষে “বল্লরিকা” নামে যে এক বিধ বীণা প্রচলিত ছিল, বোধ হয় “বল্লরিকাই” নামাপভ্রংশে তথায় “ব্যালালাইকা” নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

সংখ্যা ১৪।

—CO—

কানুন।

কানুন এক প্রকার বহুতন্ত্রবিশিষ্ট তত যন্ত্র। এই যন্ত্রের উৎপত্তিস্থান লইয়া সঙ্গীতগ্রন্থকর্তারা নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আথোয়াল্, উম্মোফা নামক একজন পারসিক সঙ্গীতগ্রন্থকার বলেন যে, আরবদেশেই এই যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থান। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আরবদেশে নিকোমেকাস্ নামক যে অশ্বতর বিখ্যাত সঙ্গীত-বিৎ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার মতে মিসরদেশেই ইহার প্রথম সৃষ্টি হয়। অত্যান্ত সঙ্গীতবেত্তাদিগের মধ্যেও এইরূপ বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু উক্ত পণ্ডিতগণ যে, কি কারণে এবং কি বিশেষ প্রমাণ দৃষ্টে কানুনের প্রথম উৎপত্তিস্থানঘটিত মতভেদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমরাদিগের বিবেচনায় এই ভারতবর্ষেই কানুনের প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহার প্রমাণ এই যে, অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে শততন্ত্র বিশিষ্ট এক প্রকার বীণা প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে “শততন্ত্রীবীণা” এই আখ্যা প্রদান করেন। ঋক্বেদে কথিত আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়ন * উক্ত জাতীয় বীণার প্রথম

* পাণিনি যুনির কিছু দিন পরে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্বে যৎকালে পাটলিপুত্র নগরে নন্দ নামক রাজা রাজত্ব করেন সেই সময়েই ভারত-বর্ষে কাত্যায়ন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। জন্ম গ্যারেট-কৃত হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত-শিষ্টা, সাহিত্যাদি বিষয়ক অভিধানে কাত্যায়ন এবং বরকৃষ্ণ শঙ্ক প্রমুখ্যে।

স্বষ্টিকর্তা। কাত্যায়নধাষিকর্তৃক প্রথম স্মৃতি হয় বলিয়া অনেকেই উহাকে কাত্যায়নবীণা বলিয়া ব্যবহার করিত। মধ্যে কোন বিশেষ বিপ্লবে উক্ত যন্ত্র ভারতবর্ষে নাগমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। মিসরবাসীরা যে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষে সর্বদা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, সেই সময়েই জনৈক মৈসরবণিককর্তৃক কাত্যায়নবীণা ভারতবর্ষ হইতে তদ্দেশে নীত হয়। একথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি এমন নহে, ফ্রান্সদেশীয় স্প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাফ্টার ভিলেটিউ (Velleau) মিসরদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত লিখিবার সময়ে স্প্রসিদ্ধের স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মৈসরেরা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে কাত্যায়ন-বীণা স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহারই অনুকরণে স্বদেশপ্রসিদ্ধ কাতুন নামক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। অনন্তর আরবীয়েরা মৈসরনির্মিত কাতুন যন্ত্র তথা হইতে স্বদেশে লইয়া গিয়া কানুন নাম প্রদান করেন*। ইহুদীজাতীয় সঙ্গীতবিৎ মলোমেনের মতে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্বে

* কাত্যায়ন বীণাই যে, দেশভেদে সংস্কৃত নামাপভ্রংশে বোন স্থানে কাতুন, কোন স্থানে কানুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে একথা অযৌক্তিক নহে, যেহেতু আমাদের প্রচলিত ভাষাই নামাপভ্রংশে এই বঙ্গদেশেই নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা, লবণ হইতে লুণ, ষশোড়র অঞ্চলে লোণ, গৃত হইতে ঘি, পুর্ষ বাঙ্গালার গৃত বা গি, বুদ্ধ হইতে বুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে বুড়া, এরণ্ড হইতে ভেরেণ্ডা, ঐণ্ডর হইতে পাতর, মক্ষিকা হইতে মাসি বা মাছী, বজ্জ হইতে ব্যাতি (বগড়ি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে এই ব্যাতি শব্দ ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে ভাষাবিজ্ঞাত মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন এক দেশের ভাষা স্থানভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় কাত্যায়নবীণা শতযে জন বিত্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হওয়া সম্ভব কি না?

মিসরদেশেই কাহ্নন প্রথম উৎপন্ন হয়। মিসরীয় কাহ্ননের দৈর্ঘ্য চল্লিশ পর্ব, প্রস্থ মোড়শ পর্ব এবং বেধ দুই পর্বমাত্র হইয়া থাকে, ইহাতে বায়ান্তরটি কীলকে বায়ান্তর গাছি তন্তু আবদ্ধ হয় এবং কীলকাদি সহিত সমুদায় যন্ত্রটি একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে সংস্থাপিত থাকে।

মাক্টার ভিলেটিউ সাহেবের মতানুসারে পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, কাহ্নন যন্ত্র মিসর হইতে আরবে নীত ও কাহ্নন নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাক্টার লেন সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মবার তিন শত বৎসর পূর্বের আরবদেশেই কাহ্নন প্রস্তুত হইয়াছিল। আরবীয় কাহ্ননের চল্লিশটি কীলকে চল্লিশ গাছি তার যোজিত এবং সমুদায় যন্ত্রটি পূর্বকথিত নিয়মানুসারে একটি বাক্সমধ্যে স্থাপিত থাকে। তৎপরে পারসিকেরা আরবদেশ হইতে উক্ত যন্ত্র গ্রহণপূর্বক তাহাতে আর দুইটি অতিরিক্ত তার যোজনা করত মাকল্যে বিয়াল্লিশটি তার-বিশিষ্ট কাহ্ননযন্ত্র ব্যবহার করে। কালক্রমে ভারতবর্ষের অতি গৌরবের সামগ্রী সেই কাত্যায়ন বীণাই দেশভেদে নাম ও অবয়বভেদ প্রাপ্ত হইয়া পারসিক বণিকদ্বারা এই ভারতবর্ষে পুনরানীত হয়! হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এখন কোথায় সেই কাত্যায়ন-বীণা, কোথায় তাহাতে শততন্তু যোজনা এবং কোথায়ইবা তৎপ্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন! খৃষ্টের তিন শত সাতাইশ বৎসর পূর্বের গ্রীসের অন্তঃপাতী মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেকজান্ডার কি অশুভক্ষণেই এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন, উক্ত মহাত্মার

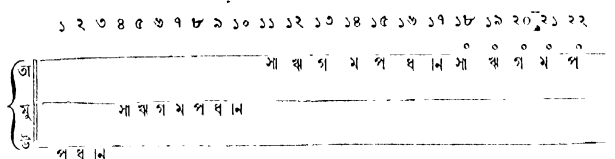
পাদস্পর্শ হইতে না হইতেই ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। তদবধিই এই মহারাজ্যের স্বাধীনতা-লোপ, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের ছুরবস্থা, সঙ্গীতশাস্ত্রের ক্ষয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই কাত্যায়ন প্রভৃতি নানা জাতীয় বীণা ও অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের বিনাশ হয়।

পারসিক ইতিবৃত্তলেখক আলেকজান্ডার চটস্কো সাহেব বলেন যে, খৃষ্টের আট শত বৎসর পরে কানুন যন্ত্র কোন কোন অংশে পরিবর্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্বার আনীত ও স্থাপিত হয়। অধুনাতন ভারতবর্ষীয় কানুনের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত, প্রস্থ প্রায় এক হস্ত এবং বেদ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এতদেশব্যবহৃত কানুনে সচরাচর প্রায় বাইশটি হইতে ত্রিশটি পর্য্যন্ত তার যোজিত থাকিতে দেখা যায়। সেই তারগুলি লৌহাদিধাতুনির্মিত। আধুনিক ভারতীয় কানুনের তারগুলি মিসর, আরব প্রভৃতি দেশীয় কানুনের ন্যায় একটী কাঠের বাকের মধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র সমতল স্থানে স্থাপন-পূর্ব্বক কোণস্বিশিষ্ট দুই হস্তের চারিটী চারিটী করিয়া আটটী অঙ্গুলিদ্বারা বাজাইতে হয়। কানুনের দ্বাবিংশতি সংখ্যক তার নিম্নলিখিত স্তরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

{	জি	সা ঞ্জ গ ম প ধ নি সা
	মু	সা ঞ্জ গ ম প ধ নি
	উ	সা ঞ্জ গ ম প ধ নি

অথবা ।



উপরে লিখিত প্রথম স্তবকটিতে বাইশটি তারের মধ্যে প্রথম সাতটি উদার। সপ্তকের সপ্ত স্বরে, দ্বিতীয় সাতটি মদার। সপ্তকের সপ্ত স্বরে, তৃতীয় সাতটি তার। সপ্তকের সপ্ত স্বরে এবং দ্বাবিংশসংখ্যক তারটি তারার উচ্চ সপ্তকের শুদ্ধ সা, মাকল্যে এই বাইশটি স্বরে, আবদ্ধ আছে। তাহা হইলেই এই যন্ত্রে স্বাভাবিক তিনটি পূর্ণ সপ্তক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ সপ্তকের সা মাত্র পাওয়া যায় এবং তারার উচ্চ সপ্তকের স্বরজ্ঞাপনার্থ সেই স্বরের মন্তকোপরি একটি বিন্দু স্থাপিত করা গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকটিতে উদারার পঞ্চম হইতে তারার উচ্চ সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত স্বর পাওয়া যায় * ।

এডওয়ার্ড এফ রিম্বল্ট এল্ এল্ ডি (Edward F. Rimbault L.L.D) সাহেবকৃত পিয়ানযন্ত্রের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ইহুদীদিগের দেশে কানুনযন্ত্র “নাবি” অথবা “সাল্-টরি” † (Psaltery) নামে বিখ্যাত ছিল। রোমেলিনি বলেন,

* বাদকগণ প্রায়ঃকালানুসারে ঐ বাইশটি স্বরই কোমল ও তীব্রভাবে বিকৃত করিয়া লইতে পারেন।

† ডল্ সিমার নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র সাল্ টরির প্রকার ভেদে তৎকালে প্রস্তুত ততঃ ডল্ সিমারের আকার ত্রিকোণ, ইহা প্রায় অষ্টাদশ

প্রসিদ্ধ সলমান ভারতবর্ষ হইতে মেহগ্নী কাষ্ঠ (সংস্কৃত ভাষায় বাহাকে নন্দিককাষ্ঠ বলে) আনিয়া সাল্টরিযন্ত্র প্রস্তুত করাইতেন। ইহুদীয় সাল্টরি যন্ত্রে ১০টী, ১২টীর অধিক তার প্রায় থাকিত না। সাল্টরি, হারপ্, লাইয়ার, শাম্বুক * প্রভৃতি যন্ত্র, সমুদয়ই প্রায় এক জাতীয়, তবে নির্মাণগত ও উপাদানগতভেদে ধ্বনির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ১১১৮ খৃষ্ট অব্দে নানাবিধ সাল্টরির চিত্রসময় প্রতিক্রম প্যারিসের কোভুকাগারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। (MS) তৎকালে স্পেনদেশে উক্ত যন্ত্রকে কণ্টিকন্ বলিত, অন্যান্য বীণাজাতীয় যন্ত্রের ন্যায় অঙ্গুলিত্র অথবা কেবলমাত্র অঙ্গুলিদ্বারা সাল্টরি বাজান রীতি ছিল।

অঙ্গুলি দীঘ' এবং ইহারে পঞ্চাশটী তার একটী সেতুর উপর দিয়া কীলক আবদ্ধ থাকিত। ডল্‌সিমার যন্ত্র সম্মুখ সমতল ভূমিতে স্থাপনান্তর উভয় হস্তের তর্জ্জনীতে মহিষশৃঙ্গনির্মিত দুইটী অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া উহা বাজাইবার রীতি ছিল। ১৫৫০ খৃষ্ট অব্দে ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ডল্‌সিমার ইংলণ্ডদেশে বহুলভাবে প্রচলিত হয়। কথিত আছে, রাজা রিচার্ড অষ্টম হেনরি পীড়িতাবস্থায় ডল্‌সিমার শ্রবণ করিলে অনেক সুস্থ হইতেন সেই জন্য রাজপ্রাসাদের প্রায় প্রতি গৃহেই এক একটী উক্ত যন্ত্র সংস্থাপিত থাকিত। প্রসিদ্ধ জার্মেন দেশীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার অটোমেরাস লুসিনিয়ান বলেন, ডল্‌সিমার জার্মেন দেশে হ্যাক্‌বার্ড নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হ্যাক্‌বার্ড যন্ত্র উভয় হস্ত দুইটী শলাকা বা দুইটী তাড়নী লইয়া বাজাইবার রীতি ছিল।

* শাম্বুক যন্ত্র বৃহদাকার সামুদ্রিক শব্দক আবরণ দ্বারা প্রস্তুত হইত সেই জন্য ইহার নাম শাম্বুক হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিবেন, শাম্বুক শব্দের অর্থগী সংস্কৃত শব্দগত হইতেছে যথা—“শম্বুকং জাত ইতি শাম্বুক”

খৃষ্টের ত্রয়োদশশতাব্দীতে গুইলাম নামক জনৈক শিল্পী কর্তৃক ইটালীদেশে কানুন যন্ত্রের প্রতিক্রমে সিটোল্ নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। সিটোল্ যন্ত্র তাড়নী বা অঙ্গুলিগ্রাহার। বাদিত না হইয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলিদ্বারা বাজিত। মিফার ফেটস্ সাহেব বলেন, সিটোল্ যন্ত্র হইতে ত্রয়োদশশতাব্দীর মধ্যে ইটালীদেশেই ক্লাভিকর্ড্ নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্লাভিকর্ড্ বেলজিয়ম্ এবং জার্মেনী দেশে প্রস্তুত হইতেও আরম্ভ হয়। * ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্রকে অতুষ্করণ করিয়া খৃষ্টের ষোড়শশতাব্দীতে ক্লাভিসিথিরিয়ম্ (Clavicytherium or Keyedcithara) অথবা স্কুপ্তিক সেতার নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রসিদ্ধ লুসিনিয়াস্ এবং মারসেন্স বলেন, ক্লাভিসিথিরিয়মের আদি উৎপত্তি সেতার † হইতে। অনন্তর ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথিরিয়ম্ ক্রমশঃ ভার্জিনেল্ ‡ স্পিনেট্ ** হার্প-

* ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথিরিয়ম্ এই দুইটা যন্ত্রের মধ্যে কোনটী আগে এবং কোনটী পরে প্রস্তুত হয়, এতৎ সম্বন্ধে তাঁর যন্ত্রের ইতিহাস লেখক পণ্ডের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মেঃ ফেটিন্ সাহেবের মতে ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্র অগ্রে জাত।

† বীণাজাতীয় যন্ত্র সামান্য অন্যান্য দেশে প্রায় সেতার নামে ব্যবহৃত হইত।

‡ Some authors have supposed that the name of this instrument was intended to convey a compliment to Queen Elizabeth—the “Virgin Queen”; but what we have just stated shows that the Virginal was known anterior to the date of her birth. Dr Johnson suggests that the instrument was so called “because played upon chiefly by young ladies.”

** সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা যেমন বীণাযন্ত্রকে মনুষ্য দেহের অনুকৃতি বলিয়া নিখিবাচেন, তেমনি প্রসিদ্ধ মারসেন্সের মতেও স্পিনেট যন্ত্রকে মনুষ্য

সিকর্ড্ প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হয়। হার্পসিকর্ড্ দেখিতে অবিকল অধুনাতন অনুপ্রস্থ মহাপিয়ানফোর্ট যন্ত্রের ন্যায় ছিল। হার্পযন্ত্রের অনুকরণে হার্পসিকর্ডের উৎপত্তি। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী আণ্টপ্ নগরবাসী প্রসিদ্ধ রকর্ কর্ভু হার্পসিকর্ডের বিশেষ চমৎকারিত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইটালীদেশের অন্তঃপাতী টস্কানী প্রদেশের রাজধানী পাডুয়া নগরবাসী সিগ্‌নর্ বার্তিলোমিয়ো কৃষ্টিফালী (Signor Bartilommeo christophali) রোমের নাট্য-শালায় ঐক্যবাদন জন্য ফ্লোরেন্স নগরে পিয়ানফোর্ট যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ফ্রান্স দেশীয় হার্পসিকর্ডনির্মাতা মেরিয়স্ (Merius) পিয়ানযন্ত্র নির্মাণ করিয়া স্বদেশে প্রচলিত করেন। এই রূপে স্বল্প-কাল মধ্যে এই পিয়ানযন্ত্র ইউরোপীয় সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সর্ব্বদেশপ্রচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহার নির্মাণকৌশল ধ্বনিপারিপাট্য প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতিসাধন জন্য নানা দেশীয় শিল্পীগণ বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এ ব্রড্ উড্ কলর্ প্রভৃতি পিয়ান-নির্মাতৃগণ এতৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

দেহের প্রতিকূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মারসেনাস্ বলেন, "The sounding-boards are the muscles; the cross bars the bones; and the strings the organs of speech". But what is more valuable, he adds, "the spinet had ordinarily forty-nine strings of which the lower thirty were made of cotton, for use that was strongest and deepest, and the higher ones, nineteen in number, were of steel and iron * * *. There were but six or seven sizes of strings; but if the spinet were made in real perfection, there would be strings of different sizes, suited purposely to every note. Even in the length of string the makers are careless, and everything depends upon the fention."

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল আমাদের দেশে এই কানুন যন্ত্রের প্রতিক্রম স্বরূপ ‘সুরপুরা’ নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়াছি যন্ত্রকর্তা এরূপ যন্ত্র নির্মাণে বঙ্গদেশীয় কোন এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন— সেই মহোদয়ই আবার সেই যন্ত্রের নামকরণ করেন। কলিকাতাস্থ কোন এক প্রসিদ্ধ যন্ত্রনির্মাতা সেই যন্ত্রের নির্মাণবিধি সম্পাদন করেন। সেই নির্মাতার নিকট হইতে আমরাও অবিকল সেইরূপ অথচ তাহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও উৎকৃষ্টতর আর একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। সুতরাং সেইটী নূতন যন্ত্র নহে, আমাদের দেশে ইহা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। আমরা জানি, অনেক মুসলমান সঙ্গীতদর্শী এতদ্বাদনে বিশেষ কুশলী। বস্তুতঃ এ যন্ত্র কানুনের অনুকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এড্‌ওয়ার্ড রিম্বল্ডের পিয়ানফোর্ট নামক গ্রন্থে ডল্‌সিমার্ব অধ্যায়ে তাহার একটী চিত্রময় প্রতিক্রম দৃষ্ট হইবে। সুতরাং এ যন্ত্র নূতন বলিয়া কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। যে যন্ত্র মিসরে কানুন, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে কানুন বলিয়া প্রচলিত—যাহার অনুকরণে অবশেষে ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ যন্ত্র ‘পিয়ান’ প্রস্তুত হইয়াছে—সে যন্ত্র যে ভারতের সহস্রাধিকবৎসরপ্রচলিত কাত্যায়ন-বীণা তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল।

সংখ্যা ১৫ ।

প্রসারণী বীণা ।

ছুইটী চিকারি পরিত্যাগে পাঁচটী কাণবিশিষ্ট একটী কচ্ছপী বীণার দণ্ডপাশ্বে অপর তিনটী কালকযুক্ত একটী ক্ষুদ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলেই প্রসারণী বীণা হয় । এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটীতে ১৬ খানি এবং অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দণ্ডটীতেও ১৬ খানি মাকল্যে ৩২ খানি সারিকা অবিকল কচ্ছপী আদি বীণার অনুকরণে বিন্যস্ত থাকে । প্রধান দণ্ডস্থ পাঁচটী তার কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জনী বীণার মত বন্ধন করার রীতি আছে এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থিত তারত্রয় প্রধান দণ্ডের তারবন্ধ স্থরের মধ্য সপ্তক করিয়া বাঁধিতে হয়, অর্থাৎ প্রধান দণ্ডের ছুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী যে স্থরে বাঁধা থাকিবে, ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ ছুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী তাহা অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হইবে । কিন্তু প্রধান দণ্ডের ছুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার নিম্ন সপ্তকের যড়্জ করিয়া বাঁধার রীতি আছে, হুতরাং ক্ষুদ্র দণ্ডের ছুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার যড়্জ স্থরে আবদ্ধ হইবে । অপরোপর তার গুলি যে যে স্থরে বাঁধিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে । যথা—

প্রধান দণ্ড ।

	১	২	৩	৪	৫
ডা					
ম					
উ					

নিম্ন অতিরিক্তরেখা।

ম

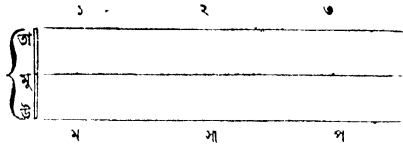
সা

সা

ম

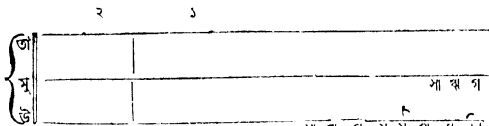
প

ক্ষুদ্র দণ্ডিকা ।



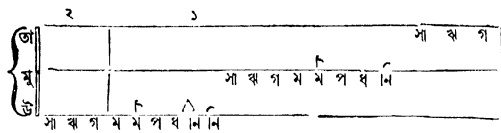
সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্র যে পদ্ধতিতে বাজাইতে হয়, ইহার বাদন প্রণালী অবিকল তদনুরূপ নহে । প্রসারণী সমতল স্থানে বা ত্রোড়ে ঠিক সমভাবে শায়িত করিয়া বংশ বা কাষ্ঠ নির্মিত একটি ক্ষুদ্র শলাকা দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিযোগে ধারণ করণানন্তর তাহারই আঘাতে বাজাইতে হয় এবং বাম হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলি তারের উপরে সারিকায় সারিকায় টীপ ও ঘর্ষণ সহকারে মঞ্চালন করিতে হয় । কিন্তু প্রত্যেক আঘাতই যন্ত্রের সারিকা-শূন্য স্থানে হওয়া উচিত । বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে শলাকার পরিবর্তে কোণস্ও ব্যবহার করিতে পারেন । প্রসারণী বীণাতে নিম্ন লিখিত নিয়মে দুইদণ্ডে সাকল্যে সার্কত্রিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । যথা—

প্রধান দণ্ড ।



নিম্ন অতিরিক্তস্বর সা স্ব গ ম ম প দ নি

ক্ষুদ্র দণ্ডিকা ।



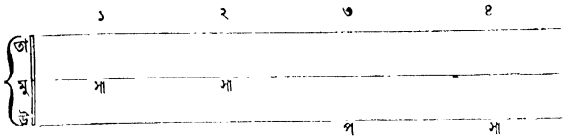
এই যন্ত্রে দুইটি দণ্ড যোজনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক স্বর অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু অপরাপর বীণাদিতে সাদ্ধ্বি-দ্বিসপ্তকের অধিক স্বর পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে সাদ্ধ্বি-দ্বিসপ্তক পর্য্যন্ত অক্লেশে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান দণ্ডস্থ তারের স্বর নীচ এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ তারের স্বর এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধা থাকাতে বাদনকালে সময়ে সময়ে উভয় দণ্ডের উচ্চ ও নীচ স্বর যোগ দিলে বাদ্য, বিশেষ অলঙ্কৃত ও শুনিতে অতীব মধুর হয়। প্রসারণী বীণাটী ও আধুনিক যন্ত্র ।

সংখ্যা ১৬ ।

স্বরবীণা ।

স্বরবীণা সংস্কৃতশাস্ত্রানুযায়ী অতি প্রাচীন যন্ত্র, ইহা দেখিতে অনেক অংশে রবাবের মত। ইহার ধ্বনি কোষটী অলাবু নির্মিত এবং দণ্ডাদি অবশিষ্ট অবয়ব সমুদয় কাঠের ।

রবাবের ধ্বনি কোষ যেমন চর্মাচ্ছাদিত থাকে, ইহার ধ্বনি-কোষ তৎ পরিবর্তে কাষ্ঠ ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। স্বর-বীণার তার চারিটা নিম্ন লিখিত স্বরে আবদ্ধ থাকে। যথা—



এই যন্ত্রে উদারা, যুদারা ও তারা এই তিনটি পূর্ণ সপ্তক পাওয়া যায়।

সংখ্যা ১৭ ।

মোচঙ্গ ।



মোচঙ্গ-যন্ত্র বিশুদ্ধ লৌহদ্বারা নির্মিত হয় এবং দেখিতে কতকাংশে ত্রিশূলের অগ্রভাগের ন্যায়। ইহার মধ্যভাগে একখানি পাতলা সরু লৌহার পাত সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটি বাম হস্তের সাহায্যে দন্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনীদ্বারা উক্ত লৌহার পাতে আঘাত দিয়া বাজাইতে হয়। ইহাতে একটীর অধিক স্বর প্রায় নিষ্পন্ন হয় না। স্বরের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রতি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অতি সজোরে

শ্বাস গ্রহণ করিতে হয় । মোচঙ্গ বাজাইবার এইটাই বিশেষ কৌশল । যাহারা সৰ্বদা মোচঙ্গ ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়ই দন্তরোগ ও শ্বাসরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন । যদিচ এই যন্ত্রের মন্তোযজনক ধ্বনি-মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আভ্যন্তরিক ঐকতানিকা সহযোগে বাদিত হইলে এক প্রকার শুনিতে মন্দ লাগে না । নিপুণ মোচঙ্গিকেরা ময়দা বা মগদ্বারা মোচঙ্গের স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকেন । এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, কোন কোন সম্ভীতকৃত্ত্বহলী মহাত্মা ইহাকে ভারতবর্ষীয় হার্প বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু আমরা একথা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না । যেহেতু ইহাতে হার্পের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না ।

~~~~~

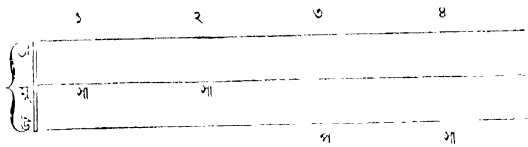
সারঙ্গী ।

সংখ্যা ১৮ ।

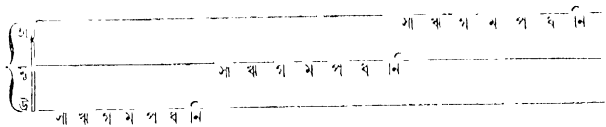
~~~~~

সারঙ্গী-যন্ত্রটি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, ইহার ধ্বনিকোষ ও দণ্ড উভয়ই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত, ধ্বনিকোষটি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটি কাষ্ঠের পট্টবিন্যাসে আবৃত হইয়া থাকে । দণ্ডের উর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটি করিয়া চারিটি কীলক এবং ঐ চারিটি কীলকে চারি গাছি তন্তু সংবদ্ধ করা যায় । দণ্ড-পার্শ্বে নির্মাতার ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটি কীলক ও তাহাতে

কীলকসংখ্যানুগত পিভলনির্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকাক্রমে সংযোজিত করা থাকে । উল্লিখিত প্রধান চারিটি তন্ত্র অর্থাৎ তাঁত নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন সুরে আবদ্ধ করা যায় । যথা—



এই যন্ত্র ক্রোড়ে লম্বভাবে বক্ষঃস্থলের ঠেস্ সহকারে স্থাপন করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অপর চারিটি অঙ্গুলির নখের ঘর্ষণে এবং দক্ষিণ হস্তপুত ধনুর্বারা বাজাইতে হয় । নখের ঘর্ষণগুলি তন্ত্রের পার্শ্বে পার্শ্বে হওয়া উচিত । সারঙ্গী-যন্ত্রে নিম্নে প্রদর্শিত নিয়মে পূর্ণ ত্রিসপ্তক প্রতিপন্ন হয় । যথা—



সারঙ্গী কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির স্বস্বরানুগত হইয়া সামাজিক মৃত্যুশালায় ব্যবহৃত হয় । সারঙ্গীর ধ্বনি অতীব মধুর, অথচ কণ্ঠস্বরানুরূপ, এমন কি কখন কখন স্বকণ্ঠী স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠের সুরের সহিত ইহার ধ্বনি এরূপ সমসুরে মিলিত হইয়া যায় যে, উভয় সুরজ্ঞ মগ্নীত ব্যবসায়ীরাও অতি কষ্টে উভয়ের পার্থক্য সহসা স্থির করিতে পারেন না, যন্ত্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর দুইই এক বলিয়া এতীতি

হয়। এই যন্ত্রটী যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বহুলভাবে প্রচলিত ও ধনুস্ততযন্ত্রের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্ম বিসম্ভব কর্তৃক অনুবাদিত বেল্জিয়ম্ রাজ্যের রাজধানী ব্রসেল্ নগরস্থ মঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক্, জে, ফেটীস্ সাহেবকৃত সুবিখ্যাত বাহুলীননিম্নীতা এস্টেডি ভেরিয়ামের জীবন বৃত্তান্ত এবং ধনুস্ততযন্ত্রের আদি উৎপত্তি-বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিপিত আছে। কথিত আছে খৃঃ জন্মের ৫০০০ বৎসর পূর্বে মহাবন পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজাই এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করেন। পরে নানা দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইউরোপের ভায়লিন্, চীনের “আরহীন” জাপানের “কোকীন” পারস্যের “কামাঞ্চা” সারঙ্গীর অবয়বভেদ মাত্র, এমিরিয়া দেশেও ইহা অপ্রচলিত ছিল না।

সংখ্যা ১৯।

এস্‌রার্।

এস্‌রার্ যন্ত্রটী অতি আধুনিক, সেতার ও সারঙ্গী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। এই যন্ত্রের খর্পর হইতে দণ্ড পর্যন্ত সমুদায় অবয়বটী কাঠনির্মিত। খর্পরটী কতকাংশে সারঙ্গীর ন্যায় এবং দণ্ডটী অবিকল সেতারের দণ্ডের অনুরূপ। দণ্ডের উপরিভাগে যোজিত পাঁচটী কীলকে পাঁচটী তার আবদ্ধ করা যায়। সেতারের পাঁচটী তার যে যে

ধাতুনির্মিত এবং যে যে সুরে বাঁধা থাকে, ইহার তার পাঁচটিও ঠিক সেই সেই ধাতুনির্মিত ও সেই সেই সুরে বাঁধিবার রীতি আছে। অধিকন্তু ইহাতে পিভলের পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার সংখ্যা এবং সুরবন্ধন বাদকের ইচ্ছার অধীন। ইহার পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি পৃথগ্‌রূপে বাদিত হয় না, প্রধান তারের কম্পনেই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। বাদকগণ বাম হস্তের আলগোচা আশ্রয়ে যন্ত্রটী লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণ হস্তে ধৃত ধনুর্দ্বারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সেতার বাদনের প্রণালীতে ইহার বাদনে বাম হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী অঙ্গুলিরই সমধিক ব্যবহার দেখা যায়। এস্রারের লৌহনির্মিত নায়কী তারটীই সর্বদা বাজাই হইয়া থাকে, অপর তারগুলি প্রায় সুরসহযোগিতার জন্যই ব্যবহার্য্য। এই যন্ত্রও কোমলকণ্ঠী স্ত্রী-গানের মধুরতাবর্দ্ধননিমিত্তই প্রয়োজনীয় এবং তাহাঙ্গের গীতানুবর্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন সেতারাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপেও বাদিত হইতে দেখা যায়।

সংখ্যা ২০।

মায়ুরী বা তায়ুশ্ ।

মায়ুরী-যন্ত্র এস্রারের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্মিত ময়ূরের সগ্রীবা মুখ যোজিত থাকিতে দেখা যায়। ময়ূরাস্যসংযোগে নির্মিত

হয় বলিয়াই এই যন্ত্রসংস্কৃত ভাষায় “মায়ুরী” ও পারস্য ভাষায় “তায়ুশ্” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ধারণ, স্বরবন্ধন, বাদন ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই এস্রারের ন্যায়। বস্তুগত্যা ইহা অতি আধুনিক যন্ত্র। বিবিধ অনুসন্ধানে বোধ হয় উত্তর পশ্চিম হিন্দুস্থানীয় কোন ব্যক্তি ৪০ বৎসরের মধ্যে এস্রার যন্ত্রে একটি ময়ুরাস্য যোজনা করিয়া তায়ুশ নামে বিখ্যাত করিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় ময়ুরকে তায়ুশ বলে। কেহ কেহ বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলীয় সেবারাম নামক জনৈক শিল্পীকে প্রথম তায়ুশ নির্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংখ্যা ২১।

অলাবু-সারঙ্গী।

অলাবু-সারঙ্গী সারঙ্গীর প্রকারভেদমাত্র। বিশেষের মধ্যে এই যে, সারঙ্গীর সমুদায় অবয়বটী দারুনির্মিত, ইহার খর্পর হইতে প্রায় দণ্ড প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্ভাগটী একটি অখণ্ড অলাবুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই যন্ত্রের খর্পরটী কখন কখন নারিকেলের খোলের দ্বারা নির্মিত হইত। অলাবু-সারঙ্গীর অঙ্গুলিস্থান ধ্বনিপট্টক প্রভৃতি অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কাষ্ঠের। ইহার প্রধান তন্তু, পার্শ্বতন্ত্রিকা, সপ্তকের সংখ্যা, স্বরবন্ধন এবং প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই সারঙ্গীর ন্যায়; কিন্তু ধারণ ও বাদন-

প্রণালীতে সারঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষলক্ষিত হয়। সারঙ্গীর ন্যায় যন্ত্রটী ক্রোড়ে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পস্থির সম্মিকটস্থ খর্পরংশ বাঁমস্কন্ধে স্থাপনপূর্বক বাম হস্ত ক্রিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত করিয়া উক্ত হস্তের তালু ও অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিতে হয়; এবং বাদনকালে সারঙ্গীতে যেমন তন্তুর নীচে নীচে বামহস্তের নখরের ঘর্ষণে স্বর নির্গত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎপরিবর্তে তারের উপরে উপরে অঙ্গুলির টিপযোগে ইউরোপী বাহুলীনের রীতিতে স্বর সকল প্রদর্শিত করিতে হয়। ফলতঃ বাহুলীন এবং অলাবুসারঙ্গী এতদুভয়ই একজাতীয়, সেই জন্য কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে ভারত-বর্ষীয় বাহুলীন বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক অলাবু-সারঙ্গী অতি প্রাচীন বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

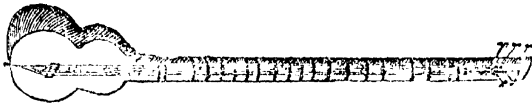
সংখ্যা ২২।

মীন-সারঙ্গী।

মীনসারঙ্গী এস্রারের রূপান্তরগাত্র। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, মীন-সারঙ্গীর ধনিকোষ হইতে দণ্ড-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাভাগটী একটী অখণ্ড দীর্ঘাকার অলাবুনির্মিত। ইহার সারিকার সংখ্যা ও বিন্যাস, কীলক, তারের সংখ্যা ও যোজনা, পার্শ্বতন্ত্রিকার নিয়ম, স্বরবন্ধন, ধারণ, বাদন, অঙ্গুলিবিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এস্রারের অনুরূপ। যন্ত্রের খর্পরের মূলদেশে কাষ্ঠাদিনির্মিত একটী মংস্যের মুখ যোজিত থাকে বলিয়াই ইহাকে মীন-সারঙ্গী বলে।

সংখ্যা ২৩।

স্বরসঙ্গ বা স্রসোঁ।



স্বরসঙ্গ যন্ত্র দেখিতে এস্রারের ন্যায়। এস্রারের যে যে অঙ্গ যে যে উপাদানে নির্মিত হয়, ইহারও তত্ত্ব অবয়ব সেই সকল উপাদানেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার বাদনাদির নিয়মও অবিকল এস্রারের সদৃশ। কেবল এস্রারের ন্যায় পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি না থাকাতেই “স্বরসঙ্গ” এই স্বতন্ত্র নামটি প্রথিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই প্রকার যন্ত্রের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য সেবারাম দাস এই যন্ত্র প্রথম স্বজন করেন।

অধুনা যে সকল সভ্য ততযন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়, তৎসমুদায়ের সবিস্তার বিবরণ লেখা হইল, এতদ্ভিন্ন বহুতর যন্ত্রের নাম-সংস্কৃতসঙ্গীত গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সে সকল যন্ত্রের প্রচলন না থাকাতে এ স্থলে তাহাদের নামোন্মেষণ করা গেল না, পরিশিষ্টে যথাস্থানে লিখিত হইবে।

গ্রাম্য ততযন্ত্র ।

সংখ্যা ২৪ ।

সারিন্দা ।



সারিন্দা কখন কখন সভাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বস্তুগত্যা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা গ্রাম্য ব্যতীত কখনই সভ্য যন্ত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না । সারিন্দার সমুদায় অঙ্গই কাষ্ঠনির্মিত, ইহার ধ্বনিকোষকিয়দা গচক্ষ্মাচ্ছাদিত এবং কতক অংশ শূন্য থাকে । এই যন্ত্রে অশপুচ্ছের কেশ-নির্মিত তিনটি তার তিনটি কীলকে নিম্নলিখিত সুরে আবদ্ধ করা যায় । যথা—

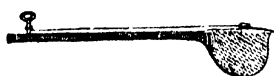
	১	২	৩
জ			
ঘ	স	স	গ
ঙ			

সারঙ্গী যন্ত্রটি সারিন্দার অনুকৃত অথবা সারিন্দা সারঙ্গীর অনুকৃত ইহা স্থির করা কিছু কঠিন । বস্তুসম্বন্ধীয় উন্নতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় সারিন্দাই আদিম যন্ত্র, কাল সহকারে দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হইয়া সারঙ্গীর আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাতেও একটা বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হয় ; যেহেতু সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ সমূহে সারিন্দার নামোল্লেখ নাই, তবে সারঙ্গানামক

যন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, বোধহয় সারঙ্গারই নামাপ-
ভ্রংশে সারিন্দা হইয়া থাকিবে। সারঙ্গীর নাম প্রায় সকল
গ্রন্থেই লক্ষিত হয়। যাহা হউক উভয় যন্ত্রই অতি প্রাচীন।

সংখ্যা ২৫।

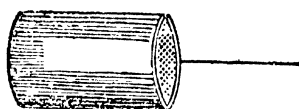
এক তন্ত্রিকা বা এক-তার।



চর্ম্মাচ্ছাদিত একটা অলাবু খর্পরে একটা বংশদণ্ড যোজিত
এবং সেই বংশ দণ্ডের উপরি ভাগে একটা মাত্র কীলক সংবদ্ধ
করিলেই এক-তন্ত্রিকা বা এক-তার। যন্ত্র প্রস্তুত হয়। উক্ত
কীলকে একগাছি লৌহতার সংযোজিত থাকে। বাদকগণ
ঐ তারটী স্বীয় কণ্ঠের অনুসারী করিয়া আবদ্ধ করিয়া লয়।
এই যন্ত্র বাদনে বাদকের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই, যন্ত্রটী
দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা পুনঃ
পুনঃ আঘাত করিয়া তুষ্কর বাঁগার অনুকরণে বাজাইতে হয়।
এক-তন্ত্রিকা যন্ত্রটী অতি প্রাচীন এবং এক তন্ত্র-বিশিষ্ট
বলিয়াই এক-তন্ত্রিকা নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই
প্রায় এই যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি
ভিক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিরাই প্রায় এই যন্ত্রের সাহায্যে
গ্রাম্যগান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে, তন্নিম্ন
অন্য কোন সম্প্রদায়দ্বারা এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

সংখ্যা ২৬ ।

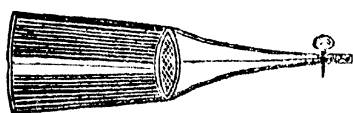
আনন্দ-লহরী ।



আনন্দলহরী গ্রাম্যযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত । প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটি শূন্যগর্ভ কাষ্ঠের খোল, একগাছি তন্তু এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত একটি মুখ্য বা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ভাণ্ড এই তিন প্রকার উপকরণে আনন্দলহরী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে । উল্লিখিত খোলটির একমুখ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকা আবশ্যক এবং সেই আচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করিয়া পূর্ব্ব কথিত তন্তুর এক প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত উক্ত মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত ভাণ্ডের আচ্ছাদক চর্ম্মের মধ্যস্থিত ছিদ্রে সংলগ্ন করিতে হয় । যন্ত্রের কাষ্ঠ নির্ম্মিত খোলটি বাম কক্ষে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ভাণ্ডটি বামহস্তে সবলে আকর্ষণ করত দক্ষিণ হস্তে ধৃত শলাকা দ্বারা ভাঁতে আঘাত করিলে বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে । বাম হস্তের আকর্ষণের ন্যূনাতিরেকেই স্বরের উচ্চ নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে । এই যন্ত্রটিও ভিক্ষুরের ব্যবহার করিয়া থাকে ।

সংখ্যা ২৭।

গোপীযন্ত্র ।



একটি সার্কহস্ত পরিমিত সগ্রহি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থিযুক্ত প্রান্তের ছয়, সাত অঙ্গুল অখণ্ডভাবে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ চারি সমান ভাগে চিরিয়া তাহার দুই অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দুই অংশ থাকে, তাহার প্রান্তে আনন্দলহরীর খোলের অনুরূপ একটি অলাবুনির্মিত খোল আবদ্ধ করিয়া তাহাতে আনন্দলহরীর রীতিতে একটি লৌহের তার সংলগ্ন করত ঐ তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটি কীলকে সংবদ্ধ করিতে হয়। যন্ত্রদণ্ডের প্রায় মধ্যস্থল দক্ষিণ হস্তের তর্জনী পরিত্যাগে অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জনীদ্বারা তারটিতে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। দণ্ডধারক অঙ্গুলি চতুর্ক্রয়ের আকৃষ্ট ও প্রসারণে ইহার স্বরের নীচতা ও উচ্চতা প্রকাশ পায়। এ যন্ত্রটিও বাউল প্রভৃতি ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

যে সকল ততযন্ত্রের বিষয় পূর্বে বিবৃত হইল তাহাদের মধ্যে যে অনেকেই এই আসিয়া বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষ

হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাদেশে নানাবিধ সংজ্ঞায় প্রচলিত হইয়াছে—অঙ্গভেদে বিবিধ বিলসিত প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল । তাহারা কোথাও অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে, কোথায়ও বা আকারে কতক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । কত যন্ত্রের আদিম প্রকৃত-সংজ্ঞা দেশভেদে—ভাষাভেদে বর্ণগত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু ধরিতে গেলে—মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, সেই একই যন্ত্র কোন একদেশবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম বা আকার ধারণ করিয়াছে—তাহাদের বিলাস বিভ্রম বিভিন্ন হইয়াছে । কত যন্ত্র অধুনাতন প্রসিদ্ধতম যন্ত্রসকলের পত্তনভূমিস্বরূপ হইয়াছে । ভাষাতত্ত্ববিদগণ বিভিন্নদেশপ্রচলিত ভাষাসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য সমালোচনা করিতে গিয়া এইরূপ কত সত্য আবিষ্কার করিতেছেন । অবশেষে এমন দিন আসিবে যে দিনে আমাদের এই বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে, পশ্চিমে পারস্য বা মিডিয়া দেশান্তর্গত ইরান প্রদেশ, পূর্বে মগধদেশ, দক্ষিণে বিষ্ণুগিরি এবং উত্তরে হিমাচল এই চতুঃসীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণভূভাগের অধিবাসীদিগের নিকট ইউরোপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় অধিকাংশ সঙ্গীতযন্ত্রের—বিশেষতঃ ততযন্ত্রের নিমিত্ত চিরকালের জন্য অধর্মণ রহিয়াছে । আমাদের এই মত । আবার যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহা হইলে জানিতে পারি যে, প্রায় সমুদায় ইউরোপীয় সঙ্গীত-ইতিহাসলেখকগণও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ

অনুমোদন করেন—তঁাহারাও বলেন “আমাদের দেশে যে সকল প্রগিত্তম সঙ্গীতযন্ত্র প্রচলিত আছে সে সমুদয়েরই আদিম স্থল পূর্বাঞ্চল—সকলেরই মধ্যে কোনটী পূর্বাঞ্চলীয় যন্ত্রসকলের অনুকৃতি, কোনটী বা তাহাদের আকারপরি-বর্তনসম্পন্ন।” সুপ্রসিদ্ধ ফিটিসের (Fetis.) মতেও পূর্বাঞ্চলই ইউরোপীয় সঙ্গীতদেবীর শৈশবদোলা। তিনি বলেন “এই পশ্চিমাঞ্চলে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্বাঞ্চল হইতে আসে নাই”।*

যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্বাঞ্চলকে যাবতীয় সঙ্গীত-যন্ত্রের জন্মদেশ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তথাপি কেহই এই পূর্বাঞ্চলীয় কোন এক দেশবিশেষকে আদিম জন্মভূমি বলিয়া সম্মান প্রদান করিতে চান না। তঁাহাদের মতে সমুদয় যন্ত্রের জন্য ইউরোপ কি মুখ্যসম্বন্ধে বা কি গোণসম্বন্ধে প্রধানতঃ মিসর, আরব, আসিরিয়া ও ভারতবর্ষ এই কয় দেশের নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দেশ যে প্রকৃত জন্মভূমি তাহা তঁাহারা স্থির করিতে পারেন নাই। সকলেরই এখানে মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাবিদগণ কালনির্ণয়ে হতাশ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাদের জন্মকাল এত প্রাচীন যে ইতিহাসের অধিকারের বহির্ভূত—আর তাহার সেই বহির্ভাগ এক ঘন বিস্তীর্ণ যব-নিকা দ্বারা অন্তরিত হইয়াছে। তঁাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কতকগুলি যন্ত্র মিসর দেশ হইতে, কতক গুলি

আরবদেশ হইতে, কতকগুলি বা আসিরিয়া হইতে এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে অবিকল অবস্থায় বা রূপান্তরিত হইয়া আশিয়ার অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে সমানীত হইয়াছে । সমুদয় ধনুস্তত্বাত্ত্বের ও অধিকাংশ অন্যান্যবিধ তত্ত্বাত্ত্বের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে সকলেই এক অবিস্মৃতি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । সুপ্রসিদ্ধ মনুসিয়র সনিরাট (M. Sonnerat.) বলেন যে, “ যাবতীয় ধনুস্তত্বাত্ত্ব পুরাকালে কি আসিরীয়, কি হিব্রু, কি মিসরীয় ইহাদের মধ্যে কাহারও পরিচিত ছিল না । যদিও কোন কোন ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন যে হিব্রুদের ওরূপ কতকগুলি যন্ত্র ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেরই অঙ্গুলিত্রকে ধনুঃ বলিয়া ভ্রম ছিল। বস্তুতঃ ও ধনুস্তত্বাত্ত্ব সকল ভারতেরই । রাবণাস্ত্র নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি পুরাতন ধনুস্তত্বাত্ত্ব আছে তাহা প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাবণ নিৰ্ম্মাণ করিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ করেন । চীনের উর্-হীন, জাপানের কোফিউ, হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব ও পারস্যের কেমান্গে ও রবাব এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিক্রম ব্যতীত আর কিছুই নয় । এরূপ প্রতিক্রম যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা কতক সম্ভবপর ।” * এফ্ ডে, ফিটিস্ তাঁহার রেজুমে ফিলসোফিকুই দে লা হিষ্টোরিই দে লা মিউসিকুই (Resume philosophique de la histoire de lamusique) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন

* Voyage aux Indes Orientales, by M. Sonnerat Paris, 1806, Vol I p. 182.

যে যাবতীয় ধনুস্ততযন্ত্র ইউরোপ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। তিনি বলেন ধনুস্তত-যন্ত্র প্রথমতঃ ইটালী হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীসে ও তথা হইতে আসিয়ামাইনরে এবং অবশেষে পারস্য ও আরব দেশে কেমান্-গো এরাউসি নামে প্রচলিত হয়। কিন্তু আবার ইউরোপীয় ধর্মার্থযুদ্ধযাত্রীগণ যখন জেরুজেলম হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে সেই যন্ত্রকে আবার স্বদেশে লইয়া যান। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্রই উপরিউক্ত যাবতীয় যন্ত্রের মূল তাহা তিনিই আবার তাঁহার তৎপরকৃত গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন “যে সময়ে আমি ওরূপ লিখিয়াছিলাম তখন আমি পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম, ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর অবশেষে এই সত্যটী জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্বাঞ্চল হইতে আসে নাই এমন কিছুই এই পশ্চিমাঞ্চলে নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ সর্বাসঙ্গসম্পন্নভাষার (সংস্কৃত ভাষার), উচ্চ যোগ্যনাধিকৃত সভ্যতার, মানবমনের বিবিধচিন্তা ও ভাবপরম্পরার প্রকাশক দর্শনশাস্ত্রের, সর্বাসঙ্গ-সুন্দর কবিত্বের এবং তত্ত্বাত্মক অধিবাসীদিগের প্রধানতম আমোদপ্রদ সঙ্গীতের প্রাচীনতম চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই ভারতবর্ষ যাবতীয় ধনুস্ততযন্ত্রের আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে আসিয়ার অন্যান্য স্থলে সেই সকল যন্ত্র পরিচিত হইয়াছে। অনেক যন্ত্র আছে দেখিলে নিশ্চয় তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অণু-

মাত্রও সন্দেহ নাই। যদি কোন ধনুস্তত যন্ত্রকে আদিম অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহার প্রাচীন সরল ভাবের অনুসন্ধান করিতে যাই, শিল্পনৈপুণ্য যাহার সম্পূর্ণতা সম্পাদনে প্রদর্শিত হয় নাই সেইরূপ যন্ত্রই গ্রহণ করি। ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্র প্রভৃতি দৃষ্টি কর।” *

অত দূর যাইবারই বা আবশ্যিকতা কি? যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিণাকযন্ত্র। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে দেবদেবমহাদেবকর্তৃক নির্মিত ও তাঁহারই নিতান্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া থাকেন।†

“ * Hindoostan, the country whence we derive the most ancient monuments of a well-developed language, of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thought have their expression, of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensibility of the natives finds expression - Hindoostan has, it appears, been the birthplace of the instruments played with the bow, and has made them known to other parts of Asia. This does not admit of a moment's doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakable marks of their Indian origin. If we wish to find the instrument played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form, where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find it in the *ravanastron*, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed. ”

Translated from Antiquaire Straliveri, précédé de Recherches historiques et critiques sur L'Origine et les Transformations des Instruments d'Archet of M. Fétis

† এই যন্ত্র দেখিতে ধনুকের ন্যায়। একটি স্থিতিস্থাপক গুণাগেত যষ্টি। তাঁহার দুই সীম একটি তক্ত দ্বারা গবনচ ভাঙ্গি অবদ্ধ। ধনুকের ন্যায় ইহার আকার বশিষ্ঠ। মহাদেব যুদ্ধকালেও ইহার ব্যবহার করিতেন। কি যুদ্ধকালে কি ক্রীড়ার সময়ে কি অথবা কোন সময়ে মহাদেব সকল সময়েই ইহাকে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম পিণাকগণি।

যাহা হউক, সমুদয় ততযন্ত্রই যে পূর্বাঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহারা ধনুর্যন্ত্র সকল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন না হইয়া পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলেন তাঁহাদের মত যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিটিস্ বলেন “ ভারতবর্ষই যাবতীয় ধনুর্যন্ত্রের জন্মস্থান— ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। আমি যখন রাবণ ও অয়তি এই দুই হিন্দুযন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় কেমান্-গে আগুজের সহিত তুলনা করি, তখন শেষোক্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অনুকৃতিমাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না। ”

একই যন্ত্র যে কোন এক দেশ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে নামভেদে প্রচলিত হইয়াছে তাহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিরও অননুমোদিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিঃছেন। যে যন্ত্র ইংলণ্ডে ‘পাইপ্’, সেই যন্ত্রই জার্মানির ‘ফিফে’ ফ্রান্সের ‘পিপিউ’, গল দেশের ‘পিওব’, ওয়েল্‌সের ‘পিব্’, সুইডেনের ‘পিপা’ এবং, ডেনমার্কের ‘পিজ্‌প’ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। যে যন্ত্র ইংলণ্ডের ‘হার্প’ তাহাই জার্মানির ‘হার্ফে’, ফিনলণ্ডের ‘হাপু’, আইসলণ্ডের ‘হার্পা’, হাঙ্গেরীর ‘হার্কা’, ফ্রান্সের ‘হার্পে’, স্পেনের ‘আর্পা’, আংলো স্যাক্সনদের ‘হার্পে’ বা য্যার্পে। যে ‘এল্-উদ্’ যন্ত্র আরবের, সেইই স্পেনের ‘লব্’, সুইডেনের ‘লুতা’, ডেনমার্কের ‘ল্যৎ’, জার্মানির ‘লতে’,

ইটালোর 'ল্যাতো', ফ্রান্সের 'লুং', এবং ইংলণ্ডের 'লিউট'।

আবার, যে যন্ত্র পূর্বাঞ্চল হইতে মুরজাতি কর্তৃক প্রথমে স্পেনে নীত হইয়া 'গিটার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সেই যন্ত্রই পরে জর্মানির পার্বত্য প্রদেশবাসীদিগের 'জিতার', নিউবিয়ার 'কিসার', পুরাতন গ্রীসের 'কিতারা' হয়; এবং মূলে সে যে পারস্য ও ভারতের 'সেতার' তাহা এখন সকলই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গ্রীমের নিয়ম (Gremian Law.) অনুসারে বলিবেন—স ক গ জ ইত্যাদি শব্দ এক পরিবারের ও পরস্পর পরিবর্ত্তসহ।

যাহা হউক, পূর্বাঞ্চল প্রচলিত যন্ত্রদিগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় যন্ত্রসমূহের অনেক নামসাদৃশ্য আছে। কখন না কখন এমন সময় অবশ্যই আসিবে যখন ইহাদের আদিভূমি নির্ণীত হইতে পারিবে।

শুমির যন্ত্র ।

এই সকল যন্ত্র ছিঁদ্রযুক্ত। এই জন্য ইহাদিগকে শুমিরঃ যন্ত্র বলে। ইহারা ফুংকারসহকারে বাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি সচরাচর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইবে। এই সকল যন্ত্র প্রথমতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ;—একনল ও বিনল। তাহারা আবার চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে—বংশী-জাতি, কাহল-জাতি, শৃঙ্গ-জাতি ও শঙ্খ-জাতি। বংশী-জাতির মধ্যে মুরলী, সরলবংশী বা লয়-বংশী, ও বেণু ইত্যাদি। কাহল-জাতির মধ্যে রৌশনচৌকি, কলম ও মানাই ইত্যাদি। শৃঙ্গজাতির মধ্যে শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ ও তুরি ইত্যাদি। শঙ্খজাতির মধ্যে শঙ্খ, গোমুখ ইত্যাদি। এই সমুদায় একনলযন্ত্র গেল। বিনল-যন্ত্রের মধ্যে কেবল ডুব্‌ড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পারস্যনামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের এক একটি সংস্কৃত নামও আছে তাহা প্রত্যেকের বিবরণ স্থানে উল্লিখিত হইবে। সুবিধার জন্য তাহারা যে নামে সাধারণতঃ পরিচিত সেই সকল নামেই ব্যবহার করা গেল ।

* “শুমিরঃ বিবরণ” বিলং আর, “গর্ভোহবটো ভুবি স্বস্তে সরস্বতৌ শুমিরঃ ত্রিশু” এই অমরকোষবৃত্ত বচনদ্বয়ানুসারে সরস্বতী যন্ত্রকে শুমির বলে।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও শৃঙ্গ অতি প্রাচীন—যাবতীয় ফুৎকারযন্ত্রের আদি । যাহাদিগকে শিল্পকৌশলদ্বারা সম্বন্ধ করা যায় তাহারাই যন্ত্র* । সুতরাং ইহারা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না । ইহারা উভয়েই প্রকৃতি-প্রসূতপদার্থ—সভ্যতার অনুমতির সময়েই প্রথম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে । এই সমুদায় যন্ত্রই তত যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ;—তন্মধ্যে কতক গুলি সভ্য, কতক গুলি বাহির্দ্বারিক, কতক গুলি সামরিক, কতক গুলি গ্রাম্য, কতক গুলি বা মঙ্গল্য । কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি দুই বা তিন শ্রেণীভুক্তও হইয়া থাকে । নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ।

সভ্য	বাহির্দ্বারিক	সামরিক	গ্রাম্য	মঙ্গল্য
মুরলী	রৌশনচৌকি	তুরি	গোমুখ	শঙ্খ
বুঝা	সানাই	রণশৃঙ্গ	শঙ্খ	গোমুখ
	কলম	শৃঙ্গ	তুবড়ি	রাম-শৃঙ্গ
সরলবংশী†	সরল বংশী		বেণু	

* ‘যন্ত্র’ শব্দের উত্তর ‘ত্র’ প্রত্যয়ে ‘যন্ত্র’ এই পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যাহাকে সম্বন্ধ করা যায় ।

† সরলবংশী, সভ্য ও বাহির্দ্বারিক এবং শঙ্খ, গ্রাম্য ও মঙ্গল্য উভয়বিধই হইতে পারে ।

বংশী-জাতি।

সামান্যতঃ ধরিতে গেলে সমুদায় ফুৎকার যন্ত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা বংশী। কারণ অতি পূর্বকালে প্রথমে সচ্ছিদ্র কোন ফুৎকার যন্ত্র প্রস্তুত হইবার সময় বংশেরই হইয়াছিল, পরে অন্যান্য উপাদানে ও ইহার নিশ্চাণবিধি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং বাজাইবার রীতিবৈচিত্র্য, এবং উপাদানের ও ছিদ্রসংখ্যার বিভিন্নতানুসারে নানাপ্রকার আকার ও নাম হইয়াছে। যেমন তৈল, তিলোৎপন্ন স্নেহদ্রব্যই প্রকৃত তৈল, কিন্তু অধুনা এরও সর্বপাদি জাতদ্রব পদার্থও তৈলশব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে বংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাকে মুরলী বলা যায়। গ্রীসের অভেনা, রোমের ফিশ্চলা, মিসরের সিবি এবং অধুনাতন ইংরাজী ফ্লুট, ও জার্মানিদেশীয় এলিমেন্ট, ইহাদের সঙ্গে তাহার অনেক সৌমাদৃশ্য আছে। যাহা সরলভাবে বাদিত হইয়া থাকে পারস্তভাষায় তাহাকে আল্গোজা, বঙ্গভাষায় সরলবংশী, সংস্কৃতভাষায় বুকা, ইংরাজী ভাষায় ফ্লাজিউলেট্ এবং লাতীন ভাষায় ফিশ্চুলামিনিমা বলে। সমুদয় বংশীই নলাকার, বর্তুল, সরল এবং পর্কদোষবিবর্জিত। ইহারা—যদিও প্রথমে বংশের হইত, কিন্তু পরে খদির রক্তচন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠের, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুর হইয়া আসিতেছে; সময়ে সময়ে হস্তিদন্তের ও স্ফটিকেরও হইয়া

থাকে, ইহারা শূন্যগর্ভ । ইহাদের দুই সীমা, শিরোদেশ ও অধোদেশ, শিরোদেশ প্রায় বদ্ধ এবং অধোদেশ মুক্ত থাকে । ইহারা দৈর্ঘ্য আট নয় অঙ্গুলি হইতে একহাত ও ততোধিকও হইতে পারে । যে বংশী মুরলী-পদ-বাচ্য তাহার বিষয় প্রথমে বিবৃত হইতেছে ।

মুরলী ।

ইহা নলাকার, বর্তূল ও সরল । ইহার দৈর্ঘ্য নানা প্রকার হয়, কিন্তু সচরাচর একহস্ত পরিমিতই দেখিতে পাওয়া যায় । শিরোভাগের তিন অঙ্গুলি পরিমিত নিম্নদেশে একটী ছিদ্র থাকে তাহার নাম ফুৎকার রন্ধ, ঐ রন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলি (কখন কখন তাহারও) নিম্নে ছয়টী ছিদ্র থাকে, ইহাদিগের সাধারণ নাম তাররন্ধ । পূর্বে ক্লুটের আয় ইহার দুই পার্শ্বে বন্ধন (Key) থাকিত, কিন্তু এখন তাহার আর বড় ব্যবহার নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমায় যেরূপে মুরলী দেওয়া যায় সেই রূপে—ইহা তির্ঘ্যগ্ভাবে দুই হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়া থাকে । প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সরলভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত, বাম স্কন্ধের দিকে ঈষৎ অবনামিত করিয়া ও কোমলভাবে রাখিয়া বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ করত অভ্যাস আরম্ভ করার বিধি দেখা যায় । মুরলী উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগে টিপ্‌দিয়া ধরিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি মুরলীর শিরোদেশ ভাগের তিনটী ছিদ্রের মুখে এবং দক্ষিণ হস্তের ঐ তিনটী অঙ্গুলি

নিম্নস্থ তিনটি ছিদ্রের উপর বাজাইবার সময় প্রয়োজনানুসারে বিনিয়োজিত করিতে হয় ।

পূর্বোক্ত প্রকারে আয়তানুসারে ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা বাজান যায় । ফুংকার রন্ধুকে একটু গালের দিকে হেলাইয়া তাহার উপর অধরকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে রাখিয়া অধর ও ওষ্ঠকে একত্র চাপিয়া উভয়ের মধ্যে ফুংকার নির্গমনের নিমিত্ত একটু স্বল্প পরিসর ছিদ্র রাখিতে হয় । অধর একটু মুখের দিকে থাকিবে এবং ফুংকার রন্ধুর অর্দ্ধেক ভাগ মুদিত রাখিবে ; ওষ্ঠ একটু বাহিরে আসিবে এবং উক্ত রন্ধুর অনাবৃতভাগকে আবরণ করিয়া থাকিবে । এক্রূপে যখন ফুংকার বাহির হয় তখন প্রায় সমুদয় ফুংকারই রন্ধুমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । ফুংকার আরম্ভ করিলে, তাহার প্রয়োগকালীন বলের ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্বরেরও উচ্চতা ও নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

আমাদের দেশে যেমন মুরলী, ইউরোপে সেই রূপ ফুট (Flute)* এ উভয়েই অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত

* Flute a wind instrument of considerable celebrity ; as it was known in the earliest ages, even the remote ones of fable, we cannot give any precise account either of its origin or the period of its invention.

Several species of flutes have been named from their forms, or from the materials of which they were composed ; thus, the *avena* was merely an oaten straw ; the *calamus*, hollow reeds of different lengths united together. These simple instruments preceded the invention of those bore or holes, by means of which, a pipe gives several sounds. The *tibia* was a flute originally formed from a bone so called, in the leg of an animal : in fact, wind instruments in general were, for a long time, composed of materials hollowed by nature ; but when the art of forming artificial tube was discovered, the process was adop-

হইয়া আসিতেছে । উভয়েরই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ উভয় দেশেই এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ভারতের মুরলী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ছিল এবং তিনিই ইহার নিষ্পাতা ।

ted for flutes, and they were made of box, laurel, ivory, copper, silver and even of gold.

From expressions annexed to the titles of some of Terence's comedies, we learn that they were represented to the sounds of flutes, and that these flutes were *pares*, *impares*, *dextræ*, and *sinistræ* ; equal and unequal, right and left.

The *andria* was accompanied with equal flutes, right and left, "*tibiis paribus, dextris et sinistris* ; " the *cunuchus* with two flutes, the one right, and the other left, "*tibiis duabus, dextra et sinistra* ; " the *heautontimorumenos*, or the self-tormentor, first with unequal flutes, afterwards with two right, "*primum tibiis imparibus, deinde duabus dextris* ; " the *adelphi*, with Tyrian flutes, "*tibiis sarranis* ; " the *phormio* with equal flutes, and the *hecyra* with unequal flutes.

The performer played always upon two flutes at the same time, and placed round his mouth, a species of bandage tied behind the head, in order that the cheeks might not protrude, and for the better management of the breath. The right flute was held by the right, and the left flute by the left hand ; the right flute had only two bores and produced low sounds ; the left had several bores, and produced higher sounds. When the musicians performed upon these two flutes of different sounds, it was said the piece was performed "*tibiis imparibus*," or "*tibiis dextris et sinistris* " When they performed upon the two flutes of the same sound, it was said, that the piece was performed "*tibiis paribus dextris*," that is to say, if upon those of grave sounds, or "*tibiis paribus sinistris*," if upon high sounding flutes.

Since the invention of the flute, it has undergone a number of changes, both in form and name ; some are curved, some are long, others short, small, middle sized, simple, double, right and left, equal, and unequal. Lastly, these same flutes have been differently named, in various countries ; for example, the curved flute of Phrygia, was the same as the *tilyrion* of Greece and Italy, or the *phaution* of the Egyptians, called the *monaulæ*.

Flutes have a compass of nineteen diatonic intervals, viz : from D, first space below the treble clef, to A-sharp (or B-flat,) the octave above the first leger line, including every chromatic interval ; but, generally, only to the second octave above the second line, treble clef.

Encyclopædia By J. F. Danneley.

ইউরোপের ফ্লুট পূর্বতন রোমের ফিস্চুলা (Fistula) এবং গ্রীসের আবলুন্ মিনর্ভাদেবীর অতি প্রিয়তম ও তাঁহার দ্বারাই নির্মিত, এইরূপ কথিত আছে। পূর্বকালে ফ্লুট সৃষ্ট হইবার পরেই প্রথমতঃ ইতর জনেরাই ইহাকে ব্যবহার করিত এবং সেইজন্য ইহা তত আদরণীয় ছিল না; কিন্তু যখন গ্রাসীয় লোকেরা পারস্তাদি দেশ জয় করে, সেই অবধি তথায় সঙ্গীতের সবিশেষ আলোচনার আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ফ্লুটের এত অধিক আদর হয়, এমন কি, তখন যিনি এই যন্ত্র বাজাইতে না জানিতেন, তিনি ভদ্রপদবাচ্যই হইতেন না। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, বিখ্যাত গ্রাসীয় রাজা পেরিক্লিস ইহার সমধিক উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে গ্রীসীয় আফ্রিথিয়টরে প্রথম সন্নিবেশিত করেন। আমাদের পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ আসিরিয়া ও মিসরে মুরলীর স্থায় যন্ত্র অতি পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। অবশ্য কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। কথিত আছে সুসার (Susa) প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি মৃণ্ময় প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে একরূপ যন্ত্র ছিল, তাহার আকার অবিকল মুরলীর স্থায়। কোন সময়ে এবং কি ঘটনায় যে সেরূপ যন্ত্র সেখানে পাওয়া গেল, তাহা বলা যায় না। প্রতিমা খানি আসিরিয়া দেশেরই। এস্থলে এটা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি যন্ত্র শঙ্খ।

সঙ্গীত ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ চার্লস্ বর্নি (Charles Burney) অধুনাতন মতের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন।*

* "The Tibia was originally a Flute made of the shank or shin bone of an

সরল-বংশী ।

ইহাকে পারস্যভাষায় আল্‌গোজা এবং ইংরাজীভাষায় ফ্ল্যাজিউলেট্ (Flageolet) বলে । এরূপ বংশীকে সরলভাবে ধরা হয় বলিয়া ইহার নাম সরল-বংশী হইয়াছে । মুরলীর ন্যায় ইহাতেও সাতটি তাররন্ধ্র ও ফুৎকার রন্ধ্র স্থলে একটি বায়ুরন্ধ্র থাকে । সেখান হইতে বায়ু নির্গত হয় । ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দেওয়া হয় না ; শিরোদেশ আমুক্ত থাকে, সেখানেই ফুৎকার দিলে বায়ুরন্ধ্র মুক্ত রাখিয়া আবশ্যকমত তাররন্ধ্র সকলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । কিন্তু ধরিবার রীতি মুরলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । প্রথমতঃ ইহাকে সরল ভাবে ধরিতে হয় এবং উপরিস্থিত চারিটি ছিদ্রে দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুলি এবং নিম্নস্থ তিনটি ছিদ্রে বাম হস্তের তিনটি অঙ্গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে এই মাত্র প্রভেদ, অত্যাশ্চর্য্য সর্ব বিষয়ে এই সরল-বংশী প্রায় মুরলীর ন্যায় ।

লয়বংশী ।

এই যন্ত্র সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে—অবয়বে পূর্বোক্ত যন্ত্রের সমান । লোকে ইহাকেও প্রায় সরলভাবে ধরিয়া বাজায়,

animal; and it seems as if the wind instruments of the ancients have been long made of such materials as nature had hollowed, before the art of boring Flutes was discovered. "

Charles Burney's History of music Vol I. 487. P.

তবে বিশেষ এই যে, ইহাকে মুখের এক কোণে একটু বক্র ভাবে ধরে। ইহার দুই মুখ অনাবদ্ধ থাকে এবং সরলবংশীতে যে একটা বায়ু নির্গমনরক্ষু থাকে, তাহা ইহাতে থাকে না। অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহা সরলবংশীর ন্যায়।

কাহলজাতি ।

এই সকল যন্ত্রকে শর বা তৃণাধ্বজ দিয়া বাজাইতে হয়। এরূপ যন্ত্র, কি পূর্বাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল, উভয়ত্রই বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। এতদেশীয় কলম, রোশনচোর্কি, মানাই এবং ইংরাজী ব্রারিঅনেট্ ওবএ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কলম ।

ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেই জন্য ইহার নাম কলম। এই যন্ত্র এইরূপ নামে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম এবং পারস্য, আফগানিস্তান, তুর্কী, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম এবং গ্রীসের কলমস্ (Calamus)। সেই জন্য বোধ হয় যে ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র হইবে। ইহার এক মুখ কলমের ন্যায় কর্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার তাররক্ষু সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায় সাতটি থাকে, ইহা সরল ভাবে বাজান যায়। কিন্তু অন্যান্য যন্ত্র যেমন ফুৎকার রঞ্জে ফুৎকার দিলেই বাজে, ইহা সেরূপ নহে। মস্তকের দিকে অর্থাৎ যেখানে বাজায়, সেখানে দৈর্ঘ্য

মানাইএর মত একটী ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্বে তাহাকে একটু থু থু দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয় ।

রৌশনচৌকি ।

ইহা আমাদের দেশে ও পারস্তে সমধিক প্রচলিত । দেখিতে অনেকটা ইংরাজী ওবাইএর (Hautboys) মত । কলমের ন্যায় ইহার মুখে একটী নল দিয়া ইহাকে বাজান যায় । ইহার আকার—উপরিভাগ কাঠের এবং নিম্নদেশ পিত্তলাদি কোন ধাতুনির্মিত এবং ধুস্তুরপুষ্পাকার । কখন কখন সমুদায় অবয়বটীও শুদ্ধ কাঠের হয় । দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে । লক্ষ্যে প্রভৃতি দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহার স্বরও অপেক্ষাকৃত নিম্নতর । আমাদের দেশে নববাদ বা নৌবতে যে রৌশনচৌকি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার স্বর তীব্র অর্থাৎ সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা তিন চারি স্বর উর্দ্ধে থাকে । পূর্বতন মুসলমানদিগের রাজত্বকালে রাজাদিগের উৎসব ও মাঙ্গলাজনক কার্য্য উপলক্ষে ইহার ব্যবহার সমধিক ছিল । অদ্যাপিও ইহা মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে উক্তবিধ কার্য্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মানাই ।

এই যন্ত্র কি অবয়বে কি বাদনপ্রণালী উভয় বিষয়েই অবিকল পূর্ববর্ণিত যন্ত্রের ন্যায় । এই উভয় যন্ত্রের স্বরগত

যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাই ইহাদের ভেদনিদর্শক। এই যন্ত্র মুসল্মান সম্রাট্ আকবর শাহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি সর্বদাই নৌবতের মিলনে ইহার বাদন শুনিতে ভাল বাসিতেন। ইহার পারস্থ নাম সির্গা।

বেণু।

ইহা আমাদের দেশে বেণু অর্থাৎ বংশদ্বারা নির্মিত হইয়া থাকিবে, সেই জন্য ইহারও নাম বেণু হইয়াছে। ইহা মিসরীয় নে * ইংরাজেরা যাহাকে (Dervish) দার্বি ফ্লুট্। (অর্থাৎ তদ্দেশীয় ফকিরদিগের বংশী বলিয়া ব্যবহার করেন।) ইহা মিসরের ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জিকার নামক নৃত্যের সহিত ফকিরেরা ব্যবহার করিত। ইহার দৈর্ঘ্য বংশীজাতীয় অন্যান্য সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। এই যন্ত্রের সম্মুখদেশে ছয়টি এবং পশ্চাদ্দেশে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী এজাতীয় অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। মুখ বন্ধ করিয়া যন্ত্রটীও বন্ধ ভাবে ধরিয়া অল্প অল্প ফুৎকার ত্যাগ করত এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া নিম্পন্ন করিতে হয়। সেই ফুৎকার দিবার সময় যে বল প্রয়োগ করা যায়, তাহার তারতম্যানুসারে নানাবিধ স্বর বহির্গত হয়। ভাল সুশিক্ষিত বাদকের

* The most common nay of the modern Egyptians, Known as the "Dervish flute"—because it is played by the Dervishes to accompany the songs at their religious dances, called zikrs &c.

An account of the Manners & Customs of the Modern Egyptians
by

Edward William Lane.

হস্তে এই যন্ত্র হইতে অতি সুন্দর ও সুশ্রাব্য স্বর উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু ইহাকে বাজাইতে হইলে, অনেকদিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য হইতে পারা যায় না ।

শৃঙ্গজাতি ।

এই সকল যন্ত্র মহিষ, মেঘ, গো প্রভৃতি দীর্ঘ-শৃঙ্গধারী জন্তু সকলের শৃঙ্গকোষ দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই জাতীয় যন্ত্র সকলের আদি শৃঙ্গ । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে শত্রু ও শৃঙ্গ এই বিবিধ যন্ত্রই প্রকৃতিসম্মত এবং সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি । এই শৃঙ্গ যে শুদ্ধ ভারতের কি এই পূর্বাঞ্চলস্থ সমুদয় দেশেরই এমন নহে, যাবতীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশে হরন্ (Horn) প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে—ইহাই ভারতের শৃঙ্গ, পারস্যের কারণে, হিব্রুর কেরেণ্, গ্রীসের কেরাস্, রোমের কর্ণু (Cornu) ফ্রান্সের কর্ (Cor) জার্মাণির হরন্, ওয়েল্‌সের করন্, হাঙ্গেরীর কুর্ট (Kurt) এবং ইংলণ্ডের হরন্ । এই শৃঙ্গ আমাদের দেশে যে কত পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না । কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব ইহা ব্যবহার করিতেন । এ সকল যন্ত্রের মস্তকের দিক সূচিবৎ এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, আকার বন্ধিম । শিরোদেশে একটী কৃত্রিম ছিদ্র করা হয়, তাহাই ফুৎকাররন্ধ্রের কার্য্য করে ।

রণশৃঙ্গ ।

সকল দেশেই রণশৃঙ্গে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত বা তাহা-
দিগকে আহ্বান বা কোন ইঙ্গিত করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র
ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম রণশৃঙ্গ । যদিও
উক্ত উপলক্ষে সকল দেশেই ইহার প্রচলন আছে, তথাপি
পূর্বে আমাদের দেশে ও গ্রীসে ইহার অত্যন্ত সমাদর ছিল ।
অধুনা ইংরাজদের নিকট ব্যুগল্ দ্বারা যাহা হইতেছে, পূর্বে
ইহা দ্বারাই সে কার্য সম্পাদিত হইত । শৃঙ্গ জাতীয় অন্যান্য
সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা ইহার আকার বৃহত্তম । ইহা সচরাচর
পিভলের বা তাব্রের হইয়া থাকে । ফুৎকারের ইতরবিশেষে
ইহাতে স্বরের তীব্রতা বা কোমলতা সম্পাদিত হয় ।

রামশৃঙ্গ ।

ইহা মাস্তুল্যকার্যে ব্যবহৃত হয় । ইহার দৈর্ঘ্য পূর্বোক্ত
যন্ত্রের ন্যায়, কিন্তু আকারে ও স্বরে পরস্পর অনেক অন্তর ।
রণশৃঙ্গ অপেক্ষা ইহার ব্যাস বড় এবং যদিও উভয়ের স্বর
তীক্ষ্ণ, তথাপি রণশৃঙ্গের স্বর সূক্ষ্ম আর ইহার স্বর স্থূল ।
বাদনপ্রণালীতে উভয়েই একরূপ ।

তুরী ।

ইহা ইংরাজী ট্রাম্পেট্ (Trumpet) যন্ত্রের অনুরূপ, শৃঙ্গ-
জাতীয় অন্যান্য যন্ত্র হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহা

সরল । ইহাও পিত্তল-নির্মিত; রণশৃঙ্গের ন্যায় ইহাও রণস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা আহ্বান করে না। ইহার দৈর্ঘ্য ও ব্যাস রণশৃঙ্গ অপেক্ষা অল্প । ইহা আমাদের নব-বাদ বা নৌবতে বাদিত হয় । বাদন-প্রণালী রণশৃঙ্গের ন্যায় ।

ভেরী ।

ইহাকে সচরাচর “ ভড়ঙ ” বলে । ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রা-কার ও তাহারই ন্যায় একটা নলের ভিতর আর একটা এই-রূপ স্তবকে স্তবকে থাকে, বাজাইবার সময় এক একটা করিয়া বাহির করিয়া লয় ; ইহা পূর্বের যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন কেবল নৌবতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

শঙ্খজাতি ।

এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও গোমুখ এই দুইটাই প্রচলিত আছে । শঙ্খ ইহাদের মধ্যে আদিমতর, এমন কি ইহা সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রেরই আদি, কেবল শৃঙ্গের সঙ্গে সমসাম-য়িক—শঙ্খের বিষয় পূর্বের এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা যে সমুদয় যন্ত্রের আদি, বার্ণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাসবেত্তারাও এ মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন ।

দিনল যন্ত্র ।

তিক্তিরী ।

ইহা একটি দিনল যন্ত্র । এ জাতীয় এই একটি মাত্র যন্ত্রই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহাকে সচরাচর তুবড়ী বলে । সামান্য গ্রাম্য আহিতুণ্ডিকেরা ইহাকে ব্যবহার করে বলিয়া ইহা গ্রাম্যযন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । তাহারা ইহাকে সাধারণতঃ তুবড়ী বা পুগী বলে । এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটি নল পরস্পর সমসূত্র পাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটি তিক্ত অলাবুর (তিতলাউএর) খোল যোজিত থাকে, সেই খোলকে বায়ুকোষ বলে । তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র হয়, এবং সেই নলাকারের শিরোদেশে একটি ছিদ্র থাকে, তাহাকে ফুৎকার-রন্ধু বলে । এই যন্ত্রে আর নয়টি রন্ধু আছে, ইহার নির্মাণে কটুতুন্দ্রী বা তিক্ত অলাবু ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে । ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীত ইতিহাস লেখকেরা তিভি (Titty) বলিয়া থাকেন* । ইহার সঙ্গে তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যাগ্‌পাইপের তুলনা করেন । কিন্তু আমাদের তিক্তিরী বা তুবড়ীর সঙ্গে অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপের নির্মাণ-

* Travels in Siberia, by S. S. Hill, Esq.,

বিধির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাগ্‌পাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মের, কিন্তু তিল্কিরীর বায়ুকোষ অলাবুর, স্ততরাং ইউরোপীয়েরা যে কিল্পে এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন স্থলে অতি পূর্বকালে মুনি ঋষিদিগের সময়ে অলাবুর অভাবে যুগচর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, স্ততরাং তদানীন্তন তিল্কিরী ও অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপ এ উভয়েই সমান হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, পুগী ও তুবড়ী একই। এই তুবড়ী যন্ত্র কখন কখন নাসিকা দ্বারাও বাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলে, যাহা হউক এ যন্ত্রের এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টি ছিদ্র, আর এক নলে পাঁচটি ছিদ্র আছে, নয়টির সর্ব্ব নিম্নস্থ দুইটি ছিদ্র মোম দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সর্ব্বোচ্চ ছিদ্রটি নলের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অপর নলস্থ পাঁচটি ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি আবদ্ধ থাকে, আর তিনটি মোম দিয়া বদ্ধ করা হয়, শেষোক্ত নলটি স্রবণযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর প্রথমোক্ত নলে যে সাতটি ব্যবহার্য্য ছিদ্র আছে, বাজাইবার সময় তাহাদের উপর আবশ্যক মত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দিলে বিভিন্ন স্বর নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বংশীযন্ত্রে যে রূপ ফুৎকার দেওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা এখানে ফুৎকার প্রদানপ্রণালী অনেক বিভিন্ন। এখানে একবারে মুখ পরিপূর্ণ বায়ু লইয়া ক্রমে ক্রমে আবশ্যক মত পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই দ্বিনল যন্ত্র শুদ্ধ ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয়

দেশেই অতি পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে । পারস্যের নেয়াস্বানা প্রাচীন মিসরের জুকোয়ারা এবং আধুনিক মিসরীয় আর্গুল এবং জুমারা যন্ত্রও অবিকল এই রূপ, তবে ইহার একটী নল অপরটির অপেক্ষা দীর্ঘতর । মিসরীয় নাবিকেরা সচরাচর যে দ্বিনল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার নাম জুমারা, তাহা আর জুকোয়ারা একই, ইহাদের উভয় নলই সমান দীর্ঘ । ছুইটী নল যখন বিভিন্ন এবং অলাবুশূন্য থাকে, তখন মিসরীয়েরা তাহাকে খাম বলে । গ্রীসে ও রোমে এই যন্ত্র পূর্বের প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহারা স্বর নিয়মের জন্যে কীলক দিয়া নলের ছিদ্রগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত । এ দেশেও তৎপরিবর্তে মোম ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহাকে হিব্রুদের বাইবেলের দানিয়েল অধ্যায়ে সাম্‌ফোনিয়া (Sumphonia) বলিয়া থাকে, ইহা ইটালীর অধুনাতন জাম্পোগনা (Zampogna) । ও হিব্রু মাথ্রেপাও সাম্‌ফোনিয়ার মত । কিন্তু অঙ্গগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে ।

শুধির যন্ত্র ।*



যাবতীয় প্রধান প্রধান ফুৎকার যন্ত্র বর্ণিত হইল। তত যন্ত্রের সৃষ্টির পরে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে যাবতীয় ততযন্ত্রের পরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ফুৎকার যন্ত্র ততযন্ত্রের পরেই সৃষ্ট হইয়াছে। ততযন্ত্র ও ফুৎকারযন্ত্র এ উভয়ের নির্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রথমোক্তের অপেক্ষা শেষোক্তের নির্মাণপ্রণালী অধিক সূক্ষ্ম ও দুৰূহ। সঙ্গীত মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ, ইহার উন্নতিও মানবের উন্নতির অনুসারিণী—মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনশক্তি যত পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহারও পরিপুষ্টি ততই সংলক্ষিত হইবে। সুতরাং মনুষ্য-সমাজ যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, যখন মানবের বুদ্ধিচাতুরী সমধিক অপরিপুষ্ট ছিল, যখন তাহাদের অভাববৃত্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহারা যাহা কিছু প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত হইত তাহারই ব্যবহার জানিত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অভাববুদ্ধি তাহাদিগকে নূতন আবিষ্করণে উত্তেজিত করিত না, সুতরাং তখনই অনায়াসলভ্য প্রাকৃতিক-উপায়-স্বলভ-কণ্ঠ-সঙ্গীত তাহাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, কণ্ঠ-সঙ্গীত সকলকারই ভাগ্যে ঘটে

* ফুৎকার প্রভবো বাদ্যঃ পুরাণং তন্ত্র-খরুতঃ।

না, তখন অন্য উপায়ে ইহার সাধন করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু কি করে ? পরে যখন তাহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, বুদ্ধিরূতি, দর্শনশক্তি ও অভাববুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃতায়তন হইতে লাগিল, তখন তাহারা উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ ও কৃতকার্য্যও হইল । তখন হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রথম সমাবর্তন হইল—আদৌ ততযন্ত্র, পরে শুঘির বা ফুৎকার যন্ত্র । প্রথমে যে ততযন্ত্র সৃষ্ট হয় তাহা একতন্ত্রী—আমাদের দেশেও একতন্ত্রী যন্ত্র সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা যে পৃথিবীর সমুদয় ততযন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতম তাহা আমরা বলিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন অধুনাতন সভ্যতম-জাতি-সকলের মধ্যে অনেকেই জনসমাজে অশ্রুত-নামা ছিল—কিন্মা আরণ্য-পশু-দিগের আয় নিবিড়ারণ্যে নিভৃত-দুর্ভেদ্য-পর্ব্বত-গুহায় বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত-ফলমূলদ্বারা অথবা সদ্যো-ব্যাপাদিত-পশু-মাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া নিষাদের আয় জীবন ধারণ করিত, যখন তাহাদের অধিষ্ঠিত দেশ সকল হয়ত সমুদ্রের অগাধগর্ভে নিহিত, না হয় বিবিধহিংস্র-জন্তুসমাকুল-ভীষণ-অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন এই যন্ত্র আমাদের দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল । কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব একতন্ত্র-বিশিষ্ট পিনাকযন্ত্র প্রথম নির্মাণ করেন, সেই জন্তে তাঁহার একটা নাম পিনাকী । খৃষ্টীয় শকের যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাদেবের কীর্ত্তিপরম্পরা সংসাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । যাহা হউক, সেই একতন্ত্রী

পিনাকে একটা মাত্র তার সমাবেশিত থাকিত এবং তাহাতে
 কোন সারিকা-বিন্যাস ছিল না, সুতরাং ইহার নিৰ্ম্মাণে
 কোশলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম
 ফুৎকার-যন্ত্র যখন নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই মানবের
 সেরূপ অবস্থা ছিল না। কারণ তাহার নিৰ্ম্মাণ সমধিক জটিল
 ও কষ্টসাধ্য। ফুৎকারযন্ত্রে যে সকল ছিদ্র-বিন্যাস করা হয়,
 তাহাদের পরিমাণ সমান নহে—পরস্পরের দূরত্ব সমান
 নহে—তাহাদের প্রত্যেকের ব্যাসও সমান নহে, বিভিন্ন স্বরের
 জন্য তাহাদের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে
 সকল যখন স্ফূটকরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই
 মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক পরিমার্জিত ও দর্শনশক্তি সমধিক
 প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। বিশেষতঃ কথিত আছে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণা-
 বতারে বংশীর প্রথম সৃষ্টি হয়। বংশী বাদনের নিয়মাবলী
 দ্বাপরযুগের পূর্বে যে কেহ জানিত ইহা কোন গ্রন্থে লক্ষিত
 হয় না, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব দ্বাপরের অনন্তকাল পূর্বে
 সত্যযুগে পিনাকযন্ত্র ব্যবহার করিতেন; ইহার প্রমাণ নানা
 সংস্কৃত পুরাণে লক্ষিত হয়। এরূপ উন্নতি কালসাপেক্ষ, সুতরাং
 ততযন্ত্র যে ফুৎকার যন্ত্রের পূর্বে হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর
 অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ
 করিয়া গিয়াছেন যে, ততযন্ত্রের পূর্বেও দুই একটা ফুৎকার-
 যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তাহাদের এ কথা কোন মতেই সত্য
 বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহারা যাহাদিগকে
 ফুৎকার যন্ত্র বলিতেন তাহারা প্রকৃতকল্পে যন্ত্র নহে—বুদ্ধি-

কৌশল তাহাতে অণুমাত্রও বিনিয়োজিত হয় নাই। যেহেতু তাহারা প্রকৃতিসম্মত, যেমন শঙ্খ ও শৃঙ্গ। এই দুইটিকেই পুরাবিদগণ আদি ফুৎকারযন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ততযন্ত্র সমূহের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বহুল প্রচার যখন না হইয়াছিল, তখন এরূপ দুই একটীর প্রচলন অসম্ভব বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যখন গুমির “যন্ত্র” এই উন্নত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইল, যখন তন্মিমাণে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের আবশ্যক হইল, তখন প্রথমে ফুৎকার-প্রয়োগ-বৈচিত্রে শঙ্খ ও শৃঙ্গে দুই চারিটা মাত্র স্বর নিনাদিত হইত, কিন্তু পরে যখন বিবিধ স্বর-বিভ্রম—বিবিধ-রাগ-বিলসিত প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তখন আর প্রকৃতি-স্বলভ শঙ্খ বা শৃঙ্গে সঙ্গীত কুতূহলী মানবের তৃপ্তি সংসাধিত হইল না। তখন হইতেই ফুৎকার যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে এক নল যন্ত্র সৃষ্ট হয়, পরে তাহার অঙ্গভেদে, রচনা-ভেদে, বিবিধ অভিপ্রায় সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন নামে প্রচারিত হয়। পরিশেষে দ্বিনল যন্ত্রও সৃষ্ট হইয়াছে। এক নল যন্ত্রে প্রথমে দুইটা মাত্র ছিদ্র বিন্যস্ত করা হইত, সেরূপ একটা কর্দমবিনির্মিত যন্ত্র ব্যাবিলনের দন্ধাবশেষ হইতে আনিয়া কাপ্তেন উইলক্ রএল্ আসিয়াটিক্ সোসাইটিতে উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহাকেই এখন সকলেই ফুৎকার যন্ত্রের আদি বলিয়া থাকেন। কিন্তু অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের দেশেও

উল্লবিধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোনটী যে অগ্রিম, আমরা তাহার নিশ্চয়াবধারণ করিতে সমর্থ নহি। তবে ইহা-যে পূর্বাঞ্চল হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, দ্বিনল যন্ত্রও এই পূর্বাঞ্চলেই প্রথমে প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন ইহা মিসরের, কেহ বলেন ইহা ভারতের—মিসরে ইহার নাম “আণ্ড’ল” ভারতে ইহার নাম “পুগী”। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোনটী যে অগ্রের অদ্যাপিও তাহার কোন নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। উভয়েই দেবতাদিগের উপাসনার সময় ব্যবহৃত ও পুরোহিতদ্বারাই বাদিত হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভারতে নাসিকাদ্বারাই নিনাদিত হইত, এখনও হইতেছে; কারণ তখন এই সংস্কার ছিল যে, যে যন্ত্র অপর সাধারণ লোকেরা মুখে বাজাইত, তাহা পূজ্যপাদব্রাহ্মণদ্বারা মেরুপে ব্যবহৃত হইত না, ব্রাহ্মণেরা সেই জন্ত তাহা নাসিকায়ই বাজাইতেন, মুখদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সোসাইটী দ্বীপে ও ফিজি আইলণ্ডেও ইহা নাসিকায় বাদিত হইত, ভারতের এপ্রথা যে কিরূপে উক্ত দূরবর্তী দ্বীপে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে সমস্ত যন্ত্রে একনল, দ্বিনল ও তাহাদের বিভিন্ন-প্রকার-ভেদ এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষ্যপ্রসর হইয়া আসিতেছে—এ সকল সম্বন্ধে সম্মান সম্পর্কে অন্যান্য দেশপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হইয়াছে—বস্তুতঃ প্রকৃত ইতি-

হাসের অভাবে ও প্রকৃত কাল নির্ণয়ের অস্থিরতাবশতঃ এরূপ নানা মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সর্বদেশীয় ফুংকার যন্ত্রের মধ্যে একটি যন্ত্রের নিমিত্ত আমাদের ভারত উন্নততম চুড়ায় অধিরোধ করিয়াছে। সেটি ভারতের চিরকালের গৌরবের এবং নিজের ধন। তাহা অধুনাতন ন্যাসতরঙ্গ নামে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে তাহার নাম উপাঙ্গ ছিল—

“অঙ্গদেশমাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠিত্য জায়তে।

উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিতঃ ॥”

এই অতি প্রাচীন সংস্কৃত পদ্য আমাদের উক্ত বাক্য সপ্রমাণ করিতেছে।

আনন্দ-যন্ত্র ।

চোলক, চোল, মৃদঙ্গ, তলমৃদঙ্গ বা তব্লা, খোল, ঢকা, কাড়া, নাগরা, দামামা, জগবাম্প, ডমরু, ডুক্‌ডুকি, টিকারা, তাসা, খঞ্জনী, ডম্ফ, হুড়কা, ঘুটরু, ঘোষযন্ত্র খোন্দা, মাদল, জোড়ঘাই, এইগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারও সভ্য ও গ্রাম্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিশদ করিবার নিমিত্ত নিম্নে তাহাদের এক তালিকা দেওয়া গেল;—

সভ্য	বাহির্দেশিক	সামরিক	গ্রাম্য	মাজল্য
মৃদঙ্গ	ঢকা	জগবাম্প	ডুক্‌ডুকি	টিকারা

তব্লা	ঢোল	ঢকা	খোদক	কাড়া
ঢোলক	নবৎ	তাসা	মাদল	নাগরা
	নাগরা	কাড়া	জোড়মাই	ডম্ফ
		দামামা	খঞ্জনী	খোল
			ডমক	
			হড়কা	
			ঘুটক	

ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলই অনুগত সিদ্ধ বাদ্য—গান ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদিত এবং কতকগুলি আবার পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে শুদ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেখানে নৃত্য বা গান কিছুই সঙ্গে যোগ দিবার জ্ঞান বাদিত হয় না, অথচ বাজাইবার সময় কোন কোন বাদক বাজাইতে বাজাইতে আমোদে এত প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, সে স্বয়ংই নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন উপাদানের এক একটি খোল এবং তাহার এক অথবা দুই মুখই চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদন চর্ম্ম-রজ্জু অথবা চর্ম্মসূত্রে সংযত থাকে। এই শ্রেণীস্থ অনেক যন্ত্র অতি পূর্বকালে সমরস্থলে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি বা নামভেদে ও উপলক্ষভেদে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কোনটী আদি তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে এটী অবশ্যই স্বীকার্য্য কত সহস্র বৎসর অতীত হইল দেবাদিদেব মহাদেব ডমক যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক এক্ষণে প্রত্যেকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মৃদঙ্গ ।

ইহার বিষয় মৎপ্রণীত-মৃদঙ্গমঞ্জরী-গ্রন্থে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এই যন্ত্র সভ্যযন্ত্রশ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত। ইহা প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত হইত, সেইজন্য ইহার নাম মৃদঙ্গ* হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে ইহা মৃত্তিকাদ্বারা না হইয়া এক্ষণে কাষ্ঠের হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মৃত্তিকা-নির্মিত গুলিকে এক্ষণে সাধারণতঃ খোল বলিয়া থাকে। এই মৃদঙ্গের পারমিক নাম পাখওয়াজ, অর্থাৎ যাহা হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ নির্গত হয়। পুরাণে কথিত আছে, সত্যযুগে দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় ত্রিপুরা-স্বরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-পরিবেষ্টিতভাবে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যের আনুকূল্যজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা মৃদঙ্গের প্রথম সৃষ্টি করেন এবং গণাধিপ গজাননকে প্রথম উক্ত যন্ত্রে সমরবিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্য অনুমতি দেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি। কথিত আছে, সেই ত্রিপুরাবিজয়ের সময় ত্রিপুরাস্বর-বধের পর তাহার রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল ভিজিয়া কর্দমান্ত হয়, ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং সেই অশ্বরের চর্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরা-নিচয়ে বেষ্টিত করিয়া এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন।†

* মৃৎ মৃত্তিকা অঙ্গং অঙ্গভূতং যস্য তৎ ।

এই শব্দের অর্থ—মৃত্তিকা যাহার অঙ্গভূত হইয়াছে।

† ইহার অন্যান্য বিষয় মৎপ্রণীত মৃদঙ্গমঞ্জরীগ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।

এই মৃদঙ্গযন্ত্র অনেক দিন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন ইহাকে সচরাচর খদির, রক্তচন্দন, গাস্তার, পনস প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে খদিরনির্মিত মৃদঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চন্দনকাষ্ঠনির্মিত মৃদঙ্গের ধ্বনি অতীব গম্ভীর ও স্বমধুর হয়। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত ও যন্ত্রনির্মাণোপযোগী কাষ্ঠের দল দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত। মৃদঙ্গের বামমুখ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ব্যাস-বিশিষ্ট এবং দক্ষিণ মুখ বাম অপেক্ষা এক বা অর্দ্ধাঙ্গুলি ন্যূন। যন্ত্রের মধ্যদেশ পৃথুল। এই যন্ত্রের আচ্ছাদনী চর্মসূত্রদ্বারা আবদ্ধ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার আটটি গুল্ম সেই চর্ম রজ্জুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এই গুল্মগুলি হস্তদন্তের অথবা কাষ্ঠের হয়। ইহার স্বর-বন্ধনের প্রধান উপযোগী। মৃদঙ্গের দক্ষিণমুখ কৃষ্ণখরলিযুক্ত করা হয়*। এবং বামমুখ শুদ্ধ চর্মাচ্ছাদনীতে আবৃত থাকে। বাজাইবার সময় বাদকগণ সেই আচ্ছাদনীর উপর ময়দা লেপন করিয়া লন। এই যন্ত্র বাজাইতে হইলে খরলিযুক্ত মুখটি দক্ষিণ হস্তের দিকে আর ময়দা লেপন বিশিষ্ট মুখটি বাম দিকে প্রায়ই থাকে, কোন কোন বাদক ইহার বৈপরীত্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু যন্ত্রটি ক্রোড়ে রাখিয়া বাজাইবার সময়ে দুই মুখে দুই হস্তই ব্যবহার করিতে হয়।

* ভস্ম, গিরিনাটী, অন্ন, কেন্দুক অর্থাৎ গাব, চিপটিক অর্থাৎ চিড়ে দিশা খরলি প্রস্তুত করিতে হয়।

এই যুদ্ধ যখন প্রথমে যুদ্ধিকাদ্বারাই নির্মিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংকীৰ্ত্তনের সময়ই সমধিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনাতন কাষ্ঠের যুদ্ধ সভ্যযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা ক্রপদাদি গীতের সঙ্গেই প্রায় সচরাচর বাদিত হইয়া থাকে—কিন্তু পূজার সময় বিশেষ্বরের মন্দিরেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢোলক ।

এই যন্ত্রটি সভ্য ও বাহির্দ্বারিক উভয়ই। ঢোলক শব্দটি প্রাকৃত, ইহার কোষ কাষ্ঠদ্বারাই সচরাচর নির্মিত হইয়া থাকে, এবং মধ্যস্থল যুদ্ধের ণায় উত্তান ও দুই মুখ পাতলাচর্মদ্বারা আবৃত হয়। সেই দুই খানি চর্ম রজ্জুদ্বারা অগোচরিত্ব ভাবে আবদ্ধ। স্বরের তারতম্যের জন্য আবশ্যকমত সেই সকল রজ্জুকে নূনাধিক দৃঢ় সংযত করা যায়। সেই সকল রজ্জুতে লৌহ, পিত্তল ও রৌপ্যের অঙ্গুরীয়ক (কড়া) আবদ্ধ থাকে, তাহাদের অবস্থানভেদে রজ্জু সকলের বন্ধন-দৃঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার দুই মুখ প্রায় সচরাচর সমান ব্যাস-বিশিষ্ট হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ইহার বাদনক্রিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া দুই হস্তদ্বারাই সম্পাদিত হয়। যুদ্ধের ণায় বাজাইবার সময় ইহার খরলি-শূন্যমুখে ময়দা লেপিত হয় না।

এই যন্ত্র কিছু পূর্বে হাক্ আক্ড়াইতে এবং এখন যাত্রা,

পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রাম্যালোকেরা বাহুলীনযন্ত্রের সঙ্গে বিপণি প্রভৃতি স্থলেও ব্যবহার করে। ঢোলকের অনুরূপ যন্ত্র লিভিয়া, এসিরিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বে ব্যবহৃত হইত এবং আধুনিক পারস্য প্রভৃতি স্থানে এখনও লক্ষিত হয়।

—
তব্‌লা বা তল-মৃদঙ্গ ।

এই যন্ত্রটি মভ্য। ইহা দুইটি—বামক ও দক্ষিণক, মচরাচর যাহাদিগকে বাঁয়া ও ডাইনে বলিয়া থাকে। ইহার উভয়ই একত্রে, কখন কখন বা শুদ্ধ বামকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদস্বরে বদ্ধ থাকে বলিয়া বামককে সময়ে সময়ে তাল দিবার জন্য লোকে ব্যবহার করে। দক্ষিণকের পক্ষে সেরূপ হয় না। তাহা একস্বরে আবদ্ধ থাকে। তব্‌লার এক মুখে কেবল চর্ম্মাচ্ছাদ্‌নো আবদ্ধ থাকে। তবলা এই একই সংজ্ঞায় আসি-রিয়াদেশেও প্রচলিত ছিল।

—
ঢোল ।

ইহা গ্রাম্য ও বাহির্বীক যন্ত্র। ইহার আকার অবিকল ঢোলকের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু বড়। ইহারও বাঁয়া মুখে খরলি থাকে। কিন্তু দুই হস্ত না দিয়া এক হস্ত আর এক-হস্ত-ধৃত-দণ্ডদ্বারা এই যন্ত্রকে বাজান হয়। বাজাইবার সময় ইহা রজ্জুদ্বারা গলদেশে ঝুলান থাকে। এই যন্ত্র বিবাহ ও পূজা প্রভৃতি উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র কাংসিকা। বোধ হয় ঢোল যন্ত্র কালে পরিণত হইয়া ঢোলক হইয়া থাকিবে।

ঢকা ।

এই যন্ত্রটি বাহির্দারিক । ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অতি প্রাচীন যন্ত্র । এমন কি এই যন্ত্র ত্রেতাযুগে রামরাবণের যোঁর যুদ্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহার দক্ষিণমুখে দুইটি দণ্ড দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র আমাদের দেশে চড়কের ও সকল শক্তিপূজার সময় ব্যবহৃত হয় । ইহার আনুষঙ্গিকবাদ্য কাংসিয়কা । ঢকা যন্ত্র পক্ষীর পালক চুড়ায় স্ত্রশোভিত থাকে । এই যন্ত্রটি ভারতবর্ষেরই বলিলে বড় অভুক্তি হয় না । কারণ অদ্যাবধি যন্ত্রের যত চিত্র, যত প্রতিমূর্তি নানাদেশে আবিস্কৃত হইয়াছে—ইহার প্রতিক্রিয়া কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই । কেবল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিসরদেশীয় ধ্বংসাবশিষ্ট থিবিনের কোন স্থল উৎখাদিত করিয়া এরূপ একটি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল ।

কাড়া ।

এই যন্ত্রেরও এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে । ইহাকে গলায় ঝুলাইয়া দণ্ডদ্বারা বাজাইতে হয় । ইহার মুখ পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত । ইহা একটি বাহির্দারিক যন্ত্র, পূর্বকালে রাজাদের বহির্গমন ও যুদ্ধ সময়ে ইহা বাদিত হইত । অধুনা পূজার সময় জগবান্স প্রভৃতি অত্যন্ত আনন্দ যন্ত্রের সহিত ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

নাগ্ৰা ।

এই যন্ত্র দ্বিবিধ—ক্ষুদ্রনাগ্ৰা ও মহানাগ্ৰা । এ উভয়ই বাহির্দারিক যন্ত্র, উভয়ই মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত । ক্ষুদ্রনাগ্ৰা দেখিতে একটী গোলাকারের অর্দ্ধাংশ । ইহার এক মুখে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা কতগুলি চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে । সেই সকল চর্ম্মরজ্জু আবার পশ্চাৎ দিকে একটী চর্ম্মবেষ্টনে আবদ্ধ । শোভার জন্য এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ ও অশ্বকেশ চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে । এই যন্ত্র গলায় ধৃত হইয়া দণ্ড দ্বারা বাদিত হয় । ইহার ব্যবহার সর্বদা কাড়া যন্ত্রের সঙ্গে হইয়া থাকে । এই যন্ত্রে যখন পক্ষি-পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে যে, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । অতি পূর্বকালে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল । কিন্তু এখন রাজাদিগের বহির্গমন, পূজা ও বিবাহাদিতে ইহার সমধিক প্রচলন ।

মহানাগ্ৰা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর । এবং পশ্চাদ্ভাগে ক্রমে কোণাকার হইয়াছে । ইহা দুইটী—বাম ও দক্ষিণ । আকারগত অন্যান্য বিষয়ে ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রের ন্যায় । এই মহানাগ্ৰা টিকারা-নামক আর একটী যন্ত্রের সঙ্গে নৌবতে ব্যবহৃত হয় । বাদনক্রিয়া ভূমিতে রাখিয়াই দুইটী দণ্ডদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । পূর্ব জয়রাজাদিগের গৃহপ্রত্যাগমন কালে উক্ত, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত হইত, কিন্তু এক্ষণে বিবাহাদিতেও ইহা বাজাইয়া থাকে ।

জগন্ম্প ।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক । ইহা পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়, পূর্বে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল । ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্ম-রজ্জু বা ডুরিদ্বারা সম্বন্ধ থাকে । ইহার কোষ মৃত্তিকা নির্মিত । এই যন্ত্রকে গলায় এবং সম্মুখে রাখিয়া সচরাচর লোকেরা বাজাইয়া থাকে । এই যন্ত্র তামা নামক একটি যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।

তামা ।

এই যন্ত্রটিও বাহির্দ্বারিক । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহা জগন্ম্প যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হইয়া থাকে । স্ততরাং যে যে উপলক্ষে জগন্ম্প, সেই সেই উপলক্ষে এই যন্ত্রকে বাজান যায় । ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী কিঞ্চিৎ স্থূল অর্থাৎ মোটা । ইহার আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ।

দামায়া ।

ইহার আর একটি নাম দগড়া । ইহা দেখিতে টিকারার ন্যায়, কিন্তু ইহার মুখ প্রশস্ততর, তাহা চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আচ্ছন্ন । ইহার কোষও মৃত্তিকানির্মিত । এই যন্ত্রও দুইটি দণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । পূর্বে এই যন্ত্র যুদ্ধযন্ত্র ছিল । এই যন্ত্রের সঙ্গেও টিকারা বাদিত হয় । কিন্তু এখন বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার ব্যবহার হয় ।

টিকারা।

এই যন্ত্র বাহির্দারিক। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী, ডুরি বা চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে, অপর মুখ কোণাকৃতি। সেই মুখে চর্ম্মবেস্টনদ্বারা উক্ত ডুরি বা চর্ম্মরজ্জু সকল আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র মহানাগ্রার সহিত নৌবতে ভূমিতে রাখিয়া দুইটি দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়, নাগ্রা যন্ত্রের ঞায় বিবাহাদি উপলক্ষে হস্তী বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাখিয়া উহাকে বাজান হইয়া থাকে। ইহার আকার মহানাগ্রার ঞায় বৃহৎ। ইহার কোষও মৃত্তিকানির্মিত।

জোড়ষাই!

এই যন্ত্রও বাহির্দারিক। ইহা ঢোলের উপর একটি ক্ষুদ্র ঢোল যোজিত মাত্র। উভয়েই বাদিত হয়, ক্ষুদ্রতরে উচ্চস্বর একং বৃহত্তরে নিম্নস্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদের দুই মুখ এবং দুই মুখই চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত—চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্মরজ্জু ও ডুরিদ্বারা আবদ্ধ এবং তাহাতে কড়া যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ঝুলাইয়া বামমুখে দণ্ডদ্বারা এবং দক্ষিণমুখে হস্তদ্বারা দামামা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয়। ইহার বাম মুখ অপেক্ষা দক্ষিণ মুখে উচ্চস্বর নিনাদিত হইয়া থাকে।

খোরদক ।

এই যন্ত্র বাহির্দারিক এবং দুইটি — বাম ও দক্ষিণ — বাম অপেক্ষা দক্ষিণের মুখ স্বল্পতর প্রশস্ত । ইহাদের মুখ একটা মাত্র এবং চৰ্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত । বাম মুখের মধ্যস্থলে ক্ষীরণ লেপিত থাকে । দক্ষিণটিকে অধিক তীব্রস্বর করিবার নিমিত্ত রজ্জু যোজনার একটু বিশিষ্টতা আছে । ইহা কেবল রৌশনচৌকি বাদ্যের সহিত তাল দিবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ।

ডমরু ।

এই যন্ত্রটি গ্রাম্যযন্ত্র-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত । কিন্তু অতি পূর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের অতি প্রিয়তম যন্ত্র ছিল । ইহা আকারে অতি ক্ষুদ্র দুই মুখেই চৰ্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত । এই যন্ত্রের মধ্য ভাগ সঙ্কীর্ণ, সেই স্থান হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির মধ্যস্থলে রাখিয়া নাড়িলে ইহার দুই দিকে যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ দুইটি মীসক গুটিকা থাকে, চৰ্ম্মাচ্ছাদনীর উপর তাহাদের আঘাত লাগিলে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয় । এই যন্ত্রকে সচরাচর লোকে ডুকুড়কি বলে, সর্প ও বানর ব্যবসায়ীরা ইহার সমধিক ব্যবহার করিয়া থাকে । এই যন্ত্র প্রায় আসিয়াস্থ এবং আফ্রিকাস্থ প্রাচীন দেশ মাত্রেই এখনও সময়ে সময়ে দুই একটি দেখা যায় ।

আনন্দ যন্ত্র ।

প্রচলিত সমুদয় আনন্দ যন্ত্র বিবৃত হইল । এতদ্ভিন্ন আরও অনেক যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল উপলক্ষ্যাবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; তাহাদের নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । পূর্বের অগাধ্য প্রাচীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মানবমণ্ডলীর সঙ্গে দেবতা ও অপদরাঃ প্রভৃতির সংপ্রীত ছিল । যুদ্ধের জয়ের সময় আর তাহার সাহায্য অথবা অভিনন্দন করিবার জন্য নানাপ্রকার বাদ্য বাদন করা হইত, সেই সকল বাদ্যের মধ্যে ছন্দুভিই অধিক প্রশস্ত । পূর্বকালে যুদ্ধ সময়ে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত, কিন্তু এখন সে সকল যুদ্ধের কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর আবশ্যক হয় না । কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন অগাধ্য উপলক্ষে ও নামান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অধুনাতন যে সকল আনন্দ যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় ঈষৎ রূপান্তরভেদে আসিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হইতেছে । আমাদের দেশের মৃদঙ্গ, ঢোলক ও খোল প্রভৃতির ন্যায় সিংহল দ্বীপের বেরি বা ভেরী মিসর দেশে ব্যবহৃত হয় । কেহ কেহ বলেন, একরূপ যন্ত্র আসিরিয়া দেশেও এককালে প্রচলিত ছিল । মিসর ও আসিরিয়াদেশীয় যন্ত্রে মৃদঙ্গের ন্যায় গুল্লোর ব্যবহার ছিল । সকলেই স্বীকার করেন যে মৈসর ও আসিরীয়দের ন্যায় ইহুদীদেরও নানা প্রকার আনন্দ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ডোব্‌ই অধিক প্রসিদ্ধ । মৈসর ডোফ, আরবীয় দারা বুখ ও আমাদের ডঙ্ক

একই সামগ্রী । আমাদের ডম্ফের স্থায় উক্ত ডোফ্ যন্ত্র কোন বাহির্দ্বারিক আনন্দ সমারোহ উপলক্ষে নারীগণ কর্তৃকই বাদিত হইত । বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ মিরিয়াম্ ইহার সমধিক ব্যবহার করিতেন—কেরোয়ার সৈন্তগণ যখন বিনফট হয়, তখন তিনি অগাধ ইশ্রাএল্ রমণীদিগের সহিত ইহা বাজাইতে বাজাইতে আনন্দ গান করিয়াছিলেন । জেপ্‌থারজুইডা ইহা বাজাইয়া তাঁহার পিতাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন ।

সকল দেশেই আনন্দ যন্ত্রের স্থিতি যে কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না । পৃথিবীর মধ্যে এখনও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহাদিগের নিকট কোনরূপ সঙ্গীত যন্ত্রই পরিচিত নাই । যদি তাহাদের কখন কখন কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে তাল দিবার জন্য কোন সামগ্রীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে করতালি বা কোন ছুই কাষ্ঠ খণ্ডের পরস্পর আঘাতে সে কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । আবার অধুনাতন এমন অনেকগুলি অসভ্য জাতি আছে, যাহারা ঢোলক ইত্যাদি আনন্দ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে ।

ঘন-যন্ত্র ।

সপ্তশরাব, মন্দিরা, ঘটতালী (খট্‌তাল্), করতালী, রাম-করতালী, ঘণ্টা, কাঁসর, ঘড়ি, বাঁজর (Gaung), ঘুন্টিকা (ঘুমুর), নপুর ।

ইহারাও পূর্বোক্ত যন্ত্র সকলের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহারাও সভ্য, গ্রাম্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা প্রায় সকলই কোন ধাতব পদার্থে নির্মিত। সময়ে সময়ে কাচ স্থিতিস্থাপকগুণোপেত ও স্বরোদগমনোপযোগী বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী কাচেরও হইয়া থাকে। ইহারা যে কোন সময়ে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, তবে এটা অবশ্যই স্বীকর্তব্য যে ধাতুর আবিষ্কারের পরই ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। সভ্যতার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সমুদায় ধাতুর অগ্রে লৌহের আবিষ্কার হয়। সুতরাং প্রথমতঃ যে সকল ঘন-যন্ত্র নির্মিত হয়, তাহার লৌহেরই হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সমুদয় যন্ত্রের সাধারণ নাম ঘন অর্থাৎ লৌহ। পরে অন্যান্য ধাতুর আবিষ্কারের পর যখন লোকে যে সকল ধাতুকে উপযোগী দেখিল, সেই সকল দ্বারা এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়ই মাস্কল্য ক্রিয়া, জ্ঞাত ও অন্যান্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেবল মন্দিরা, ঘটতালী ও করতালী এই কয়টা অনুগতসিদ্ধ। মণ্ডশরাব ইহাদের মধ্যে মর্বোৎকৃষ্ট ও ত্রিতলী প্রভৃতির ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র। এই শ্রেণীস্থ অনেক গুলি পরস্পর আঘাতে বা কোন যন্ত্রের অথবা মৃদঙ্গের আঘাতে বাদিত হইয়া থাকে। বাহা হউক, এখানে সকলই ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

ঝঞ্জা বা ঝাঁজর ।

এই যন্ত্র বোধ হয় সমুদয় ঘন যন্ত্রের আদি হইবে । কারণ এই যন্ত্রই প্রথমে লৌহের হইত, এখনও এরূপ লৌহ নির্মিত যন্ত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । আরও, যখন এই যন্ত্রের সমস্ত কোন বিশেষ নাম নাই, কেবল ইহাদ্বারা যে শব্দ নির্মানিত হয়, সেই শব্দেই ইহার নাম হইয়াছে, তখন ইহা যে প্রাচীনতম, তদ্বিষয়ে অনুমানও সন্দেহ নাই । কারণ, অতি পূর্বকালে যখন ভাষার তত পরিপুষ্টি হয় নাই এবং সেইজন্য প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ নাম হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই সময় এইরূপ যন্ত্রের স্রষ্টি হইয়া থাকিবে । যেহেতু ‘ঝাজর’ এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, যে যন্ত্র ‘ঝাজা’ ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে । * ইহাকে চণ্ডিত কথায় ঝাঁজর বলে । ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল এবং মধ্যভাগ ঈষৎ ন্যূন, সেইখানেই আঘাত করা হয় । পূর্বকালে দূরাল্পানের জন্য অথবা কোন সংবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত রাজারা ব্যবহার করিতেন । এখন মঙ্গল কার্যের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয় । ইহাকে ইংল্যান্ডেরা ঘণ্ড বলে । আশ্চর্যের বিষয় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশে এই যন্ত্র ঘণ্ড নামে প্রসিদ্ধ ।

সস্ত-শরাব ।

ইহা আমাদের দেশের অতি পুরাতন যন্ত্র । ইউরোপীয় হাশ্মগিকা যন্ত্রের সদৃশ । পূর্বের সাতখানি শরাবকে যথোচিত

* ঝাজা ইতি ঝাতি যৎ তৎ ।

ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজান হইত । এইগুলি পূর্বের প্রসিদ্ধ মূল সপ্তস্বরানুসারে গণিত হইয়াছিল । অধুনাতন সময়েও ঐরূপ যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় । এখন অধিক সংখ্যায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই যন্ত্রই নানা দেশে নানা প্রকারের দৃষ্ট হয় ।—ইউরোপে কাচে, চীনদেশে ও বুদ্ধ দেশে স্থিতি স্থাপকগুণোপেত কাষ্ঠে নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই শেমোক্তাদিগের আকার অনেকটা নৌকার ন্যায় । ঐরূপ যন্ত্র কাংস প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুরও হইতে পারে । এ যন্ত্র আসিয়ার অন্যান্য দেশেও দৃষ্ট হয় ।

গ্রাম্য যন্ত্র ।—ঘট্টতালী, করতালী প্রভৃতি যন্ত্র সকলের চলিত সংজ্ঞা ঘটতালী ।

হুপ্তর ।

ইহা একটা অলঙ্কার স্বরূপ । ইহা পায়ে পরিধান করিয়া তালে তালে বাদিত হইয়া থাকে । নৃত্যের সময়েই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ।

ঘড়ি ।

এই যন্ত্র পূর্বের লোহের হইত, অধুনা কাংসের হইয়া থাকে । ইহার আকার গোল ও সমতল । দূরাহ্বান, সংবাদ সূচনা ও সময় নিরূপণের জন্য পূজার সময়, মাস্তুল্য ত্রিমা, ও রাজাদিগের সমারোহে বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার

ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মুদ্রারদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে প্রাচীন রাজবংশীয়দের গৃহে বালির অথবা জলের ঘড়ি আছে। পূর্বকালে যখন অধুনাতন কলের ঘড়ি নির্মিত হইত না, তখন কালনিরূপণের জন্য কোন এক নির্দিষ্ট আয়তনের বাটীতে বালুকা অথবা জল পূর্ণ করিয়া তাহার তলদেশে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখা হইত; সেই ছিদ্র দিয়া উক্ত জল বা বালুকারাশি সমুদয় নিপতিত হইতে যত সময় লাগিত, সেই পরিমিত সময়ের নাম এক দণ্ড এবং সেইটী সূচনার জন্য ঘড়িতে এক মুদ্রারাবাত করা হইত সেই জন্য এক দণ্ডকে এক ঘটিকাও বলিয়া থাকে। এখনো কোন কোন ধর্মীর বহির্দ্বারে এই রূপ জল-ঘড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতির এই যন্ত্রকে মাজল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরে না, কেবল সময় নিরূপণের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঐকতান-বাদন।

হিন্দু ঐকতান-বাদন।

কতকগুলি ভিন্নজাতীর যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বরসংযোগে এককালে বাজানকে ঐকতান-বাদন কহে। আমাদের দেশে “আগ্‌ড়াই বাদ্য” “নৌবত্” * ও “রৌসন-চৌকী” প্রভৃতি অনেক প্রকার বাদ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বরসংযোগ না থাকায়, তন্মধ্যে ঐকতান-বাদন মধ্যে সম্যক্রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যাবনিক নৌবত্ এবং রৌসন-চৌকীর বাদ্য সময়বিশেষে দূর হইতে শ্রবণ মধুর বটে, কিন্তু তাহা প্রায় এক স্বরগ্রামেই বাদিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে যদিও ভারতবর্ষে অধুনাতনের ন্যায় ঐকতান-বাদন ছিল না বটে, কিন্তু বিগেহরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এক প্রকার অবগত হওয়া যায়, তখন হিন্দু-ঐকতান-বাদন অসম্পূর্ণাবস্থায় ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব চারি হস্তে রুদ্রবীণা, ডগরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহাকে এক প্রকার ঐক-

* করা, হালি, ও বাহারি আজন্ম তোবারেখ ও পারস্য লোগদ গ্রন্থে লিখিত আছে, সেকেন্দার (Alexauder) বাদসাহ ‘নৌবত্’, ‘হুতি’ করেন।

তান-বাদন বলা অসম্ভব বোধ হয় না । রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরাপর পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র এককালে বাদিত হইত; সুতরাং তাহাকেও এক প্রকার ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা অযুক্ত নহে ।

ঐকতান-বাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক । অনাবৃত স্থানে বাজাইতে হইলে বৃহদাকার-যন্ত্রবহির্ভূত উচ্চ স্বর-সংযোগের আবশ্যকতা হয়, তাহা না হইলে ‘ফাঁক’ শোনায । গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এস্রার প্রভৃতির যোগে বাজান কর্তব্য, তাহা হইলেই স্মৃগিষ্ট লাগে । বাহির্দ্বারিক ঐকতান গৃহাভ্যন্তরে বাদিত হইলে অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে । বস্তুতঃ সঙ্গীত মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য মধুরতা ।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উল্লিখিত দুই প্রকার ঐকতান-বাদনই স্থূলরূপে ছিল । সময়ে সময়ে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র সমুদয়ের যুগপৎ বাদনক্রিয়া কিন্না উৎসবাদি উপলক্ষে অপরাপর যন্ত্র সকলের এক সাময়িক বাদ্যকে বাহির্দ্বারিক ঐকতান-বাদন বলা যাইতে পারে এবং রাজাদিগের ভবন মধ্যস্থ ক্ষুদ্রজাতীয় ভিন্নপ্রকার যন্ত্রসমূহের যুগপৎ বাদ্যকে আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা যায় । বিরাট পর্কের বিরাটরাজত্বহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল ।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—সভ্য ঐকতান এবং গ্রাম্য ঐকতান। রাজাদিগের সমরসংঘটনকালীন যুদ্ধযন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং উত্তরার সংগীতশালার গার্হস্থ্যযন্ত্র-নিচয়ের বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে সভ্য বাহির্দ্বারিক ও সভ্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলা যায়। এবং গ্রাম্য বিবাহাদি উপলক্ষে নানাজাতীয় যন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাবলম্বিগণের দেবালয়ে খোল, শৃঙ্গ, কর-তালাদির এককালীন বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক এবং গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন কহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবদিগের এককালীন যন্ত্র সমূহের বাদনকে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক ও গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।—নিরাজন-কীর্তন এবং নগর-কীর্তন তাহার দৃষ্টান্তস্বল।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ঐকতানবাদন সম্বন্ধে মিঃ প্রিন্সেপ্ সাহেবও কতক অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, “হিন্দুদিগের প্রাতঃরেকতান-বাদন (Morning Concert) মারিন্দা, চোতারা, শরৎ, দারা প্রভৃতি কতিপয় ততসঙ্গের সংযোগে বাদিত হইত।

যে সময় হইতে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় চর্চা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। যদিও তাহারা হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন,

তথাপি উক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক দুইপ্রকার ঐকতান-বাদনেরই ঐৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ ছিলেন । মুসলমান্ রাজাদের সময়ে ঐকতান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশবাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতনরূপ ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হইয়াছিল । নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে ;—

এচ্, ব্লুচম্যান্ সাহেব (H. Blochmann) বলেন, আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, সম্রাট্ আকবরের নাকারাগানা (Naqqarahkhanah) অর্থাৎ নাগারাশালায় ঐকতান-বাদনের জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত ।* যথা ;—

১। কুবর্গা (Kuwargah), ইহার সাধারণ নাম দামামা (Damamah). এই যন্ত্র অনূন আঠার যোড়া থাকিত এবং ইহার ধ্বনি অত্যন্ত গভীর ।

২। চল্লিশটি নাকারা (Naqqahrah) অর্থাৎ নাগারা ।

৩। চারিটি ডুহল (Duhul).

৪। অনূন চারিটি করণা (Karana or Karrana), এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অন্য কোন ধাতব পদার্থে নির্মিত ।

৫। ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্না (Surna), এই যন্ত্র নয়টি একত্রে বাদিত হইত ।

৬। ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং ইউরোপীয় নাকির (Nafir) যন্ত্র ।

৭। গোশৃঙ্গাকৃতি পিভলের শিং (Sing) অর্থাৎ শৃঙ্গ যন্ত্র।

৮। তিন ঘোড়া সাঁজ (Sanj) অর্থাৎ বৃহৎ করতাল।

পূর্বের রজনী আগমনের চারি ঘড়ির (ঘটিকার) পূর্বের ঐকতান বাদিত হইত এবং প্রভাত হইবার চারি ঘড়ির পূর্বেরও সেইরূপ বাজিত। কিন্তু আকবরের সময়ে সেরূপ না হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে প্রথমবার এবং প্রাতঃকালে দ্বিতীয় বার বাদিত হইত।

সূর্যোদয়ের এক ঘড়ি পূর্বের বাদকেরা সর্গা বাজাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে জাগাইত এবং ভানুদয়ের এক ঘড়ি পরে তাহার নাগারা যন্ত্র ব্যতীত কুবর্গা, করণা, নাফির এবং অপ-রাপর যন্ত্রসংযোগে মঙ্গলাচরণিক ঐকতান বাদন করিত। তদনন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার সর্গা বাজাইত। এক ঘণ্টার পর নাগারা বাদ্য আরম্ভ হইত, এবং সেই সঙ্গে বাদসাহের মঙ্গলসূচক অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রগুলি বাদিত হইত। আকবর শাহের সময় ঐকতান বাদন মুর্সালি, ইখ্লাতি, খোয়ারিজ্‌মাইত প্রভৃতি সাত প্রকারের ছিল। আকবর শাহ অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ উল্লিখিত ঐকতান বাদনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি স্বয়ং ঐকতান-বাদনের উন্নতির জন্য খোয়ারিজ্‌মাইত স্বরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আকবর শাহের নিকট অনেক ভাল ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদনক্রিয়ায় তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন।

এক্ষণে আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আমাদের আভ্যন্তরিক ঐকতানে যে কি কি যন্ত্র দিলে সুশ্রাব্য হয়, তাহার এ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থিরীকরণ হয় নাই; যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান প্রণালীটির এক্ষণে তরুণাবস্থা। যাহা হউক, সংগীত-প্রিয় দেশীয়গণের ক্রমিক উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীলতা থাকিলে আর কিছুকাল পরে ইহার আত্যন্তিক উন্নতি হইবে, তদ্বি-ময়ে সন্দেহমাত্র নাই।

এ দেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদন-প্রণালী মদীয় পূজ্য-পাদ অগ্রজ রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের যত্নে আমার পূজনীয় সংগীতগুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে সৃষ্ট হয়। উক্ত সঙ্গীত-পারদর্শী গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি ঐকতানিক গৎ প্রস্তুত করিয়া “ঐকতানিক সুরলিপি” নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদনসম্বন্ধে ঐ গ্রন্থখানি যে আদি এবং ঐকতান-বাদকমণ্ডলীর পথদর্শক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল, পাইকপাড়ার সুবিখ্যাত রাজা ৬প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের “বেল্গেছিয়া ভিলা” নামক উদ্যানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে এই ঐকতান একবার বাদিত হয়। একদা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর হালিডে

প্রাচ্যের উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শনার্থ আসিয়া উল্লিখিত
 একত্রিমের লিপিবদ্ধ গংগুলির বাদন শুনিয়া সবিশেষ আনন্দ
 প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশীয় ঐকতানে এক্ষণে টিনর্, ফ্লুট, ভায়লিন্-
 গার্মোন্ট, ডবলবাস, পিয়ানো, হার্মণিয়ম্ প্রভৃতি
 যন্ত্রাদি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় যন্ত্রের দ্বারা
 প্রস্তুত করিলে অধিকতর ভাল হইতে পারে।
 আমাদের যেরা যেমন তাঁহাদিগের ঐকতানে আমাদিগের
 যন্ত্রের ব্যবহার করেন না, সেইরূপ তাঁহাদের যন্ত্র লইয়া
 আমরাও ঐকতানের অঙ্গপুষ্টির কিছু আবশ্যকতা নাই—এ
 কথাই এ দেশীয় সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হইতে
 পারে। আমরা আমাদের নিজের ঐকতানে নিম্নলিখিত
 যন্ত্রাদি ব্যবহার করি। যথা ;—

- ১। { একটা বোড়া তারস্বরী এস্‌রার ।
 { এক বোড়া মধ্যস্বরী এস্‌রার ।
- ২। { একটি তারস্বরী কমর্চা ।
 { একটি মধ্যস্বরী কমর্চা ।
- ৩। { একটি তারস্বরী কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার)
 { একটি মধ্যস্বরী কচ্ছপী বীণা (ঐ)
- ৪। { একটি তারস্বরী বংশী ।
 { একটি মধ্যস্বরী বংশী ।
- ৫। { একটি তারস্বরী শরৎ ।
 { একটি মধ্যস্বরী শরৎ ।

- ৩। { একটি তারস্বরী রবাব ।
 { একটি মধ্যস্বরী রবাব ।
- ৭। { একটি তারস্বরী সারঙ্গী ।
 { একটি মধ্যস্বরী সারঙ্গী ।
- ৮। এক যোড়া খাদস্বরী নাদেশ্বর যন্ত্র ।
- ৯। একটি তান্পুরা ।
- ১০। একটি মৃদঙ্গ ।
- ১১। এক যোড়া খরতালী ।
- ১২। এক যোড়া মন্দিরা ।
- ১৩। একপ্রস্থ সপ্তশরাব ।
- ১৪। একটি মোচঙ্গ ।
- ১৫। একটি কলম ।

আসিরীয় ঐকতান-বাদন ।

আসিরীয় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের দ্বারা দেবপূজা এবং মঙ্গলকার্য্যে বিশেষরূপে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত । তত্তদদেশীয় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি এবং রাজা নেবুকাড্‌নেজ্জার (Nebuchadnezzar) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ নিৰ্ম্মিত বেল (Baal) দেবতার নিকট সমঙ্গীত অর্চনাদির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

“তখন একজন রাজদূত উচ্চৈশ্বরে কহিলেন, হে মানবগণ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুমির যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্রের, ঢাকা প্রভৃতি আনন্দ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন

যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণ করিবে, তখন মহারাজ নেবুকাড্নেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্তি বেল দেবতার নিকট সকলে প্রণত হইবে।”

(Dan. iii. 4, 5.)

উপরি উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমোদের জন্য রাজসভাতেও সঙ্গীতচর্চা করিতেন। যখন তখন গীতবাদ্যাদি না করিয়া, প্রত্যহ দিবাকাল কিম্বা অন্য কোন নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাদের সঙ্গীতালাপ হইত। কারণ, জানা গিয়াছে যে, মিদ্‌বংশীয় রাজা দরায়ুস্ (Darius the mead) যৎকালে ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল্ (Daniel)কে সিংহ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান-বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। (Dan. vi. 18) ; ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্র সকল বাদিত হইত।

যিহুদীয় ঐকতান-বাদন।

আসিরীয় এবং বাবিলীয়দিগের ন্যায় জেরুসালম রাজসভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত। অপরাপর রাজাদের অপেক্ষা দায়ুদ (David) এবং সলমন্ (Solomon) ভূপালদ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় গুপ্ত ঐকতান (Royal Private Concert) ছিল। (2 Sam. xix. 35.)

দায়ুদ-পুত্র সলমন্ পার্থিবভোগবিলাসিতার অসারতা ও

অস্থায়িতাসম্বন্ধে তদীয় গুপ্ত একতানের (Private Orchestra) উল্লেখ করিয়াছিলেন ;—তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে,
 “ আমি নানা প্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের আয় পুংগায়ক, স্ত্রীগায়িকা
 এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রব্যবসায়ীদিগের দ্বারা নানা- প্রকার আনন্দ
 পাইয়াছিলাম । ” (Eccles. ii. 8)

পারস্য একতান-বাদন ।

অধুনা পারস্যদেশে হার্প (Harp) যন্ত্র কচিৎ দেখা যায়
 বাটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্র সমূহের মধ্যে
 একটি উচ্চদের যন্ত্র ছিল। স্মার রবার্ট কারপোর্টার্
 (Sir Robert Ker Porter) কারমান্শা (Kermansha) নগরীর
 নিকটস্থ তাক্তিবোস্তা (Tackt-i-Bostan) পর্বতে এতৎসম-
 দ্বীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্তি প্রাপ্ত হন। এইরূপ
 কথিত আছে, ছয়শত খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্যদেশীয় রাজা
 খস্রু পূর্ভিজ (Khosroo Purviz) সেইগুলি স্থাপন করি-
 যাছিলেন। উল্লিখিত মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি মূর্তি দুইট
 উন্নত খিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়দিগের খোদিত প্রাতি-
 মূর্তির আয় আর কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে হার্প যন্ত্র
 বাজাইতেছে। বন্টিং (Bunting) সাহেবও পারস্যদেশীয় বীণৈক-
 তান বাদন (Harp-concert) সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন।

Bunting's Historical and Critical Dissertation on the
 Harps in his “ General Collection of the Ancient Music of
 Ireland. ”

উপরে কথিত হইল, খৃষ্ট ছয় শতাব্দীতে পারস্য দেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। অপিচ আর একটি খোদিত মূর্তি ব্যাগপাইপ বাজাইতেছে, ইহাও ঐ সকল উপরিউক্ত প্রতী-
মূর্তির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্ভূত
শাস্ত্রে ব্যাগ্-পাইপের নাগবদ্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ আছে।
আসিরীয়, হিব্রু, রোমক এবং গ্রীক্ জাতিরাও এই যন্ত্র
অবগত ছিল, কিন্তু প্রাচীন মৈসরদের মধ্যে ইহা ছিল কি না,
তাহা এপর্যন্ত জানা যায় নাই।

মৈসর ঐকতান-বাদন।

হিরোদতস্ (Herodotus) প্লেতো (Plato) দ্যরোদরস্
(Diodorus) সিক্যুলাম্ (Siculus) এবং স্ত্রাবো (Strabo)
ইহারা সকলেই মিসর দেশ দর্শন করেন এবং তথাকার
ঐকতান সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া যান। হিরোদতস্ এবং
স্ত্রাবোর মিসর দর্শনের প্রায় ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে তথায়
ধর্ম-সম্প্রদায় এবং বিলাস-সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল।

হিরোদতস্ (জন্ম বৎসর ৪৮৪ খৃঃ পূর্বাব্দ) বলেন যে,
মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্বাহসমূহের মধ্যে
বুবাস্তিস্ (Bubastis) নগরে দায়ানা (Diana) দেবীর পূজার্থ
মেলা হইত। ঐ মেলাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৌকারোহণ
করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং সেই সময়ে কতকগুলি
পুরুষ বংশী এবং কতকগুলি রমণী ক্ষুদ্র ঢকা যুগপৎ বাজাইত।

অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দসূচক-
ভাবে ভঙ্গি প্রকাশ করিত ।

অধিকন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা হার্প, তাম্বুরা, ফ্লুট প্রভৃতি
যন্ত্রসংযোগে ঐকতান-বাদন অবগত ছিল । এতৎসম্বন্ধীয় একটি
খোদিত দৃশ্য বার্লিন (Berlin) এবং লিডেন (Lyden) নগ-
রের চিত্রশালায় আছে । লেপসিয়স্ (Lepsius) সাহেব
বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী দ্বারাও
ঐকতান বাদন করিত । (Lepsius's Egyptian Antiquities)
বংশী-ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের
তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । লেপ্সিয়সের মতে
উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্বের হইবে ।



সমাপ্ত ।

পরিশিষ্ট ।

ভারতবর্ষের যে সকল তত শুঘির, আনন্দ ও ঘন-যন্ত্রের প্রচলন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় যন্ত্রকোষের মূল মধ্যে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লুপ্ত, প্রাচীন ও কতকগুলি প্রচলিত যন্ত্রের এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দেশের বাদ্য-যন্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতদূর দৃঢ়তর অনুসন্ধানব্বারা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে ।

(আভিধানিক বর্ণানুসারে লিখিত ।)

অ

অংক্লঙ্গ্ (ANGKLUNG, a wind instrument of Javanese,)

এক প্রকার গ্রাম্য শুঘির যন্ত্র এবং ইহা কতকগুলি বংশনলে নির্মিত । যাবা দ্বীপের পশ্চিমস্থ পার্ব-
তীয় জাতীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে । উক্ত দ্বীপ
বাগিগণের যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটি অধিক
পুরাতন ।

অক্টাৰ্ড্ বা অক্টাৰ্ডি (OCTACHORD or OCTA-
CHORDE, an instrument of music composed of eight
sounds) অষ্টস্বরসম্বিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ ।

অক্টাকর্ডম্ (OCTACHORDUM, the Pythagorian lyre)

পিথাগোরীয় বীণা যন্ত্র ।

অক্টেভ্ ফ্লুট্ (OCTAVE FLUTE, a small wind instru-

ment) একপ্রকার ক্ষুদ্র শুষির যন্ত্র । ইহা মধ্য-সপ্তকে না বাজিয়া উচ্চ-সপ্তকে বাদিত হয় । ইহাকে ফ্লুট্ আবেক্ (Flute a bec)ও বলে ।

অক্সফিয়র্ন (OXPHEORN, a stringed instrument) একপ্র-

কার ততযন্ত্র । ইহার অবয়ব পাণ্ডোরার (Pandora) ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ।

অগদ (AGADA, an Egyptian and Abyssinian wind instru-

ment) মৈসর এবং আবিসিনিয় জাতিদের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

অগাধপল (AUGADHAPALA, an ancient Hindoo ins-

trument of percussion) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনন্দযন্ত্র-বিশেষ ।

অজকাক্সলি (AJACAXTLI, a Mexican ancient musical

instrument) মেক্সিকোদেশীয় প্রাচীন নর্তকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত । ইহার আকার প্রভৃতি প্রায় শিশুদিগের খুন্ঝুনির ন্যায় ।

অঞ্জিলিক্ (ANGELIQUE, a stringed instrument) এক

প্রকার ততযন্ত্র । কচ্ (Koch) সাহেবের মতে প্রাচীন কালে ইংলণ্ড দেশে এই যন্ত্র সচরাচর দৃষ্ট হইত ।

অপল্লন (APOLLON, a stringed instrument set with

twenty strings) ল্যুটজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ এবং ইহাতে কুড়িটি তার যোজিত থাকে । ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এম্ প্রম্প্ট্ সাহেব (M. Prompt) এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন ।

অপল্লনিয়ন্ (APOLLONION) জে, এচ্. ভলার সাহেবের (J. H. Voller) মতে একটি প্রসিদ্ধ বাদ্য যন্ত্র ।

অফেন্ ফ্লোট্ (OFEN FLOTE, a wind instrument) একটি শুষির যন্ত্র ।

অমতি (AMATI, a stringed instrument of violin kinds) একপ্রকার ততযন্ত্র । অমতি (Amati) নামক এক জন বাহুলীনযন্ত্রনিৰ্মাতা আপনার নামে এই যন্ত্রটি স্থাপ্তি করেন । ইহার অবয়ব ভায়োলিন্ বা ভায়োলিন্সেলোর স্থায় ।

অমৃত (OMRITO, a very ancient musical instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি অতি প্রাচীন বাদ্য যন্ত্র । (see রবণ)

অর্গ্যান্ (ORGAN, a remarkable and well esteemed musical instrument generally used in churches) একটি সুবিখ্যাত এবং অত্যন্ত আদৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । ইহা সচরাচর ধর্ম মন্দিরাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অর্গ্যানেটো (ORGANETTO)
অর্গ্যানো (ORGANO) } ছোট অর্গ্যানকে কহে ।

অর্চেষ্ট্রিয়ন্ (ORCHESTRION) ড্রেস্‌ডেন্‌ নগরবাসী এফ্‌, এফ্‌, কফ্‌মান্‌ (F. F. Kaufman) সাহেবের নিৰ্ম্মিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রে উগ্র এবং মৃদু স্বর উভয়ই উদ্গত হয়। বিশেষতঃ এই যন্ত্রের আর একটি গুণ এই যে, পূর্ণ ঐকতানের (Full concert) ধ্বনি সমষ্টি ইহার দ্বারা অনুকৃত হইতে পারে।

অর্ফি' অরিয়ন্‌ (ORPHEOREON, a stringed instrument) ধাতুনিৰ্ম্মিত অষ্টতারবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অর্ফিকা (ORPHICA, a small and ancient clavier stringed instrument) কুঞ্জিকাযুক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন ততযন্ত্র। বালকেরা ক্রীড়াকালে এই যন্ত্র ব্যবহার করিত।

অর্ফিয়ন্‌ (ORPHEON, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র।

অলস্‌ (AULOS, an ancient flute) একটি প্রাচীন শুবির যন্ত্র।

অল্টজীজ (ALT GEIGE) মধ্যস্বরী বাহুলীন যন্ত্র।

অল্ট ফ্লুট (ALT FLUTE) মধ্যস্বরী শুবির যন্ত্র।

অল্টম্বর (ALTAMBOR, a drum) স্প্যানিয়াড্‌ জাতির ঢকার আয় আনকবন্ত্রবিশেষ।

অসস্র (ASOSRA, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ।
(see schatzotzerooth)

অস্করম্‌ (ASCARUM, a stringed instrument) ওয়াল্‌থার্ন সাহেবের মতে (Walthern) মতে ইহা দীর্ঘ-চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অস্কারস্ (ASCARAS, a stringed instrument) ততযন্ত্র
বিশেষ । (see অস্কারস্)

অস্কারস্ ন্যাগেল্ (ASCARUS NAGGALE, an ancient
Greek instrument of percussion) প্রাচীন গ্রীকদিগের
আনন্দযন্ত্রবিশেষ ।

অস্কেলস্ (ASKAULOS, an ancient Grecian wind instru-
ment) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

আ

আকর্ডিয়ন্ (ACCORDION, a keyed instrument like
Organetto) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র এবং দেখিতে কতকটা
ছোট অর্গানের ন্যায় । এই যন্ত্রের ইস্পাত নির্মিত স্পিঃ
সকল বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কম্পিত হইলে সুমধুর
শব্দ উদ্গত হয় । প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অতীত হইল
এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

আজাক্লি-কেমান্ (AJAKLI-KEMAN, a stringed instrument
of the Turks) তুরস্কদেশীয়দের ব্যবহৃত বাহুলীন
জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ ।

আডিয়াফোনন্ (ADIAPHONON, a species of Pianoforte
with six octaves) ষষ্ঠ অক্টেভযুক্ত একপ্রকার পিয়া-
নোফোর্টি যন্ত্র । ইহার সুর কখনো বিকৃত হয় না ।
ভিয়েনা নগরস্থ ঘটিকাযন্ত্রনির্মাতা সম্‌স্টার (Schuster)
কর্তৃক ১৮২০ খৃঃ ইহা নির্মিত ।

আথেনা (ATHENA, a species of Grecian flute) গ্রীক

জাতীয় শুমিরযন্ত্রবিশেষ। এরূপ কথিত আছে যে, মিনার্ভা দেবীর নিকট থিবান্ নিকোফেলাস্ (Theban Nicophelus) কর্তৃক ইহা প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

আদুফ্ (ADUFE, 'an Arabian instrument of percussion)

আনন্দ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি আরবদেশীয় যন্ত্র। ইহার আকার চতুষ্কোণ। বার্করি রাজ্যে এখনো ইহার সমধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্র যিহুদীদের টপ যন্ত্রের এবং প্রাচীন মিসরবাদীদের চতুষ্কোণ আনন্দ যন্ত্রের সদৃশ।

আনাকারা বা আনাকরিষ্টা (ANAKARA or ANAKORISTA, the Kettle drum) আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। (see Kettle drum) আনিনো কর্ড বা আনিনো কর্ডি (ANINO CHORD or ANINO CORDI, a stringed instrument)

ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের তন্তুর উপর বায়ু সঞ্চালন করিলে শব্দ নির্গত হয়। ১৭৮৯ খৃঃ পারিস নগরে জন্ জেকব্ মেল সাহেব (John Jacob Shnell) কর্তৃক নির্মিত। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি সাধারণে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

আপলো-নিকন্ (APALLO NICON, a large musical instrument like an Organ) অর্গ্যানের ন্যায় একটি বৃহৎ যন্ত্র।

ইহা পূর্ণ ঐকতান বাদ্যের ধ্বনি অনুকরণ করে। ইহা নলিদ্ধারা স্বয়ং বাদিত হয়। ১৮২৮ খৃঃ লণ্ডননগরে

ফ্লাইট এবং রব্‌সন্ (Flight and Robson) সাহেব কর্তৃক
নির্মিত ।

আপলো-লাইরা (APALLO-LYRA, an ancient stringed
instrument) ছোট হার্প বা লায়ারের ন্যায় একপ্রকার
প্রাচীন ততযন্ত্র । এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই । ইহা
উচ্চে এক ফুট, বিস্তারে অর্দ্ধ ফুট এবং দ্বাদশটি চাবি-
যুক্ত হইত । এই যন্ত্রের মুখ পিতলনির্মিত এবং ইহা
শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায় বাজিত ।

আবব্ বা আবভ্ (ABUB or ABABH, a Hebrew musical
instrument) একপ্রকার হিব্রু জাতীয় বাদ্যযন্ত্র । ওল্ড
টেফামেটে ইহার বিষয় লিখিত আছে ।

আভেনা (AVEENA, a wind instrument of the ancient Greeks)
প্রাচীন গ্রীকদিগের শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ । ইহা ওট্
(Oat) বৃক্ষের নলে নির্মিত হইত । (See page 74.)

আম্বিরা (AMBIRA, a wind instrument used in Africa) ইহা
একটি শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ । আফ্রিকাদেশে ইহার প্রচলন ।
ইহা উক্ত দেশে বিভিন্ন স্থলে বাঞ্জি মারিম্বা, ইবেকা,
বিসান্দফা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ । বিশেষতঃ
সেনগাম্বিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ গিনিবানীদের ইহা
সমধিক প্রিয় । এই যন্ত্রে একটি কাষ্ঠনির্মিত বাস্তের
মধ্যে কতকগুলি স্বরনিঃসারক কাষ্ঠ বা বেত্রখণ্ড অথবা
লৌহ-জিহ্বা একরূপভাবে সম্বদ্ধ থাকে যে, বুদ্ধাপূষ্ঠ
কোন দণ্ডদ্বারা চাপিত হইলেই তাহাদিগ হইতে স্বর-

কম্পন উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার বন্ধনপ্রণালী অনেকটা ইচ্ছামত হইয়া থাকে।

Victor Scoecher.

আগুর্ল্ (ARGOOL, a recent Egyptian wind instrument made with double pipes) আধুনিক মিসরীয়দের একটি দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটি নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও নিম্ন স্বর উৎপাদনের জন্য, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-তর নলটি স্বস্বরানুক্রমিক গান ও গং বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ যন্ত্র পৃথিবীর অগ্ণায় দেশেও প্রচলিত আছে। (See p. 88 and 93)

আর্চ-লুট্ (ARCH-LUTE, a stringed instrument) তত যন্ত্রবিশেষ। (See থিওর্বো)

আর্চ-লুথ (ARCH-LUTH, a stringed instrument) ইহাও একপ্রকার ততযন্ত্র। (See থিওর্বো)

আর্জিয়ান্ (ARGYAN, a trumpet) শুমিরযন্ত্রবিশেষ।

আর্পা (ARPA, the Spanish name of the English harp) ইংরাজি হার্পযন্ত্রের স্পেনিশ নাম।

আর্পা ডপ্পিয়া (ARPADOPPIA, the double-harp) ডবল হার্পযন্ত্র।

আর্পানেটা (ARHANETTA, a kind of Italian harp)

ইতাল্যদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আইরিশ হার্পযন্ত্রের ন্যায় ইহা নির্মিত। এবং ইহাতে লৌহ ও পিত্তলনির্মিত তার সমূহ যোজিত থাকে।

আর্মনিকা (ARMONICA, the musical glasses) কাচ-
নির্মিত বাদ্যযন্ত্র ।

আর্সিলিউটো (ARCILIUTO, a stringed instrument) তত-
যন্ত্রবিশেষ । কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্র এবং থিওর্বো
একই ।

আর্সিসিম্বেলো (ARCICEMBALO, a clavier or keyed in-
strument) চাবিয়ুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ।

আলগোজা (ALGHOZA, a wind instrument used in
Hindoostan, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত
শুষির-যন্ত্রবিশেষ । (See page 79)

আল্টস্ (ALTOS, a stringed instrument) বাহুলীন-
জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ ।

আলটো-বাস্সো (ALTO BASSO, a stringed instrument)
দ্বিমিতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । কিন্তু অধুনা অপ্রচলিত । এক-
প্রকার ধনুর্দ্বারা ইহা বাদিত হইত ।

আলটো ভায়োলা বা ভায়োলা (ALTO VIOLA or VIO-
LO, a large stringed instrument) বৃহত্তমাত্মক ততযন্ত্র-
বিশেষ অর্থাৎ বড় বেহালা । সাধারণ বেহালায় ৫টি
খাদ্যর উৎপন্ন হয় ।

আলপেন্ হর্ন (ALPENHORN, a cow-horn) গোশৃঙ্গ-
যন্ত্র ।

আলাপিনী বীণা (ALAPINI BINA, an ancient stringed

instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্র ।

আল্ফরন্ (ALPHORN, a wind instrument used in Swit. zerland) সুইটজার্ল্যান্ড দেশে প্রচলিত একটি শুষিরযন্ত্র । কতকগুলি কার্ঠনলখণ্ড একত্রে দৃঢ়সম্বন্ধ হইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

আসিয়াস্ (ASIAS, a cittern or lyre) একপ্রকার তত-যন্ত্র । বুলঞ্জর (Bullanger) সাহেবের মতে তর্পন্দরের শিষ্য সিপিয়ন্ কর্তৃক এই যন্ত্র প্রথমে আবিষ্কৃত হয় ।

আসোর্ (ASOR, a stringed instrument of the Hebrews) যিহুদীদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে দশটি তার সংযুক্ত থাকে, এবং ইহা অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয় । ইহা উক্ত জাতির নেবেল্ নামক তান্পুরা যন্ত্রের সদৃশ । ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ একটি আসিরীয় যন্ত্রকেও “আসোর” এই নাম দিয়া থাকেন ।

ই

ইউকিন্ (YEUKIN, a Chinese stringed instrument) একটি চৈন ততযন্ত্র । চীনজাতিদের ইয়ান্কিন্ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাদিত হইয়া থাকে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে পূর্ণশশিবীণা (Full moon guitar) এই আখ্যা দিয়াছেন ।

ইউফন্ (EUPHON, a musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র । লিখনাধারের ন্যায় (Desk) ইহার আকার ।

ইহাতে কতকগুলি কাচনির্মিত নল সমসূত্রপাতে সং-
যোজিত থাকে । কাচযন্ত্রের ন্যায় ইহারও বাদনক্রিয়া
সম্পাদিত হয় ।

ইংলিশ ভায়োলেট (ENGLISH VIOLET, a very ancien
stringed instrument) ভায়োল্ ডামোর (Viol d'mour)
যন্ত্রের আকারগত একটি অতি পুরাতন ততযন্ত্র ।

ইংলিশ হার্প (ENGLISH HARP, a large wind instru-
ment of hauthboy kinds) ওবয়জাতীয় বৃহৎ শুমির
যন্ত্রবিশেষ । ইহা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্মিত
এবং ইহার আকার সরল না হইয়া বক্রভাবে হইয়া
থাকে ।

ইদৌথস্ (IDOUTHUS, a name of a Grecian flute) এক-
প্রকার গ্রীক্ জাতীয় শুমিরযন্ত্র ।

ইনফাল্টিলিয়া (INFALTILIA, a wind instrument) এক-
প্রকার শুমিরযন্ত্র ।

ইন্সট্রুমেন্টো এ কেম্পানেল্ (INSTRUMENTO a CAMPA-
NEL, a keyed instrument like a piano-forte) পিয়ানো
ফোর্টিন্ ন্যায় চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ । ইহাতে ১, ২ বা
ততোধিক উচ্চস্বরপ্রকাশকরণক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা
যোজিত আছে । সেইগুলি প্রকৃত স্বরগ্রামে (Diatoni-
cally) বদ্ধ থাকে ।

ইবেকা (IBEKA, a wind-instrument like an amira)



আম্বিরাযন্ত্রের ন্যায় একটি শুষ্কযন্ত্র । নিম্নো জাতিরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে । (See Ambira)

ইয়ানকিন্ (IANKIN, a Chinese stringed instrument) একটি চীনদেশীয় পিত্তলতারসম্বন্ধ ততযন্ত্র । ইউরোপীয়দের ডল্‌সিয়ারযন্ত্রের ন্যায় ইহা দুইটি ক্ষুদ্র মৃদঙ্গ দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । ইহা জাপানদেশীয় কোটো যন্ত্রের ন্যায় । এই যন্ত্রটির স্বর অতি সুশ্রাব্য ।

ইয়াম্বাইস্ (IAMBYCE, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ । পোলক্স্ (Pollux) সাহেবের মতে এই যন্ত্র ত্রিকোণবিশিষ্ট লায়ার্ যন্ত্রের ন্যায় ।

ইয়ার্পি (EARPE, the Anglo-Saxonic name of harp) হার্প-যন্ত্রের এঙ্গ্লো সাক্সন নাম । অপিচ এই ভাষাতে ইহাকে হিয়ার্পি (Hearpe)ও কহে ।

ইয়ো (YO, a flute) একটি শুষ্কযন্ত্র ।

ইয়োলাইন্ (ÆOLINE, a keyed instrument) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র । ইহার স্বর অর্গ্যানের ন্যায় । পাইপ না হইয়া ইহাতে ইম্পাতের স্প্রিং থাকে এবং ভদ্রাসংগলনে উহা কম্পিত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয় ।

ইয়োলিয়ন্ পিয়ানো (ÆOLION PIANO) ইহা ইয়োলোডিকন যন্ত্রের ন্যায় । ইহার স্প্রিংগুলি ধাতব না হইয়া কাষ্ঠনির্মিত হয় ।

ইয়োলিয়ন্ হার্প (ÆOLION HARP, a stringed instrument, the tones of which, as its name denotes, are not produced

by the hands of an artist, but by means of nature herself, through the action of the wind) একটি ততযন্ত্রবিশেষ । কোন বাদকের হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয় না, কিন্তু প্রকৃতি সঞ্চালিত বায়ুদ্বারা বাজিয়া থাকে ; এইজন্য ইহার ঈদৃশ নাম হইয়াছে । এই যন্ত্রটি বিখ্যাত এবং ইহার ধ্বনি চমৎকার ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট । এই নিমিত্ত মঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বর্গীয় বীণা বলিয়া থাকেন । সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিস্তীর্ণ ইংরাজি অভিধানকার ডাক্তর ওয়েবস্টার (Dr. Webster) সাহেব মুর (Moore) সাহেবের মতে বলেন যে, গ্রীকদিগের বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইয়োলস (AEOLUS) হইতে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে । একটি লম্বচতুষ্কোণবিশিষ্ট বাক্সের মধ্যে বা উপরি ভাগে নয়টি বা ততোধিক চন্দ্রতন্তু উচ্চ নীচ স্তরানুসারে বাঁধিয়া এই যন্ত্র নিশ্চিত হইয়া থাকে । বায়ু প্রবাহিত অনারত জানালায় ইহা লম্বমান করিয়া রাখিলে উচ্চ নীচ স্বর সমুদয় মিশ্রিত হইয়া স্তম্ভুর শুনায় । বায়ুকর্ভুক আবদ্ধ তন্তু সকল আঘাতিত হইবে বলিয়া ইহার তন্তুস্থাপনভাগ এবং তলভাগ অনাচ্ছাদিত রাখিতে হয় । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে অতি পুরাতন বলেন, কিন্তু ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে এইরূপ বায়ু-বাদ্য বীণা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল । যদিও ইহার সহিত তাহার অবয়বগত বিভিন্নতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু গুণে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

বলিতে হইবে । “ দেবর্ষি নারদ দেবগণ প্রেরিত হইয়া বসুদেবগৃহবাসী শ্রীকৃষ্ণকে শিশুপালবধার্থ উত্তেজনা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে দেবলোক হইতে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার বীণা যে প্রকার গান করিতেছিল, মাঘ কবি তাহার এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

রণন্তরাঘটনয়া নভস্বতঃ

পৃথগ্‌বিভিন্ন শ্রুতিমণ্ডলৈঃস্বরৈঃ ।

স্বৃটীভবদগ্রামবিশেষমূর্চ্ছনা

মবেক্ষমাণং মহতী মুহুমূহঃ ।

নারদের বীণার নাম মহতী । সেই বীণায় বায়ুর আঘাত লাগিয়া ষড়্জাদি স্বরগ্রাম আরোহ অবরোহক্রমে একরূপ স্পষ্টভাবে শ্রবণগোচর হইতেছে যে, স্বরের অবয়বভূত শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত এক একটা করিয়া গণিয়া লওয়া যাইতেছে । নারদ বিন্ধ্যপর্বত হইয়া বারম্বার সেই বীণা দর্শন করিতেছেন ।

মাঘ কবি ১৫।১৬শত বৎসরের লোক হইবেন । তাঁহার সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যখন এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, যন্ত্র বাঁধিবার কোণে স্বর যন্ত্র হইতে আপনি বাজিত, তখন তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে যে উহার চর্চার আরম্ভ হয়, ইহা সহজেই অনুমান হয় । ” অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ মহতী বীণার প্রচলন দৃষ্ট হয়, উহা প্রাচীন কালের উক্ত বীণা হইতে কতক পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে । পূর্বতন মহতী বীণা হস্ত ও বায়ু উভয়েরই

দ্বারা বাদিত হইত, একপ্রকার মহতী বীণা হস্ত ব্যতীত বাদিত হয় না । (See page 3) । মিলান নগরের আবি গাটনি (Abbe Gattoni) আর একপ্রকার বৃহৎ ইয়োলিয়ন্ হার্প নির্মাণ করেন । ঐ যন্ত্রটির নাম মিটিয়রলজিকাল হার্মোনিকা (Meteorological Harmonica) । তিনি কোন একটা গির্জার একটা চূড়া হইতে অপর একটা চূড়া পর্যন্ত ১৫টি লৌহ তার সমান্তরালভাবে আবদ্ধ করিয়া উক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন । সেই তারগুলি স্বাভাবিক সপ্তস্বরানুসারে সর্বদাই বদ্ধ থাকিত এবং বায়ুকর্ভুক কম্পিত হইয়া অর্গ্যান-পাইপের (Organ-pipe) ন্যায় বাদিত হইত ।

ইয়োলোডিকন বা ইয়োলোডিয়ন (AEOLODICON or AEOLODION, a keyed instrument) চাবিয়ুক্ত যন্ত্র বিশেষ । (See ইয়োলাইন্)

ইয়োলোপাণ্টালন্ (AEOLOPANTALON, a species of piano-forte) একপ্রকার পিয়ানোফোর্টিয়ন্ত্র । ইয়োলোডিকনের সহিত ইহার আকার ও অবয়বগত সম্বন্ধ আছে ।

ইয়োলোমেলোডিকন্ (AELOMELODICON, a musical instrument of the aeolodicon kinds) ইয়োলোডিকন্জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্রের অপর একটি নাম কোরোলিয়ন্ (Choroleon) ।

ইসিটালি (ICITALI, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহাতে দুইটি ইস্পাংনির্মিত তার সংযুক্ত থাকে এবং তুরুরু জাতিরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে ।

উ

উগাব (UGAB, a Hebrew wind instrument) ইহা যিহুদীদের একটি শুষিরযন্ত্র। কথিত আছে, জুবাল ইহার নিষ্পত্তা। ইংরাজেরা ইহাকে সিরিংস্ অথবা পাণ্ডিয়ান্ পাইপ (Syrinx or Pandean-pipes) বলেন।

উদ (OUD, an Arabian stringed instrument) আরব-দেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার হিন্দুদিগের তানপুরার স্থায় এবং উক্ত যন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও সারিকা বিন্যাস নাই।

উদকী (UDAKE ' a small inst. of percussion ' used in Ceylon) একটি ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। কাহার জাতি হিন্দু যন্ত্রের ন্যায় ইহার আকার। মধ্যপ্রদেশীয় ইহা ব্যবহার করে।

উর্হীন (URNEEN, a kind of Chinese violin) একটি চীন-দেশীয় বাজলীন যন্ত্র। ইহা আমাদের দেশের সারিন্দা বা সারঙ্গীর, জাপানদেশীয় কোকিউ যন্ত্রের এবং আরব ও পারস্যদিগের রবাব্ ও কেমন্গে যন্ত্রের ন্যায়। (See page 67)

উ

উম্পুচ্বা (OOMPOOCHWA, a stringed instrument used in Africa) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার বাক্সের স্থায়, কিন্তু এক পার্শ্ব খোলা। আফ্রিকার লোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

এ

এক্সাকর্ড বা হেক্সাকর্ড (EXACHORD or HEXACHORD, a stringed instrument with six strings) একটি ষট্‌স্ত্র-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র । ইহাতে ছয়টি সুর উৎপন্ন হয় ।

এঞ্চাম্বে (ENCHAMBEE, a kind of stringed instrument of the Ashantee and Fantee of Africa) আফ্রিকার আশান্টী এবং ফান্টী জাতিবৃন্দের এক প্রকার ততযন্ত্র । ইহাতে তাল বৃক্ষের মূলজাত পাঁচটি সুর যোজিত হইয়া ইহার শিরস্ব বংশনির্মিত পাঁচটি কীব কর সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে । দুই হস্তে এই যন্ত্র বাদিত হয় এবং যদিও ইহার স্বর বিভিন্ন প্রকারের নহে, তথাপি বিশেষ মধুর । এইজন্মই উক্ত জাতিবৃন্দের সাধারণ যন্ত্রাপেক্ষা ইহা উত্তম বলিয়া গণিত হইয়াছে ।

এপিগোনিয়াম (EPIGONIUM, a stringed instrument of the ancient Greeks) , এটীক প্রকারবৃন্দের এক প্রকার ততযন্ত্র । ইহা পিগোনিয়াম নামেও পরিচিত । এপিগোন্স্ (Epigonus) , যার নামে এই যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন ।

এপিনেট (EPINETE, the spinet) স্পিনেট্‌ যন্ত্র । (See Spinet)

এপ্টাকর্ড (EPTACHORDE, an instrument with seven strings) একটি সপ্তস্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র । (See Heptachord)

এরবেব্ (ERB'EB, the Morocco name of rebab) রবাব

যন্ত্রের মরক্কদেশীয় নাম । (See page 26)

এলিফাণ্টাইন্ (ELEFANTINE, a flute supposed to be made of ivory) একটী শুমিরযন্ত্র । বোধ হয় হস্তিদন্তে

ইহা নিৰ্মিত । ফিনিসীয় জাতি (Phœnicians) এই যন্ত্রের সৃষ্টি করে ।

এলিমস্ (ELEMAS, the name of a Phrygian flute) ফ্রীজীয়

ফ্লুটের নামান্তর । ইহাও কাষ্ঠনিৰ্মিত শুমিরযন্ত্র বিশেষ ।

ও

ওফিকিড্ (OPHICLEIDE, a wind instrument concerning to wars) যুদ্ধসম্বন্ধীয় শুমিরযন্ত্রবিশেষ ।

ওবয় (AUTHBOY, a wind instrument) একটী শুমিরযন্ত্র ।

(See page 80 and 81)

ওবোয়ি ডামোর বা ওবোয়ি লুয়ান্সো (CBOE D'AMORE or CBOE LUANGO, a wind instrument) একপ্রকার শুমিরযন্ত্র ।

ওম্বাই (OMBI, a harp-kind instrument used in Africa)

আফ্রিকা দেশের সেনিগাম্বিয়া ও গিনিদেশবাসীদের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ । তাহারা লতা ও বৃক্ষের মূল দিয়া ইহার তন্তু নির্মাণ করিয়া থাকে । ইহার আর একটী নাম বোলো (Boulow) । মিসরদেশীয় হার্প যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ওয়াল্ডহর্ন (WALDHORN, a large wind instrument)

generally called French horn) একটি শৃঙ্গযন্ত্র । সাধারণতঃ ইহাকে ফরাসী-শৃঙ্গ কহে ।

ওসী টিবিয়া (OSSEA TIBIA, one of the first wind instruments of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি প্রথম গণনীয় শুষিরযন্ত্র ।

উ

ও (OU, a Chinese instrument, played with a bow) চীন-দিগের ধনুর্দ্বারা বাদিত ততযন্ত্র বিশেষ ।

ক

কঃহরন (KUHORN, a Swedish or Alpine horn) একটি সুইডিশ বা আল্পাইন শৃঙ্গযন্ত্র ।

কচ্ছপী বীণা (CACH'HUPI BINA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ । (See p. 17)

কঞ্চ (CONCH. the English name of a Hindoo wind instrument called Shankha) শঙ্খযন্ত্রের ইংরাজি সংজ্ঞা ।

কড়ুলী (KARULI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনন্দযন্ত্রবিশেষ ।

কন্ট্রাফাগটো (CONTRAFAGOTTO, the large bassoon) একটি বৃহৎ শুষিরযন্ত্র । সাধারণ বাসুন অপেক্ষা ইহাতে আরও একটি নিম্ন স্বরগ্রাম বাদিত হইত । এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত ।

কন্ট্রাবাসো (COOTRABASSO, the double bass) বাহুলীন-জাতীয় যন্ত্র সমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং

খাদস্বরবিশিষ্ট। এই যন্ত্র দুইপ্রকার। একপ্রকার তিনতন্তুবিশিষ্ট, অপরপ্রকার চারিতন্তুম্বলিত। ইংলণ্ডে তিনতন্তুবিশিষ্ট কণ্ট্রাবাসো প্রচলিত। কিন্তু জার্মানিতে অপরটি প্রায় অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। শোমোক্তপ্রকার যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত চারিটি নিম্নস্বরবিশিষ্ট। (See Double bass)

কণ্ট্রাবাসি (COATRA BASSE) } ডবল বাসের
কণ্ট্রাবায়োলন (CONTRA VIOLON) } অন্যতর সংজ্ঞা।

কন্সার্টিনা (CONCERTINA) ছয়কোণবিশিষ্ট একটা ছোট বাদ্যযন্ত্র। হস্তে ধরিয়া ইহা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রের দুই পাশে কনকতুলি কুঞ্জিকা আছে, ঐ গুলি অলিয়ারা চাপিত হইলে যন্ত্রের মধ্যস্থিত ধাতবজিহ্বা সমূহ (Metal tongues) হইতে শব্দ বহির্গত হইয়া থাকে। উহার পৃথি অতি ক্ষীণরূপে শ্রুত হইবার জন্য অনবরত ইহার ভঙ্গাসংকলন করিয়া বাজান প্রথা চলিতেছে।

কপলডোন (KOPPLEDONE , an ancient wind instrument)
একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

কপল ফ্লুট (KOPPLE FELLETE , a wind instrument) একটা শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটি নাম গেম্‌স্‌হর্ন (Gemshorn)

কম্পানম্ (CAMPANUM , an ancient Grecian instrument of the bell-kinds) প্রাচীন গ্রীকদিগের দ্ব্যাক্ষর শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কম্পল (KAMPUL a Javanese instrument of percussion)
যাবাদীপবাসিগণের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র।

কম্বোন (KOMBONE a wind instrument of the Singhalese)
সিংহলাবাদের শুমিরযন্ত্রবিশেষ।

কয়ার সরগান্ (CHOIR ORGAN) একটী মৃদুস্বরবিশিষ্ট
যন্ত্র। ইহার মধ্যে সলো (Solo, duet, &c.) প্রভৃতি
গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত।

কর্ (COR, a horn) শুমিরযন্ত্রবিশেষ।

কর্ (CHOR, a stringed instrument like spinet) স্পিনেটের
ন্যায় একপ্রকার তন্ত্রযন্ত্র।

কর্ অম্বিটোনিক (COR OMNITONIQUE, a wind instrument) একটী শুমিরযন্ত্র, কিন্তু ইহার সরগুলি বি-
কৃত। এই যন্ত্রে চাবিদ্বারা প্রকৃত খোলা ভরের ন্যায়
বিকৃত সরগুলি পরিভাররূপে প্রকাশ পায়।

কর্ অংলাইস্ (COR ANGLAIS, a long hautboy) এ
কটি শুমিরযন্ত্র। ইহার সর মিষ্ট, ভাবব্যঞ্জক ও শোক-
সূচক। (See ওবয়)

কর্ ডি সিগ্নাল (COR DE SIGNAL, a bugle) একপ্র-
কার শুমিরযন্ত্র। (See বুগল)

করণা বা কর্ণা (KERRANA or KURNA, a large trum-
pet, common in Hindoostan and Persia) একপ্রকার
বৃহজ্জাতীয় শুমিরযন্ত্র। ভারতবর্ষ এবং পারস্য দেশে

ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয় । ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং
ধ্বনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । (See p. ৪৩)

করতাল বা করতালী (CARATAL, or CCRTALI, the metallic
instruments of the castagnettes kinds, common in Hindoo-

stan) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ । (See p. ১০৭)

করিক্ (CHORIQUE, the name of a species of flute)

এক প্রকার শুমিরযন্ত্র ।

কর্ডমিটার (CHORDOMETER) স্বরসম্বন্ধীয় মাত্রামাপক
যন্ত্রবিশেষ ।

কর্ডমেলোডিয়ন্ (CHORDAUMELODION) বা

কর্ডলোডিয়ন্ (CHORDOLODION) বড় ব্যারেল অর্গ্যান
যন্ত্রের নাম । ইহা স্বয়ং বাজে ।

কর্ডি চাসী (COR DE CHASSE, a hunter's horn) এবং

কর্ডি ভাসী (COR DE VACHES, a shepherd's horn)

শিকারী এবং মেঘপালকের শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ণ (CORNC, a French horn) ফরাসীদেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ণ ইংলিস (CORNO INGLESE, a English horn) ইং-

রাজি শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ণ ডি কাসিয়া (CORNO DE CASSIA, a hunter's horn)

শিকারীর শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ণ ডি বাসেটো (CORNO DE BASSETTO, a wind

instrument) একটা শুমিরযন্ত্র । বাস ক্লারিনেটে যত

গুলি স্বর নির্গত হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়া থাকে ।

অন্ত্যেষ্টিফ্রিয়োপলক্ষে মোজার্ট (Mozart) এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন । (See বাসেট হর্ন)

কর্ণামুসা (CORNAMUSA, a bagpipe) একটা শুষিরযন্ত্র ।

এই যন্ত্র কেবল স্কটলণ্ডে ব্যবহৃত নহে, ইতালী দেশেও ইহার ব্যবহার দেখা যায় ।

কর্ণি (CORNI, the Italian pluralized name of horn) শৃঙ্গ-যন্ত্রের ইতালীয় বহুবচনান্ত নাম ।

কর্নু (CORNU, or KORNU, the Roman horn) রোমীশ শৃঙ্গযন্ত্র । (See p. ৪৩ and কেরেণ)

কর্ণেট (CORNET, the post horn) পোস্ট হর্ন অর্থাৎ পত্র-বাহকের শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ণেট আ পিস্টন্স (CORNET-a'-PISTONS, a wind instrument used in wars) সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

কর্ণেট আ বৌকুইন্ (CORNET a' BOUQUIN. a wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । (See Bouquin)

কর্ণেটিনো (CORNETTINO, a wind instrument) শুষির-যন্ত্রবিশেষ ।

কর্ণেটো (CORNETTO a brazen wind instrument like a trumpet) ট্রাম্পেটের ন্যায় পিত্তলনির্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট । স্তত্রাং ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু । ইহাতে কৌশল করিয়া অর্দ্ধ সুর পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে ।

কর্ণেটো টর্টো (CORNETTO, TORTO, the name of a crooked cornet) বক্রাকার কর্ণেটযন্ত্রের অন্যতর নাম ।

কর্ণেটো মুটো (CORNETTO MUTO, a very ancient species of soft toned cornet) একপ্রকার অতিপ্রাচীন কোমলস্বরী কর্ণেটযন্ত্র ।

কলন্ড্রোন্ (COLONDRONE, a wind instrument used by Italian peasants) ইতালীদেশীয় কৃষকদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

কলমস্ (COLOMUS),

কলমস্ পাস্টোরালিস্ (COLOMUS PASTORALIS) বা কলমোলস্ (COLOMAULOS, the shepherd's pipe, one of the most ancient of all musical wind instrument)

একপ্রকার প্রাচীনতম শুষিরযন্ত্র এবং মেঘপালকেরা ইহা ব্যবহার করিত । (See p 30)

কলিনেট (COLLINET) ক্ল্যাজিলেট শব্দ দেখ ।

কল্লিনিকস্ (KALLINICUS, a Farkish violin) তুরুক্ষ-দেশীয় বাহুলীনযন্ত্র ।

কাউ-হর্ন (COW-HORN, a wind instrument) একটা গো-শৃঙ্গাকার শুষিরযন্ত্র । রুসীয়দের নিকট ইহা প্রসিদ্ধ । ইহার অবয়ব কর্ণেটের ন্যায় এবং দৈর্ঘ্য এক হইতে চারি ফুট পর্যন্ত । কাষ্ঠ কিম্বা বৃক্ষ ত্বকে ইহা নির্মিত ।

কানুন্ (KANOON, a well-known stringed instrument of

Hindoostan) একটি ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র।

(See p. 41)

কান্তেলি (KANTELE, an oriental harp) ইহা একটি পূর্বাঞ্চলীয় হার্পযন্ত্র। ফিনলণ্ড দেশেও এই নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ইহা ফিনলণ্ডবাসীদিগের ওয়েনেন্ মোইনেন্ নামক দেবতার অতি প্রিয়তম যন্ত্র। তিনি গ্রীসদেশীয় আর্ফিয়স্ দেবের আয় ইহার বাদনক্রিয়া একরূপ চমৎকারিতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, কি মনুষ্যের, কি ইতর জন্তুদের সকলেরই মন হরণ করিতে পারিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এস্তোনিয়া প্রদেশস্থ লোকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত। সে দেশের পরিত্রাজকেরা এই যন্ত্র হস্তে লইয়া গান করিয়া বেড়াইত। সে দেশের যে প্রসিদ্ধ পরিত্রাজক ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মৃত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রের ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ফিন্দের উক্ত নামে আর একটি জাতীয় যন্ত্র আছে। সে যন্ত্র একটি কাষ্ঠনির্মিত বাক্সের মধ্যে তার সম্বদ্ধ থাকে। একরূপ যন্ত্র ফিনলণ্ড দেশে এখনও প্রচলিত আছে। ডাক্তর ক্লার্ক (Dr. Clarke) সাহেব লাপলণ্ডবাসী উগ্রী বংশধরদিগের হস্তে এইরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত যন্ত্রের সঙ্গে একরূপ যন্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই, বরং দেখিতে ডলসিমর যন্ত্রের আয়।

Estuische Volkslieder herausgegeben Von Neus Reval.
1850.

Travles in various countries, by E. D. Clarke. Part III.

কাবা-জর্না (KABA-ZURNA, a large Turkish wind instrument used in battles) তুরুস্কদেশীয় সামরিক বৃহৎ শুমিরযন্ত্রবিশেষ ।

কাবারো (KABARO, a small drum common in Egypt and Abyssinia, struck with the hands) একটা ক্ষুদ্র ঢকা । ইহা মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশে ব্যবহৃত এবং হস্ত-দ্বারা বাদিত হয় ।

কারনিঙ্ক্স (CARNYNX, a species of ancient Grecian trumpet) প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের একপ্রকার শুমিরযন্ত্র । ইহার ধ্বনি উচ্চ ও তীব্র । পূর্বের ফ্রান্সেও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত ।

কারিলন্স (CARILLONS, a group of small bells) ঘণ্টা-স্তবক । ইহা ইউরোপীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ । আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কার্ণাই (KARNAI, a Persian trumpet) একটা পারস্য-দেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র । যিহুদীদের কেরেণ, গ্রীকদের কেরাস্, রোমীয়দের কর্ণু, ফরাসীদের কর, জর্মন ও ইংরাজদের হর্ন, ওয়েল্‌সবাসীদের কর্ণ, হস্পেরীবাসীদের কুর্ত এবং

হিন্দুদের শৃঙ্গ যেরূপ, ইহাও সেইরূপ যন্ত্র । (See page ৪৩)

কালাসিওন্ (CALASCIONE, a stringed instrument, common in Italy, swept by the fingers) একটা ইতালী-দেশীয় ততযন্ত্র । ইহা দেখিতে আমাদের দেশের তান-পুরার ন্যায়, কিন্তু ইহাতে পর্দার সন্নিবেশ আছে । এই যন্ত্রে দুইটী তন্তুব তার যোজিত থাকে এবং ইহা তাড়নী দ্বারা বাদিত হয় । আসিরিয়া ও মিসর দেশেও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ছিল । এক্ষণে ইতালী দেশের কৃষিজীবীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে । (See page ৩৭)

কালিচন্ (CALICHON, a most ancient stringed instrument, in the form of lute) লুটের ন্যায় একটা প্রাচীনতম তত-যন্ত্র । ইহাতে পাঁচটী তন্তু যোজিত থাকিত ।

কালিসনসিনি (CALLISSONCINI, a long-necked stringed instrument) একটা দীর্ঘগ্রীবাবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ ।

কাস্টানেট (CASTAGNETTES) কাষ্ঠনির্মিত মাস্তুল্য যন্ত্র-বিশেষ । পূর্বতন কোন কোন জাতিদ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইত । বর্তমান সময়েও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্ম-মন্দিরে ইহার প্রচলন দেখা যায় । (See Crotala)

কাস্ (KAS, a species of drum) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত আঙ্গোলাদেশীয়দের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ।

কাসা (CASSA, a large drum) একটা বৃহৎ ঢকা । ইহার আর একটা নাম গ্রাণ টাম্বুরো (Gran Tamburo) ।

কাসা গ্রাণ্ডো (CASSA GRANDE, a large drum) ইহাও একটা বৃহৎ ঢকা ।

কাসুটো (KASSUTO, a musical instrument of the inhabitants of Congo) কঙ্গদেশীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ।

কিঙ (KING, a Chinese musical instrument) একটা চৈন্য সম্ভীত যন্ত্র । বিভিন্ন উপাদানের ও আকারের অনেকগুলি প্রস্তর-গুটিকা দ্বারা ইহা নির্মিত । সেই সকল প্রস্তরের পরস্পর আঘাতে অথবা বস্তির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

কিট্ (KIT, a very small wind instrument) একপ্রকার ক্ষুদ্র ততযন্ত্র । জে, এফ, দানিলি (J. F. Danneley) হেবের মতে ইহা এত ক্ষুদ্র যে ইহাকে অঙ্গরক্ষকসংলগ্ন মুদ্রাধারে (জামার বগ্নীতে) রক্ষা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া যাওয়া যায় । কিন্তু এতদ্বিষয়ে হামিল্টন (Hamilton) সাহেবের স্বতন্ত্র মত । তিনি বলেন, ইহা একটা ক্ষুদ্র বাহুলীন এবং নৃত্যাধ্যাপকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত ।

কিতারা (KITARA, a Grecian stringed instrument) ইহা একটা গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্র বিশেষ । কিতারা, জর্জান দেশের পালতীয় লোকদের “ িতার ” পারস্য হিন্দু ও আসিয়াস্থ সম্ভ্রান্ত দেশের “ সিতার ” বা “ ত্রিতন্ত্রী ”

নিউবীয়দের “ কিসার ” এ সকল একই যন্ত্র । (See p. 21 and কিতারা)

কিন্ (KIN, a well known Chinese stringed instrument)

একটি চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র । নীল লাল, হরিৎ, শুভ্র এবং কৃষ্ণ এই পাঁচ বর্ণের পাঁচটি করিয়া সর্বসমেত ইহার পাঁচশটি সেতু আছে । মহাত্মা কনফিউসস্ প্রভৃতি চীনদেশীয় পূর্বতন ধর্মিগণ ইহা ব্যবহার করিতেন ; সেই জন্য চীন দেশে এরূপ যন্ত্রের সমাদর সমধিক । ইহার তন্তু সকল পটুসম্মত । (See page 16)

কিন্নর (KINNOR, a most ancient stringed instrument of the

Hebrews) যিহুদীদের একটি অতিপ্রাচীন ততযন্ত্র । ইহা অতি লম্বু, সহজে বহনীয় এবং বত্রিশটি তন্তুযোজিত । ইহা বাইবেলোক্ত দাযুদ (David) রাজার অতি প্রিয়তম যন্ত্র । তিনি প্রতিরাত্রে ইহা স্বীয় উপাধানের নিকট রাখিতেন । এই যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা ইংরাজি লায়ার্ (Lyre) যন্ত্রের ন্যায় । ওল্ড টেক্সটমেন্টে লিখিত আছে যে, জুবাল (Jubal) ইহার নিৰ্মাতা । গ্রীকদের “ কিতারা ” এবং নিউবীয়দের “ কিসার ” যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে । (See page 25 and কিতারা) এরূপ কথিত আছে যে, দাযুদ রাজা সাল (Saul) রাজার সম্মুখে এই যন্ত্র বাজাইতেন । কাল্‌মেটের (Calmet) মতে এই যন্ত্রটি অবিকল প্রাচীনদিগের লায়ার্ যন্ত্রের সদৃশ । কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীতবিদেরা ইহাকে ভিন্ন

প্রকারের বলিয়া থাকেন । যদিও উহাদের মধ্যে কেহ ইহাতে ত্রিশ এবং কেহ দুই শত তন্তু যোজনা বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন, কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহাকে এইরূপ (Δ) ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট কহিয়া থাকেন । ইতিহাসলেখক জোজেফস্ (Josephus) বলেন এই যন্ত্র দশতন্তুসংযুক্ত এবং অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত হইত । ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত জেনিসিস্ (Genesis) নামক পুস্তকের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে ।

কিন্নরী বীণা (KINNARI BINA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্র । (See page 24)

কিয়ন্ (KIOS, a Turkish instrument of percussion used in battles) তুর্কদেশীয়দের সামরিক আনন্দযন্ত্রবিশেষ । ইহার খোলটি তাম্রনির্মিত ।

কিসার (KISSAR, a well known stringed instrument of the harp kinds common in Nubia) নিউবিয়া দেশের একটা বীণাজাতীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র । ইংরাজেরা ইহাকে নিউবীয় বীণা (Nubian Lyre) বলেন । ইহা চর্ম্ম এবং কাষ্ঠ নির্মিত । একখানি উদরাকার শূণ্যগর্ভ কাষ্ঠখণ্ডে মেষ-চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক, সেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে তিনটি এবং কখন কখন ততোধিক সমান্তরাল স্বরোদগমনচ্ছিদ্র করিয়া এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয় । ইহাতে উষ্ট্রের অঙ্গ-

সমুদ্রত পাঁচটি তন্তুব তার সংযুক্ত থাকে । উক্ত কাঠ-
খণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না বলিয়া,
যন্ত্রের এক মুখে আবদ্ধ একটা কাঠের সেতুতে তাহারা
বদ্ধ থাকে । দক্ষিণ হস্তে কঠিন চর্ম্ম অথবা শৃঙ্গনির্ম্মিত
অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয় ।
এই যন্ত্রের কাঠাবয়বের গঠন চতুষ্কোণ, এবং তাহাতে
ছয় অথবা ততোধিক তার আবদ্ধ থাকে । আবিসিনিয়ায়
প্রবাদ আছে, খাব্ অথবা হাশ্মিগ কর্ত্তান কর্ত্তক মিসর
হইতে ইথিওপিয়া দেশে এই যন্ত্র সমানীত হয় । এবং
তথা হইতে নিউবিয়া দেশে প্রচলিত হইয়াছে । আধুনিক
মিসরীয়েরা এরূপ যন্ত্রকে “ গিতারা বারবারিয়া ”
বলেন । কিথারা, সিতারা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও প্রায়
ইহার ন্যায় । (See Kithara and page 21)

কাটক (KETUK, an instrument of percussion, common in
Java) যাবাদ্বাপের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । একখানি
কাঠাধারে স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয় ।

কীড্‌ বুগল (KEYED BUGLE, a wind instrument used in
battles) ইহা একপ্রকার সামরিক শৃঙ্গযন্ত্র ।

কুইন্ট (QUINTE, a tenor viola) একটা মধ্যমরী বাহুলীন-
যন্ত্র ।

কুইন্টফ্যাগট (QUINT FAGOTT, a double bassoon or
contra fagotto) একটা ডবল বাসুন বা কন্ট্রাফ্যাগটো-
যন্ত্র । অধুনা প্রায় ইহার ব্যবহার দেখা যায় না । ইহাকে

সাধারণ বাসুন অপেক্ষা এক সপ্তক নিম্নে বাঁধিতে হয় ।
ফ্যাগটিনো বা ছোট বাসুনকে কখন কখন এই নামে
অভিহিত করা যায় ।

কুইন্ট বাস (QUINT BASS, a stringed instrument)
একটি ততযন্ত্রবিশেষ ।

কুইন্টার্ন (QUINTERNE, an unused Italian stringed instru-
ment) একটি অপ্রচলিত ইতালীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা
দেখিতে লুটে (Lute) যন্ত্রের ন্যায় ।

কুনা (QUNA, a wind instrument, common in Hindoostan)
একপ্রকার ভারতবর্ষীয় শুমিরযন্ত্র ।

কুয়েটজ বা অগাদ (KWETZ or AGADA, a wind instrument
of the flute kind, common in Egypt and Abyssinia)
মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশের বংশীজাতীয় শুমির-
যন্ত্রবিশেষ ।

কুর্ত (KURT, a Hungarian trumpet) একটি হঙ্গেরীয় শৃঙ্গ-
যন্ত্র । দেখিতে ইংরাজি হর্ন এবং হিন্দুদিগের শৃঙ্গ-
যন্ত্রের ন্যায় । (See page 83)

কুসির (KUSSIR, a Turkish wind instrument) একটি
তুরস্কদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । একটি শূন্যগর্ভকাঠ-
নির্মিত খোলে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক, তদুপরি পাঁচটি তন্ত
সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় ।

কেটেল ড্রাম (KETTLE DRUM, a well known instrument of
percussion) একটি প্রসিদ্ধ ঢকাজাতীয় আনন্দযন্ত্র । পিত্তল

কিন্সা তাত্ত্বিনির্মিত খোলের ছুই মুখে ছাগচক্ষাদি দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয় । ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান দেশান্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্টনিবাসী ইভেঞ্জার (Ebhenger) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক স্বনির্মিত কেটেল ড্রম বাদন বিষয়ে নূতনবিধ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল । সেইজন্য অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন । পূর্বে ইউরোপীয় একতান-বান্বে এরূপ ছুইটীমাত্র যন্ত্র ব্যবহৃত হইত—একণেও উক্ত একতানে কেটেল ড্রমের ব্যবহার দেখা যায় । এই যন্ত্র বাদন সময়ে নিম্ন লিখিত কয়েকপ্রকার আঘাত করিতে হয় । যথা ;—সরলাঘাত (Simple beat), দ্বিগু-ণাঘাত (Double beat), পূর্ণাঘাত (Perfect beat), ভগ্না-ঘাত (Divided beat) ইত্যাদি ।

কেনেট (KENET, an Egyptian and Abyssinian trumpet)

মিসর ও আবিসিনিয় জাতিদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

ইহার আর একটা নাম মিলিকেট (Meleket) ।

কেম্কেম্ (KEMKEM, an Egyptian instrument for measuring

the time concerning music) মিসরীয়দের একটা সঙ্গীত

সম্বন্ধীয় কালমাপক যন্ত্র ।

Villoleau.

কেমান্ (KEMAN, a Turkish stringed instrument with three

strings) একটা তুরস্কদেশীয় ত্রিতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্র ।

কেমানগে (KEMANGEH, a stringed instrument of the

Arabs and Persians) আরবীয় এবং পারস্যদের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা চীনদের “ উরহীন ” জাপানদের “ কোকিউ ” এবং হিন্দুদের “ সারঙ্গ ” যন্ত্রের সদৃশ ।
(See page 67)

কেমানগে আ গুজ (KEMANGEH a GOUZ, a stringed instrument used by the Arabs) আরবদিগের ব্যবহৃত একটি ততযন্ত্র । মিষ্টার ফিটিস (Fetis) বলেন যে, হিন্দুদিগের অমৃতযন্ত্র এই যন্ত্রস্থিতির মূল । (See অমৃত, কেমানগে and page 70)

কেমানগে ফার্ক (KEMANGEH FARK, an Arabian stringed instrument) একটি আরবীয় ততযন্ত্র ।

কেমানগে রৌমী (KEMANGEH ROWMY, an Egyptian violin) একটি মিসরীয় বাহুলীন যন্ত্র । কিন্তু গ্রীস দেশেও উক্ত যন্ত্র এই নামে প্রচলিত ছিল । এই যন্ত্র পূর্বে মৈসরদিগের ছিল, পরে গ্রীসে সমানীত হয় ।

কেমানগে সোঘাইর (KEMANGEH SOGHAI, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ ।

কেরেণ (KEREN, a Hebrew wind instrument) যিহুদীদের একটি শৃঙ্গযন্ত্র । উক্ত জাতিদের তিনটি শৃঙ্গযন্ত্র ;— “ কেরেণ ”, “ শোফার ”, “ কাট্ জোজেরা ” । তন্মধ্যে প্রথম দুইটি বৃষ বা মেসশৃঙ্গনির্মিত ও অধিক বক্র । এবং শেষোক্তটি সরল ও সার্বৈকহস্তপরিমিতদৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট । কেরেণ যন্ত্র কখন কখন বোপ্য প্রভৃতির দ্বারাও

নির্মিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র জেরিকো (Jericho) ধ্বংশের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই কথা বাইবেলের অন্তর্গত জশুয়া . (Joshua) গ্রন্থের যড়ধ্যায়ে লিখিত আছে । এইজন্য সঙ্গীতবেত্তারা ইহাকে অতিপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া নির্দেশ করেন ।

কেল্টিক্ (CELTIC, a trumpet) একটা শৃঙ্গযন্ত্র । (See কারনিফ্ফস্)

কেরাস্ (KERAS, a Grecian trumpet) একটা গ্রীসীয় শৃঙ্গযন্ত্র । (See কার্ণে)

কোকিউ (KOKIU, a Japanese stringed instrument) একটা জাপানদেশীয় ততযন্ত্র । (See কেমানগে আ গুজ)

কোটো (KOTO, a Japanese stringed instrument) একটা জাপানদেশীয় ততযন্ত্র । অঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুলিত্র পরিয়া ইহাকে বাজাইতে হয় । ইহা দেখিতে কতকটা “ ডল্-সিমার ” ও চীনদেশীয় “ কিন্ ” যন্ত্রের ন্যায় । (See Dulcimer and Kin)

ক্যাট্ (CAT, a stringed instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্রটি বিড়ালের ন্যায় আকারবিশিষ্ট । সঙ্কোচিতপদ হইয়া বিড়াল যেমন কোন কোন সময়ে বসিয়া থাকে, ইহাও সেইপ্রকারে গঠিত এবং বিড়ালের লাস্ত্রুল যেমন কখন কখন ধনুরাকারে সন্মুখদিকে হেলিয়া পড়ে, ইহাতেও সেইরূপ একটা লাস্ত্রুল আছে । ঐ লাস্ত্রুলের উর্দ্ধ হইতে পৃষ্ঠের

উপনামাদশটি তার সংলগ্ন থাকে এবং ঐগুলিই বা
দিত হয় ।

ক্যান্ডেল (KANDELE, a stringed instrument common in
Finland) ফিন্লণ্ডদেশে প্রচলিত একটি তন্ত্রযন্ত্র ।

ক্যাম্পানেটা (CAMPANETTA, a group of small bells)
একগ্রন্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টা । প্রকৃত সপ্ত সুরে বন্ধ থাকে এবং
চাবিবারা বাদিত হয় ।

ক্রকচ (KROKOCHA, a war-instrument of the ancient
Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটি যুদ্ধযন্ত্র । মহা-
ভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু
ইহা কোন্ জাতীয় যন্ত্র, তাহা অনুধাবন করা দুক্ল ।

ক্রমো (KROMO, a Javanese instrument of percussion)
যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

ক্রমোর্গ (CROMORNE, ancient name for the *fagotto* or
bassoon) ফ্যাগটো বা বাসুন যন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

ক্রম্মহর্গ (KROMMHORN, the name of a most ancient
wind instrument) একটি অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্রের
নাম ।

ক্রাব্ (CRAB, a species of castagnettes) একপ্রকার
করতালীযন্ত্রবিশেষ ।

ক্রিমোনা (CREMONA, the name of a city in Italy)
ইতালীর অন্তর্গত একটি নগরের নাম । এখানে বিস্তর
প্রসিদ্ধ বাহুলীন যন্ত্র নির্মাতার বাস ছিল । তাঁহাদের

নির্মিত বাহুলীন যন্ত্রগুলি কখন কখন ‘ক্রিমোনা’ সংজ্ঞায় অভিহিত। এই ক্রিমোনা নগরেই বিখ্যাত নামা ষ্ট্রাডুয়ারিয়স্ (Straduarius) অমতি (Amati) এবং ষ্টীনার (Steiner) এই তিন জন বাহুলীনযন্ত্র-নির্মাতা বাস করিতেন।

ক্রিম্বল (CREMBALA, an ancient musical instrument) একটা প্রাচীন সঙ্গীতযন্ত্র।

ক্রিম্বলম্ (CREMBALUM, the Jewish harp) যিহুদীজাতীয় বীণাযন্ত্রবিশেষ।

ক্রিসেন্ট (CRESENT, a Turkish instrument used in battles) একটা তুরস্কদেশীয় সামরিক যন্ত্র। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত থাকে।

ক্রুজ (KROUZ, a stringed instrument of the Welsh) ওয়েল্শজাতিদের একটা ততযন্ত্র।

ক্রুথ্ বা ক্রোথ্ (CRUTH or CROWTH, an instrument common in Wales, resembling a violin, but mounted with six strings) ওয়েল্‌স্ প্রদেশে প্রচলিত বাহুলীনের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্র, কিন্তু ইহাতে ছয়টি তন্তু সংযুক্ত থাকে। প্রাচীন কাল হইতে উক্ত প্রদেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা আকারে চতুর্কোণ ও অঙ্গুলি-স্থান (Finger-board) বিশিষ্ট। ধনুর্দ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয়। ইংলণ্ডে ইহাকে অপরাপর বাহুলীন (Violin) জাতীয় যন্ত্রের আদি বলা যাইতে পারে।

ক্রোটা (CHROTTA, the corrupted name of cruth, crwth or crouth) ক্রুথ্ যন্ত্রের নামাপভ্রংশ ।

Fetis.

ক্রোড্ (CROWD, a species of fiddle) ইহা একপ্রকার তত-যন্ত্র ।

ক্রোতালম্ (CROTALUM, a species of castagnettes) এক-প্রকার ঘনযন্ত্র । সাইবিল (Cybele) দেবতার পুরোহিতগণের হস্তে এই যন্ত্র সর্বদা দৃষ্ট হইত । (See Crotala) । ক্রোতালমকে ক্রোতেল (Crotale) বা ক্রোতালিস্ত্রে (Crotalistrae) যন্ত্রও বলে । (See Crotala and Corotal)

ক্রোতাল (CROTALA, species of castagnettes of the Greeks) গ্রীকদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ । ইংরাজদের কার্টানেট এবং আমাদের করতাল বা করতালী যন্ত্রের সহিত এই যন্ত্রের কতকটা কার্য্যগত সাদৃশ্য আছে । ক্রোতালযন্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত । বাদক এক এক খণ্ড এক এক হস্তে ধরিয়া, বাদ্য অথবা নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য, একটীর উপর অপরটীর আঘাত করিয়া বাজাইয়া থাকে । এই যন্ত্রের আকার বর্তুলের ন্যায় এবং কখন কখন মনুষ্যের মস্তকাকারেও গঠিত হয় । এই যন্ত্র শূন্যগর্ভ, ধাতব এবং দুইটী দণ্ড দ্বারা ধৃত । কিন্তু আমাদের দেশের করতাল যন্ত্র এরূপ নহে । উহা দুই খণ্ড গোলাকার ধাতব পদার্থে নির্মিত হইয়া থাকে ।

(See করতাল বা করতালী) । মিসরদেশীয় এরূপ যন্ত্রকেও ক্রোতালো বলে ।

ক্রোতালো (CROTALO, an instrument like crotalum)

ক্রোতালমের আয় একপ্রকার ঘনযন্ত্র । তুরস্ক, ফুরেন্স-প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত । এই যন্ত্রে কেবল একস্বর নিঃসারক শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাদ্বারা গীত বা বাদ্যের মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্রের ধ্বনি এত উচ্চ যে, চল্লিশটি ঢকা যুগপৎ বাদিত হইলেও, তন্মধ্য হইতে ইহার শব্দ পরিষ্কাররূপে শ্রুতিগোচর হয় ।

ক্রোলি (CROWLE, an ancient English wind instrument)

একটি প্রাচীন ইংরাজি শুঘিরযন্ত্র ।

ক্লানি (KLANI, a wind instrument common in Siam) শ্রাম-

দেশের একটি শুঘিরযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার ফ্লাজি-ওলেটের (Flageolet) আয় ।

ক্লাভিকর্ড (CLAVICHORD, the pianoforte) পিয়ানো-ফোর্টি যন্ত্র । (See 1st note page 47)

ক্লাভিয়ার অর্গ্যানম্ (CLAVIER ORGANUM, an organized pianoforte) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ ।

ক্লাভিয়ার ইলেকট্রিক্ (CLAVIER ELECTRIQUE, a clavier or keyed instrument, invented by De la Borde, a Jesuit)

ডি লা বোর্দি নামক জনৈক জেসুইট কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র ।

ক্লাভিয়ার গাম্বি (CLAVIER GAMBE, an instrument in-

vented by Hans Haydn, in 1709) একপ্রকার সঙ্গীত-যন্ত্র। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে হাঁস হেন্ কৰ্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত। ক্লাভিসিথেরিয়ম্ (CLAVICITHERIUM, the spinet) স্পিনেট-যন্ত্র। ইহাকে ক্লাভিয়ার হার্ফ (Clavier harfe) এবং ক্লাভিয়ার সিথার (Clavier cither)ও কহে। (See 1st. note p. 47)

ক্লাভিসিন্ (CLAVECIN or CLAVESSIN, a species of French spinet and it is also called harpsichord) একপ্রকার ফ্রান্সদেশীয় স্পিনেট-যন্ত্র এবং ইহাকে হার্পসিকর্ড যন্ত্রও কহে। বোধ হয় খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর পূর্বে এই ক্লাভিসিন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইহা জার্মানি দেশের ক্লাভিসিম্বেল (এখন আর তাহার ব্যবহার নাই) এবং ইতালী দেশের সিম্বালো। (See Clavicimbel and Symbalo)

ক্লাভিসিন্ অকৌষ্টিক্ এবং ক্লাভিসিন্ হার্মনিউ (CLAVESIN ACQUSTIQUE and CLAVECIN HARMONIEUX, are two stringed instruments, of which the first was invented in the year 1771, and the other in 1777) দুইটী তত-যন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি ১৭৭১ এবং অষ্টটি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ক্লাভিসিন্ এ পিউ ডি বফল (CLAVECIN A PEAU DE BUFFLE, a species of harpsichord) একপ্রকার তত-যন্ত্র। ইহাতে চার্ম্বিক জিহ্বিকা-নির্মিত তাদনী সকল

(Leather-tongued jacks) আছে । ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের স্রষ্টি হয় ।

ক্লাভিসিন্ রয়েল্ (CLAVÉCIN ROYAL, a pianoforte) একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহাতে ছয়টি বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রের সুর অনুরূপ হয় । ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গটলব ওয়াগ্নার (Gottlob Wagner) কর্তৃক নির্মিত ।

ক্লাভিসিম্বলম্ (CLAVICIMBALUM, an ancient musical stringed instrument, with thirty strings placed perpendicularly) একটা প্রাচীন ততযন্ত্র । ইহাতে সমান্তরাল ভাবে ত্রিশটি তন্তু সংযোজিত থাকিত ।

ক্লাভিসিম্বালো (CLAVICIMBALO, the harpsichord) হার্প-সিকর্ড যন্ত্র ।

ক্লাভিসিম্বেল (CLAVICIMBALE, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্র । (See ক্লাভিসিন)

ক্লায়রণ্ (CLAIRON, the trumpet) শৃঙ্গযন্ত্র । (See ক্লারিগো)

ক্লারিকর্ড বা মণিকর্ড (CLARICHORD or MANICHORD, a musical instrument, in the form of a spinet) স্পিনেটের আকারগত একটা সঙ্গীত যন্ত্র । (See স্পিনেট)

ক্লারিওন্ (CLARION),

ক্লারিওনেট (CLARIONET),

ক্লারিওনেটি (CLARIONETTE),

ক্লারিওনেটো (CLARIONETTO),

ক্লারিন্ (CLARIN),

ক্লারিনেট (CLARINET),

ক্লারিনেটো (CLARINETTO) এবং

ক্লারিনো (CLARINO, these are the well known wind ins.

truments almost of the same kind, but for the variety

in tone and form they are designated under these

different names) এই সমুদয় যন্ত্রগুলি প্রায় একবিধ শু-

ধিরযন্ত্র, কেবল শব্দ ও গঠনের তারতম্যানুসারে ইহাদের

পরস্পর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি শৃঙ্গজাতীয়

শুধির যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। ক্লারিওন্ অথবা ক্লারিন্

হইতে উক্ত জাতীয় সাধারণ যন্ত্রাপেক্ষা অধিকতর তীব্র

স্বর সমুদগত হইয়া থাকে। ক্লারিনেটে একটা (Reed)

থাকে। ইহা দ্বিবিধ;—সি (C) অথবা মড্‌জ, এ (a)

অথবা ধৈবত এবং বি-ফ্লাট্ (B-flat) অথবা কোমল

নিষাদ। অর্থাৎ এই এক একটা স্বর দিয়া উহাদের এক

একটীর স্বরগ্রাম আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর

একপ্রকার ক্লারিওনেট আছে, তাহার নাম বাস ক্লারি

নেট (Bass clarinet)। ক্লারিনো আবার আর একটা

অর্গ্যান স্টপ্ (Organ stop) অর্থাৎ অর্গ্যানযন্ত্রের বন্ধনী-

বিশেষ। তাহার দৈর্ঘ্য চারি ফুট এবং তাহা কাংসের

দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে।

ক্লারো (CLARO, the abbreviated name of clarino) ক্লারিনো-

যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লার্টো (CLARTTO, the abbreviated name of clarinetto)

ক্লারিনেটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম ।

ক্লেপ্সিড্রা (CLEPSYDRA, an instrument originally used

to measure time, by the fall of a given quantity of

waters) একপ্রকার কালমাপক যন্ত্রবিশেষ । ইহাতে

কতকটা পরিমিত জল ঢালিয়া রাখিলে, ঐ জল ক্রমে

ক্রমে পতিত হইয়া পূর্বকালে সময় নিরূপিত হইত ।

কেহ কেহ বলেন, মিসরবাসীরা ইহার আবিষ্কারক ;

আবার কাহার কাহার মতে গ্রীকদের দ্বারা ইহা আবি-

ষ্কৃত । কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষই ইহার

সৃষ্টিভূমি । কারণ বহুকাল পূর্ব হইতে আমাদের দেশে

এইরূপ কালমাপক ‘জল-ঘটিকা’ বা ‘জল-ঘড়ি’

স্বষ্ট হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন একটী সচ্ছিদ্র নির্দিষ্ট পাত্রে

বালুকা রাখিয়াও এদেশে কাল বিভাজনক্রিয়া সম্পাদিত

হইত । এখনো কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় ।

(See p. 110) । ক্লেপ্সিড্রার সহিত আমাদের উক্ত

যন্ত্রের যদিও আকারগত বিভিন্নতা অনুমিত হয়, কিন্তু

গুণসম্বন্ধে একপ্রকার ।

ক্লোচেট (CLOCHETTE, a small bell) ক্ষুদ্র ঘণ্টা ।

ক্ল্যাপেন্ ফ্লুজেন্ হর্ন (KLAPPEN FLUGEN HORN, the

keyed bugle) সঙ্কীর্ণক ব্যুগল যন্ত্র । (See ব্যুগল)

থ

খঙ্-নঙ্ (KHONG-NONG, a metallic instrument common

in Siam) একপ্রকার শ্যামদেশীয় ঘনযন্ত্র । একটা বংশ
 নির্মিত ফ্রেমে কতকগুলি ঘণ্টিকা সংলগ্ন করিয়া এই
 যন্ত্র গঠিত হয় এবং রাণ-নান (Ran-nan) নামক তদ্দেশী
 য় আর একটা যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হইয়া থাকে ।
 খঞ্জনী বা খঞ্জরী (KHANJANI or KHANJARI, a small
 instrument of percussion, common in Hindoostan)
 একটা ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনন্দ যন্ত্রবিশেষ । ইহা একটা
 আধুনিক যন্ত্র । একটা অখণ্ডিত চক্রাকার কাঠ খণ্ডের
 এক মুখে ছাগাদির চর্ম-আচ্ছাদন পূর্বক এই যন্ত্র নির্মিত
 হইয়া থাকে । দেখিতে সুন্দর হইবে বলিয়া ঐ কাঠা-
 বরণের বহির্ভাগ বিভিন্নপ্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিতে হয় ।
 খঞ্জনী তিন চারি প্রকার । বাদনকালে সুশ্রাব্য হইবে
 বলিয়া কোনটিতে ক্ষুদ্র করতালী, কোনটিতে যুগুণ্ডপুচ্ছ
 সংযোজিত থাকে । সচরাচর ভিক্ষুকেরাই এই যন্ত্র
 বাজাইয়া গান করে । খঞ্জনীবাদনে বঙ্গদেশীয় এক এক
 জন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদনকৌশল
 দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয় । তাহারা নানা
 প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জনী হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায়ে
 এবং মস্তকে ধারণ করিয়া বিবিধ তালে যুগপৎ বাজাইতে
 পারে, এবং কখন অঙ্গুলির আঘাতে, কখন পরস্পর খঞ্জ-
 নীর আঘাতে ভিন্নপ্রকার বোল বাজাইয়া থাকে । আবার
 “ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ” “ ভেটকী মাছের ছোট কাঁটা ”
 প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ যুগে উচ্চারণ করিয়া,

সেইগুলি খঞ্জনীতে পরিভাররূপে না হউক, অনেকাংশে নির্গত কীট সংকল। এইরূপ খঞ্জনীবাদকদের খঞ্জনীগুলি প্রায় সর্বদা আচ্ছাদিত দেখা যায়।

খট্টাল বা খট্টালী (KHATTAL or KHATTALI, the instruments of the castagnettes kind common in Hindoostan) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See pp. 106 and 108)

খমক (KHAMAKA, a recent percussive instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা আধুনিক আনন্দযন্ত্র। ইহা গ্রাম্য যন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত।

খরতালী (KHARATALI, the metallic instruments of the Hindoos) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা সভ্যযন্ত্রের মধ্যে গণনীয়। লৌহ, ইস্পাত বা কাংস্যদ্বারা এই যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। খরতালিকেরা দুই হস্তে এই যন্ত্রের দুই গোড়া লইয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে হস্তের শিরাসঞ্চালনে ইহা হইতে যে একপ্রকার অনুরণন উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় মধুর ও কৌশলমন্ভূত। এই যন্ত্র অনুগতগীত, এইজন্ম ঐকতানাদি বাদনের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদন শ্রবণে অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ আন্দিত হইতে দেখা যায়।

খিতারা (KHITARA, a stringed instrument of the

ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদের একটি ততযন্ত্র ।
(See কিতারা and p. 21)

খোর্দক্ (KHOREDUK, an instrument of percus-
sion common in Hindoostan) ইহা ভারতবর্ষপ্রচলিত
আনন্দযন্ত্রবিশেষ । (See p. 104)

খোল (KHOLE, an instrument of percussion of the
Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্রবিশেষ ।
ইহার আকার প্রায় মৃদঙ্গের ন্যায় । (See p. 96) । কিন্তু
তাহার ন্যায় ইহার খোলটি কাঠের না হইয়া মৃত্তিকার
হইয়া থাকে । এবং ইহাতে মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবন্ধনো-
পযোগী গুল্মও থাকে না । এই যন্ত্র মাঙ্গল্যযন্ত্র সমূহের
মধ্যে পরিগণিত । (See ps. 94 and 95) । বিশেষতঃ
বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার সমধিক
সমাদর ।

গ

গঙ্ (GONG, an Indian musical instrument of percus-
sion, of a most extraordinary vibration) ইহা ভারত-
বর্ষীয় প্রসিদ্ধ ধনযন্ত্রবিশেষ । ইহার অনুরণন বহুক্ষণ-
স্থায়ী এবং শব্দ বহুদূরব্যাপী । সচরাচর ইহাকে ঘড়ী কহে
এবং ইহা ইউরোপে ঘঙ্ বলিয়া পরিচিত (See pages
106 and 108 and Dictionary of Music by J. F. Dan-
cney) । কারল এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন

প্রাচীন মৈসরদিগেরও এইরূপ যন্ত্র ছিল। উহা হস্তি-
দন্তের অথবা কাঠের যুদ্ধেরদ্বারা বাদিত হইত ।

গঙ্-গঙ্ (GONG-GONG, an African instrument of percus-
sion) আফ্রিকীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা লৌহনির্মিত এবং
লৌহদণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের
বড়ির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। (See গঙ
and বাঁঝার)

গজলা (GUZLA, a musical instrument mounted with one
string made of horse-hair) অশ্বপুচ্ছের একতন্তুবিশিষ্ট
ততযন্ত্রবিশেষ ।

গাম্বং বা গাম্বংকায়ু (GAMBUNG or GAMBUNGKAYU
an instrument of percussion, common in Malay and
Indian Archipelago) একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ আনন্দযন্ত্র ।
মালাই দেশে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই যন্ত্রের
বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয় ।

গাম্বং গংস (GAMBUNG GANGSA, an instrument like an
European harmonia) এই যন্ত্র দেখিতে অনেকটা ইউ-
রোপীয় হার্মোনিয়া যন্ত্রের আয়। ইহাতে ধাতব
সারঙ্গা বা সারিকা (key) আবদ্ধ থাকে। ইহাতে পঞ্চ
স্বরে গ্রাম বদ্ধ হয় ।

গাম্বা (GAMBA, an ancient stringed instrument) একটা
প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার পরিবর্তে ভায়ো-
লিনসেলো (Violincello) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাদ-

কের বাহুব্রয়মধ্যে ধৃত হইয়া বাদিত হইত বলিয়া ইহার
এইরূপ সংজ্ঞা । এই যন্ত্রের আর একটা নাম ভায়োলা
ডা গাম্বা (Viol da Gamba) ।

গালোবেট (GALOUBET; a wind instrument with three
stops) একটা ত্রিবন্ধনিবিশিষ্ট শুষ্কযন্ত্র । এক্ষণে ইহা
অপ্রচলিত, কিন্তু কখন কখন ফ্রান্স দেশে লক্ষিত হয় ।
গিংগ্রাস্ (GINGRAS, a kind of wind instrument) একপ্রকার
শুষ্কযন্ত্র । ইহা কেরিয়া এবং সাইপ্রাস্ দ্বীপে প্রচ-
লিত । তত্তদ্দেশের আদোনিস্ নামক দেবতার উদ্দেশে
করণরসাত্মক সঙ্গীত গায়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া
থাকে ।

গিংগ্লারস্ (GINGLARUS, an Egyptian small flute) একটা
মিসরদেশীয় ক্ষুদ্র শুষ্কযন্ত্র ।

গিগা (GIGA, an unused stringed instrument) একটা অপ্র-
চলিত ততযন্ত্র ।

গিটিথ্ (GITTITH, a stringed instrument of the Hebrews)
য়িহুদীদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র । কথিত আছে বাই-
বেলধৃত গীতাবলীর (Psalms) মধ্যে উক্ত যন্ত্র বাদিত
হইত । কিন্তু কেহ কেহ বলেন উক্ত নামে যিহুদীদিগের
কোন এক বাদ্য বা অভিনয়কে বুঝায় ।

গিতার বা গিতারা (GUITAR or GUITRA, called in former
days the cittern, mounted with six double rows of strings
made of wire) একপ্রকার ততযন্ত্র । পূর্বকালে ইহাকে

সিতার্ণ বলিত। এই যন্ত্র ষড়্বিগুণীকৃততারঙ্গযন্ত্র ।

(See pages 20 and 21) ।

গিনথ্ (NGINOTH, the general name for all stringed instruments of the ancient Hebrews) প্রাচীন যিহুদীদের

সমুদয় ততযন্ত্রের সাধারণ নাম ।

গুইম্বার্ডি (GUIMBARDE, the Jews'-harp) যিহুদীদিগের বীণাযন্ত্র ।

গুডক্ (GUDAK, a violinkind instrument of the Russians, but not good) রুশীয়দিগের একটি বাহুলীন-জাতীয় যন্ত্র, কিন্তু উত্তম নহে । ইহাতে তিনটি তন্তু যোজিত থাকে ।

গুস্লি (GUSSLI, a very ancient stringed instrument of the inhabitants of Russia) ইহা রুসিয়াবাসীদিগের অতি-প্রাচীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার অবিকল ফিন্লণ্ডবাসীদিগের কান্তেলি যন্ত্রের ন্যায় । (See কান্তেলি) । এখন ইহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—অনায়াসে দুই তিন সপ্তক বাদিত হইতে পারে । কিন্তু পূর্বে কান্তেলির ন্যায় ইহাতে পাঁচটিমাত্র তার যোজিত থাকিত ।

গুসি (GUSSI, a harpkind instrument of the Russians)

রুশীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ । (See গুস্লি)

গোমুখ (GOMUKHA, a most ancient war-instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি অতিপ্রাচীন যুদ্ধযন্ত্র ।

ইহা কুটীলাকার বাদ্যভাণ্ডবিশেষ । মূল রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ আছে ।

গোরাঃ (GORAH, a stringed instrument of the Hotentots)

হট্টেন্ট জাতিদের একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহার আকার প্রকার দেখিলে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া বোধ হয় ।

গোশৃঙ্গ (GOSHRINGA, a most ancient wind instrument of the Hinddoos, made by cow-horn)

ইহা হিন্দুদিগের একটা অতিপ্রাচীন শৃঙ্গযন্ত্র । গোশৃঙ্গে নির্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা । মহাদেব পিনাকাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহারও প্রিয় ছিলেন । মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনেক উল্লেখ আছে । পূর্বের সময়সংঘটন-কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত । এখনো ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন দেখা যায় ।

গৌদক (GOUDAK, a Russian stringed instrument)

ইহা রুসীয় ততযন্ত্রবিশেষ । (See গুডক্)

গ্রোস্টাম্বোর (GROS TAMBOUR, a large drum)

এক-প্রকার বৃহৎ জয়ঢাক ।

গ্রোসি কৈসি (GROSSE CAISSE, a name of large drum)

বৃহৎঢাকার অন্যতর নাম ।

গ্রাণ কাসা (GRAN CASSA, a large drum)

বৃহৎজয়ঢাকা-বিশেষ ।

গ্রিলট (GRELOTS, the metallic instrument common in

France) ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ঘনযন্ত্র এবং দেখিতে আমাদের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ন্যায় । (See ক্ষুদ্র ঘণ্টা) । জার্মানি দেশে ইহাকে শেলেন বলে । অশ্বের সজ্জার সঙ্গে নিকটবর্তী দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উক্ত উদ্দেশ্যে এরূপ যন্ত্র আঙ্গাদের দেশে গরুর গলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে একা গাড়ির অশ্বের সজ্জার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে । এই যন্ত্র জাপান-দেশীয় সিঝ্রিও নামক যন্ত্রের ন্যায় । মেক্সিকো ও মিসরবাসীদের ধর্ম্মমন্দিরে ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গ্রেভ্‌ সিম্বলম্ (GRAVE CYMBALUM, the ancient name of harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

গ্লাস্‌কর্ড (GLASS-CHORD, a clavier musical instrument) একটা চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্র । ইহাতে তন্তুর পরিবর্তে কাচসারিকা সংযুক্ত থাকে । ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক জার্মান কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

ঘ

ঘড়ি বা ঘড়ী (GHARRI or GHARREE, the Indian gong)

কাংসাদি ধাতুনির্মিত চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ । ইহা ক্ষুদ্র রহৎ প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে । (See p. 109 and গঙ) । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই যন্ত্রকে থালা (Thalla) কহে । (See থালা)

ঘণ্টা (GHUNTA, the very ancient Indian bell) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ । (See p. 106) । এই যন্ত্র কাংস

এবং পিত্তলনির্মিত হয়। ইহা ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঘণ্টাযন্ত্র দুই প্রকার;—ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কর-ঘণ্টা এবং বৃহৎ ঘণ্টা বা জয়ঘণ্টা। দেবপূজা প্রভৃতি মাস্তুল্যকার্য্যে হিন্দুগণ কর-ঘণ্টা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ভূপালগণের পুরদ্বার ও তোরণে জয়ঘণ্টা আলম্বিত থাকে। পূর্বে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় বীর রাজগণ হস্তির উদর নিম্নে জয়ঘণ্টা বাঁধিয়া সামরিক বাদ্যের অঙ্গপূরণ করিতেন। ধর্ম্মযাজকেরা দেবমন্দিরেও জয়ঘণ্টা লম্বিত করিয়া রাখেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কার্য্যেও জয়ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (See জয়ঘণ্টা)। ভারতবর্ষীয় পূর্বতন ঋষিগণ সচরাচর ঘণ্টা ব্যবহারের বিধিনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টাবাদ্য ব্যতীত তাঁহাদিগের বিধানে আর্য্যজাতির মাস্তুল্য ক্রিয়া কখনই পূর্ণাবয়বে সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি দেশপূজাদির সময়ে অন্য বাদ্য ঘটিয়া না উঠে, কিন্তু ঘণ্টানিনাদ অবশ্যই করণীয়। এইজন্য স্মৃতির একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, “সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাদ্যাভাবে নিযোজয়েৎ।” এই শ্লোকার্দ্ধে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, হিন্দুমাত্রেরই গৃহে ঘণ্টা যন্ত্র থাকা এবং বাদিত হওয়া উচিত। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি আর্য্যজাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহেও ঘণ্টামাহাত্ম্য বিশদরূপে লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত হইয়াছে যে,

“ স্মানার্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ ।

পুরতো বাস্তুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ ।

বসতে দেবলোকে তু অঙ্গরোগগণসেবিতঃ ॥

সর্ষবাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া ।

বাদনাজ্ঞতে পুণ্যং যন্তকোটিসমুদ্ভবং ॥

বাদিত্রিনিদৈস্তু ধ্যগীতমঙ্গলনিঃশ্বনৈঃ ।

যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্তুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥

বাদিত্রাণামভাবেতু পূজাকালে হি সর্ষদা ।

ঘণ্টাশব্দো নটরঃ কার্য্যঃ সর্ষবাদ্যময়ী যন্তঃ ॥

সর্ষবাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বজ্রতা ।

তস্মাৎ সর্ষপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥

মহন্তরসহস্রাণি মহন্তরশতানি চ ।

ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি দেবশঃ ॥ ”

ইহাতে কি বোধ হয় ? প্রাক্তন বহুদর্শী মনীষিগণ একটী যন্ত্রসম্বন্ধে এতদ্রূপ বাগ্‌বিত্যাস কি ক্ষিপ্ততানিবন্ধন করিয়াছেন ? তাহা কখনই নহে । অবশ্য ইহার অন্ত-
স্তলে একটী গূঢ়াভিপ্রায় নিহিত আছে । আমাদের বোধ হয়, সর্প প্রভৃতি খল জন্তুগণের ভীতি উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে দূরে তাড়িত করিবার জন্যই মুহূর্হু ঘণ্টাধ্বনির বিষয় এরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । ঘণ্টা যন্ত্রের শব্দ যেরূপ উচ্চ ও তীব্র তাহাতে এরূপ বিবেচনা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না । আবার সর্পারি গরুড়-মূর্তিপ্লুত ঘণ্টার বিষয়ও যখন উল্লিখিত শাস্ত্রাদিতে

লক্ষিত হইতেছে, তখন এই যন্ত্রবাদনের এইরূপ অর্থ-
বোধ প্রকৃত বলিয়া জানা অমূলক নহে । মাস্তল্যকার্যে
শঙ্খ, কঁাসর, ঘড়ি, ঝাঁঝার ইত্যাদিযন্ত্রেরও ব্যবহার এই-
রূপ অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছে । আমাদের দেশে
ধারণদণ্ডহীন ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি গরু, ছাগল
প্রভৃতি গাহঁস্ব্য পশুদিগের গলদেশে আবদ্ধ থাকে ।
(See গ্রিলট্)

ঘণ্টিকা (GHUNTIKA, a small bell common in India) ইহা
একটি ক্ষুদ্র ঘনযন্ত্রবিশেষ । পশুদিগের গলদেশে এবং
অগ্ন্যাগ্ন মাস্তল্য কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (See ঘণ্টা
and ক্ষুদ্র ঘণ্টা)

ঘর্ঘরা (GHURGHARA, a stringed instrument of the
ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদের একপ্রকার বীণা-
যন্ত্র ।

ঘর্ঘরা বা ঘর্ঘরিকা (GHURGHARA or GHURGHARIKA,
the Indian small bells used on some ornaments of the
children) অস্বদেশীয় শিশুদিগের কটিভূষণে এই যন্ত্র
ব্যবহৃত হয় । স্বর্ণ বা রৌপ্যে ইহা নির্মিত । ইহার
আর একটি নাম কিঙ্কিনী (Kingkini) । ঘর্ঘরা শব্দের
অপভ্রংশ ঘাঘর ।

ঘর্ঘরিকা বা ঘর্ঘরী (GHURGHARIKA or GHURGHARFEE,

a musical instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন
হিন্দুদিগের এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ।

ঘিরিফ (GHIRIF, a Turkish wind instrument) একটা
তুরুকদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

William C. Stafford's *Oriental Music*.

ঘুংগুর বা ঘুমুর (GHUNGUR or GHUMUR, the Indian
ankle bells) ইহা এক প্রকার ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র । নর্তক
বা নর্তকীগণ ইহার কতকগুলি সূত্রগুচ্ছিত করিয়া পাদ-
মূলে বন্ধন করত নৃত্যের সময় ব্যবহার করে । ঘুংগুর
যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয় । এক প্রকার
ক্ষুদ্রজাতীয়, উহাই নর্তকদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং
অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মেঘ, কুকুর, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি
গ্রাম্য পশুদিগের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল
পি, টি, ফ্রেন্স (Col. P. T. French) সাহেব বলেন,
ভারতবর্ষের পাদচারী পত্রবাহকেরা স্ব স্ব পত্রাধারবহন-
দণ্ডে ঘুংগুরগুচ্ছ আবদ্ধ করিয়া যাতায়াত করে ।
দ্রুতবেগে গমনকালে উক্ত গুচ্ছ হইতে যে শব্দ নির্গত
হয়, তাহা শুনিয়া শৃংগালাদি রাত্রিচর স্থাপদেরা পলাইয়া
যায়, এবং অনন্তসঙ্গ পত্রবাহকেরও সেই শব্দ কর্ণ-
কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকটা পথশ্রম অপনীত হয় ।

Col. P. T. French's *Catalogue of Indian
musical instruments*, from the Proceedings of the Royal
Irish Accademy. Vol. IX. Part I.

ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টী (GHOONTIKA or GHOONTEE, the Indian ankle bells) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ । ঘুণ্টা শব্দে পাদগ্রন্থি, তাহাতে আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহার ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টা এইরূপ নাম হইয়াছে । (See ঘুংগুর বা ঘুমুর)

চ

চরুকী (CHARKI, an Indian instrument made by a piece of wood) একটা কাষ্ঠনির্মিত ভারতবর্ষীয় যন্ত্র । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা ইহা ব্যবহার করে ।

চর্চরী (CHARCHARI, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্র । (See p. ২)

চৎসৎসরথ্ (CHATSOTSEROTH, a wind instrument of the ancient Hebrews) প্রাচীন হিব্রুদিগের একটা শুষির যন্ত্রবিশেষ । ধর্মপরায়ণ মুসা (Moses) ইহা ব্যবহার করিতেন ।

Numbers, x. ২. &c.

চলুমিউ (CHALUMEAU, an ancient wind instrument made of wood ; also of the reed kind, made of pewter) একটা কাষ্ঠ ও টিনমিশ্রিত সীসক ধাতুনির্মিত প্রাচীন শুষির যন্ত্রবিশেষ ।

চসসরা (CHASOSRA, a Hebrew wind instrument) একটা যিহুদিজাতীয় শুষিরযন্ত্র । (See চৎসৎসরথ্)

চাটজোজেরা (CHATZOGERAH, a Hebrew trumpet

একটি যিহুদিজাতীয় শৃঙ্গযন্ত্র । (See কেরেণ and p. ৪৩)

চালেম্পাঙ (CHALEMPUNG, a well known stringed instrument common in Java Island) যাবান্দীপে প্রচলিত একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহাতে ১০টি হইতে ১৫টি পর্য্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে এবং হার্পযন্ত্রের ন্যায় বাদিত হয় ।

Music and dancing, by Crafaurd, Esqr, from the

History of the Indian Archipelago. Vol. I.

চি (CHE, a Chinese instrument mounted with twenty five silk strings) চৈনদিগের পঁচিশটি রেসম-নূত্র-জাত তন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ ।

William C. Staflord's Oriental Music.

চিং (CHING, a name of Chinese Cheng) ইহা চৈন 'চেং' যন্ত্রের একটা নাম । (See চেং)

Ibid.

চিকারা (CHIKARA, an Indian stringed instrument) এক-টি ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র ।

চিত্রাবীণা (CHITRABINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা পুরাতন ততযন্ত্র বিশেষ । সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে ।

চিন্নর (CHINNOR, a Hebrew stringed instrument) একটি
হিব্রুজাতীয় ততযন্ত্র । ইহার আর একটি নাম কিন্নর
(Kinnor) । (See কিন্নর)

চেং (CHENG, a Chinese musical instrument) একটি চীনা
জাতীয় বাদ্যযন্ত্র । ইহার আকার একটি বাজের ঝায় ।
তাহার মধ্যভাগে কতকগুলি নল যোজিত থাকে । প্র-
ত্যেক নলে ইউরোপীয় অর্গ্যান অথবা আকর্ডিয়ন্ যন্ত্রের
ঝায় এক একটি ধাতব জিহ্বাকৃতি সম্বন্ধ করা হয় । এই
যন্ত্র মুখ দিয়া বাদিত হইয়া থাকে । নল সমূহের গাত্রে
যে সকল ছিদ্র থাকে, বাদক বাজাইবার সময় আবশ্যক-
মতে তাহাতে অঙ্গুলি বসাইয়া থাকেন ।

চেলিস্ (CHELIS, a harpkind instrument of the ancient
Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি বীণাজাতীয় যন্ত্র ।

William C. Stafford.

চৌতার (CHOWTARA, an Indian stringed instrument
mounted with four strings) ভারতবর্ষীয় তানপুরাজাতীয়
একটি ততযন্ত্র । ইহাতে চারিটি তার আবদ্ধ থাকে ।
ইহা অতি প্রাচীন ও গ্রাম্যযন্ত্র । ইহার দণ্ড সচরাচর
বংশেরই হইয়া থাকে । পশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের
গ্রাম্যদেশের ভিক্ষাজীবীরাই ইহার সমধিক ব্যবহার
করে । একতন্ত্রী অর্থাৎ একতারার অনুকরণেই এই
যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । (See p. 62)

চ্যাং (CHANG, a harpkind instrument of Persia) পারস্য

দেশের একপ্রকার হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । আরবদিগের এরূপ যন্ত্রের নাম জুক্ক । (See জুক্ক) । কিন্তু এ উভয়বিধ যন্ত্রের এখন আর ব্যবহার নাই । লেন (Lanc) সাহেব এরূপ যন্ত্রের দুই খানি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন । তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্তে এই দুইটী যন্ত্র চারি শত বৎসরের হইবে । ইহাদের আকার পূর্ব্বাঞ্চলীয় হার্পজাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ।

Ousley.

চ্যালিল (CHALIL, a Hebrew flute of the chalumeau species)

হিব্রুদিগের চলুমিউজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

জ

জগঝম্প (JOGOJHUMPA, an instrument of percussion common in India) ভারতবর্ষ প্রচলিত একটা আনঙ্কযন্ত্রবিশেষ । (See p.162)

জয়ঘণ্টা (JOYGHUNTA, the ancient largest bell of the Hindoos) হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃহত্তম ঘণ্টাযন্ত্র । দেবমন্দিরে এবং রাজতোরণে এই যন্ত্র ঝুলান থাকে । পূর্ব্বযুদ্ধের সময় ইহা সমরক্ষেত্রেও বাদিত হইত । (See ঘণ্টা) । ইউরোপীয়জাতিরা গির্জা প্রভৃতি উচ্চ স্থানে বড় বড় ঘণ্টিকা যন্ত্রের বাদনশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইবার নিমিত্ত উক্ত যন্ত্রের সহিত এইরূপ যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া রাখেন । সুতরাং যান্ত্রিক মৃদঙ্গদ্বারা ইহা বাদিত হইয়া সময় জ্ঞাপিত হয় ।

জয়ঢকা (JOYDHACCA, the largest and ancient drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের বৃহত্তম ও পুরাতন আনন্দযন্ত্র ।

ইহা পূর্বের যুদ্ধ সময়ে ব্যবহৃত হইত—এক্কেণে শক্তিপূজা ও শিবের গাজনে বাদিত হইয়া থাকে । (See p. 100)

জয়শঙ্গ (JOYSHRINGA, the largest trumpet of the Hindoos)

হিন্দুদিগের সর্ববৃহৎ শৃঙ্গযন্ত্র । পূর্বতনকালে ইহা সামরিক যন্ত্র ছিল—এক্কেণে অন্যান্য সাম্রাজ্যিক ক্রিয়োপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় । ইহার আর একটী নাম রণশৃঙ্গ ।

(See p. 84)

জরুণা (ZURNA, a wind instrument of the Turks used in battles) তুর্কদেশীয়দের একটী সামরিক শুষিরযন্ত্র ।

ইহার অবয়ব ও স্বর ইং বাজি ওবয়ের ন্যায় (See কাবাজুরনা and ওবয়)

জলভাণ্ড বা ভুড়ভুড়ী (JALABHANDA or BHURRBHURRI, an Indian instrument for children) একটী ভারত-বর্ষীয় বালযন্ত্র ।

ছোট ছোট শিশুরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে । মুসলমানদের বদনার ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটী মুখের মনল ক্ষুদ্র ভাণ্ডে কলকল জল রাখিয়া ঐ নলে ফুৎকার দিলে ইহার মধ্যস্থিত জল কলকল শব্দ নির্গত হইয়া থাকে ।

জাঞ্জি বা জাঞ্জি (ZANZE or ZHANZE, a wind instrument of the Negros) নিগ্রোদিগের একটী শুষিরযন্ত্র । (See আম্বিরা)

জানরফিকা (ZANORPHICA, a species of clavier instrument, and performed upon with a bow) একপ্রকার সারি-কাবিন্যস্তযন্ত্র এবং ধনুর্দ্বারা বাদিত ।

জাম্পোগ্না (ZAMPOGNA, an ancient Italian wind instrument) একটা ইতালীয় প্রাচীন শুষিরযন্ত্র । অধুনা ইহার প্রচলন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে না । এই যন্ত্রটিকে সালুমু (Chalumeau) বা শালমেই (chalmei) এই সংজ্ঞাতেও অভিহিত করা হইত । ইহার ধ্বনি কতকটা ক্লারিনেটের (clarinet) ন্যায় শুনাইত ; কিন্তু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট । ইতালীদেশীয় কৃষিজীবীরা ইহার ব্যবহার করিত । যিহুদীদের মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা নামক যন্ত্র অনেকটা ইহার ন্যায় । (See p. 88 and মাগ্রেপা) .

জিংরি (GINGRI, a Phoenician wind instrument) একটা ফিনিসীয় শুষিরযন্ত্র । ইহা প্রায় এক ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হইত । ফিনিসীয়েরা যুত ব্যক্তিদের সমাধি আরোপনকে ইহাতে গান বাজাইত ।

Stafford's Oriental Music.

জিংলারাস্ (GINGLARUS, a small Egyptian flute) একটা ক্ষুদ্র মৈসর শুষিরযন্ত্র ।

জিউস্স ডান্‌চেস্ (JEUX D'ANCHES, a wind instrument made of reed) একটা নলনির্মিত শুষিরযন্ত্র ।

জিঙ্কেন্ (ZINKEN, an ancient wind instrument made of

wood) একটি কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ।
এক্ষণে ইহা অপ্ৰচলিত।

জিঙ্গল্‌স্ (JINGLES, small bells for using on drum) ঢকা-
যন্ত্রে সংলগ্নার্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।

জিল্ (ZIL, Turkish castagnettes used in battles) তুরুক-
দেশীয় সামরিক করতালযন্ত্র।

William C. Stafford.

জিল্লা (JILLA, a common copper kettle drum of Hindoo-
stan) একটি ভারতবর্ষের তাম্রনির্মিত সাধারণ আনন্দ-
যন্ত্র। গ্রাম্যালোকে ইহা ব্যবহার করে।

Ibid.

জিল্ হার্মণিকন্ (XYLIHARMICON, a wooden harmo-
nica) একপ্রকার কাষ্ঠনির্মিত হার্মণিকায়ন্ত্র।

জীজ (GIGUE, a species of stringed instrument) একপ্রকার
ততযন্ত্র। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃষ্ট শতাব্দীতে
এই যন্ত্র ফ্রান্স দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্ত পঞ্চ-
দশ শতাব্দীতে ইহাই রেবেক (Rebec) নামক যন্ত্রে
পরিণত হইয়া ছিল বলিয়া বোধ হয়। (See রেবেক)

জুঙ্ক (JUNK, an Arabian harpkind instrument) একটি
আরবদেশীয় হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See চ্যাং)

জুফেলো (ZUFFELO, according to Chambers, an Italian
flute or flageolet possessing a shrill sound, and like
the whistling of small birds) চেম্বার্স সাহেবের মতে

ইহা একটী ইতালীয় ফ্লুট বা ফ্লাজিওলেট । ইহার স্বর তীব্র এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণের শিশের ন্যায় ।

জুমারা (ZUMMARAH, an Egyptian wind instrument made by two reeds) মিসরদেশীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ । ইহা সে দেশের নাবিকদের অতি প্রিয় যন্ত্র । ইহার দুইটী নলের দৈর্ঘ্য সমান । (See p. 88) । মিসরে আগুল নামে আর একটী যন্ত্র আছে, তাহার একটী নল অপরটী অপেক্ষা দীর্ঘতর । (See আগুল)

জুস-হার্প (JEWS-HARP, an instrument made of iron) একটী লৌহনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে একখণ্ড স্থিতিস্থাপকগুণপেত লৌহ-জিহ্বা সংযুক্ত থাকে । বাদক অঙ্গুলিদ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া নিশ্বাসদ্বারা বাদন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন । (See J. F. Danneley's Dictionary of Music) । আমাদের দেশে বহুকাল হইতে মাচঙ্গ নামক এইরূপ একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বোধ হয়, উহাই দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে । (See p. 53)

জেল্‌জেলিম্ (TZELTZELIM, an instrument of percussion of the Hebrews) যিহুদীদের একপ্রকার ঘনযন্ত্র । ইহা ইউরোপায়দিগের সিম্বল এবং হিন্দুদিগের বাল্লক যন্ত্রের ন্যায় । যিহুদীদের এইরূপ আর দুইটী মেজিলোথ্ ও মেংজিল্‌থিম্ নামক যন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদের

আকার বিভিন্ন এবং তাহারা ভিন্নরূপ শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

জোবেল্ (JOBEL, according to some musicians, a wind instrument of the trumpetkind and used by the Hebrews)
কোন কোন সঙ্গীতবেত্তার মতে ইহা শৃঙ্গজাতীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ এবং যিহুদীজাতি কর্তৃক ব্যবহৃত।

Exod. xix. 13 ; Jos. vi. 4, 5, 6, 8, 13.

বা

ঝঞ্জা বা ঝাঁজ (JHUNJA or JHAN), a metallic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র।
ইহাকে ঝাঁঝরও কহে। (See p. 108)

ঝঝর (JHURJHAR), a Hindoo instrument of percussion)
হিন্দুদিগের একটি কাঠগণ্ডে চৰ্ম্মপুটাচ্ছাদিত আনকযন্ত্র।
ইহাকে কড়র বা কাড়া কহে। (See p. 100)

ঝঝরী (JHURJHARI, the jhunjhar and also a species of Hindoo cymbal) ঝঝরান্ন এবং হিন্দুদিগের একপ্রকার মন্দিরযন্ত্র।

ঝলরী, ঝল্লরী ও ঝল্লা (JHALARI, JHALLARI and JHALLI, hurruka or jhurjhar of the Hindoos) হিন্দুদিগের ছড়ুকা বা ঝঝরযন্ত্র। (See ছড়ুকা and ঝঝর)

ঝল্লক (JHILLAKA, a species of metallic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের কাংস্যনির্মিত করতাল যন্ত্র

(See করতাল) । এই যন্ত্রের সহিত কাংস্য বা কাঁসোর যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ঝাঁঝর (JHANJHARA) । (See ঝঞ্জা or ঝাঁজ and p. 108)

ঝাঁঝরী (JHANJHARI, the small jhanjara) ছোট ঝাঁঝর যন্ত্র ।

ঝিল্লি (JHILLI, an ancient Hindoo instrument made of metal) হিন্দুদিগের একটা ঘনযন্ত্রবিশেষ । শঙ্খ ঘণ্টা-দির ন্যায় ইহাও যে বহু প্রাচীন শাস্ত্র দেখিলে তাহা প্র-তিপন্ন হয় ;—

“ ষণ্টাশঙ্খস্তথা ভেরীমৃদঙ্গোঝিল্লিরেব চ ।

পঞ্চানাং শস্যতে বাদ্যং দেবতারামনেষু চ ॥ ”

ইতি গৃঢ়ার্থদীপিকা ।

ঝুম্‌ঝুমী বা ঝুম্‌ঝুমী (JHUNJHUNI or JHUMJHUMI, an instrument of the Hindoos for children) হিন্দুজাতির একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র । ইহা কাষ্ঠ কিম্বা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নিৰ্ম্মিত হয় । ইহার কোষমধ্যে গুঞ্জা-কৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ বা বক্কর পূর্ণ থাকে । শি-শুগণ এই যন্ত্র লইয়া খেলা করে । এই যন্ত্র কাগজেরও হইয়া থাকে ।

ট

টুক্‌কে (TUK-KAY, a stringed instrument like a lizard, common in Siam) একটা ততযন্ত্রবিশেষ । টিক্‌টি-

কির ন্যায় নির্মিত হয় বলিয়া এই যন্ত্রের ঈদৃশ নাম হইয়াছে। একখণ্ড কাঠে ইহা গঠিত। ইহাতে দুইটা রেসম-তন্তু এবং একটা পিত্তল-তার যোজিত থাকে। শ্রামদেশে এই যন্ত্র প্রচলিত।

কটতন্ত্রী (TAKATANTRI, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ততযন্ত্র। (See সঙ্গীত-দর্পণ)

টফ্ (TOPH, a Jewish instrument of percussion) যিহুদী জাতীয় আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে টিম্ব্রেল (Timbrel) অথবা টাব্লেট (Tabret) বলেন। আমাদের দেশের “ ডম্ফ ” এবং আরব দেশের “ বা “ আতুফ্ ” যন্ত্রের ন্যায়। (See ডম্ফ and আতুফ্)

টম্-টম্ (TOM-TOM, a species of drum) একপ্রকার ঢকায়ন্ত্র।

টমিটম্ (TAMMETAM, an instrument of percussion common in Ceylon) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। অস্ট্র-দেশীয় ঢকার ন্যায় ইহার আকার। সিংহলবাসীরা কাডিপো (Kaddipow) নামক কাষ্ঠিকাদ্বারা ইহা বাজাইয়া থাকে।

টার্পডিয়ন (TERPODION, a curious musical instrument like harmonium, made by Buschmann) বক্মান নামক জনৈক ব্যক্তি-নির্মিত হারমনিয়মের ন্যায় একটা অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু হারমনিয়ম অপেক্ষা ইহার ধ্বনি

সুমধুর এবং কলকৌশল অপূর্ব। হাম্বুর্গ নগরে উপরিউক্ত নির্মাতার পিয়ানোফোর্টি নির্মাণগৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুত মহাত্মা ডিউক্ অব সাক্স কোবর্গ (Duke of Sax Cobourg) এই যন্ত্রের এইরূপ আখ্যা প্রদান করেন।

টাবরেট (TABRET, an English instrument of percussion)
একটি ইংরাজী আনন্দযন্ত্র। (See টাবোর or টাবোরেট)
ইহা আমাদের দেশের “ডম্ফ”, আরব দেশের ‘ডফ’
বা “আতুফ্” এবং যিহুদীদের “টফ” যন্ত্রের ন্যায়।
(See ডম্ফ, ডফ and টফ)

টাবোর বা টাবোরেট (TABOUR or TABOURET, a
small drum beaten with a stick) একটি ক্ষুদ্র ঢকা-
বিশেষ। একটি ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহা বাদিত হয়।

টালী (TALLEA, a bronze instrument of the Singhalese)
সিংহলীয়দের একটি পিত্তলনির্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ।
মুদ্রারদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের
ঘড়ি যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (See ঘড়ি and
p. 109)

Stafford's *Oriental Music*.

টিওবা বা থিওবি (TEORBA or THEORBE, the bass-lute)
এক প্রকার ততযন্ত্র। ইহাকে বাসলুট কহে। ১৬৫০
খৃষ্টাব্দে বার্দেলা (Bardella) নামক জনৈক ব্যক্তিকর্তৃক
এই যন্ত্রটি নির্মিত হয়।

টিণ্টিনাবুলম্ (TINTINABULUM, a small bell) একা
ক্ষুদ্র ঘণ্টা ।

টিপোনাজ্‌লি (TEPONAZTLI, a drumkind instrument
of the Mexicans) মেক্সিকীয়দের একটা ঢকাজাতী
যন্ত্র । ইহার আকার গোল এবং অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা
ইহার মধ্যস্থলে দুইটা সমান্তরাল ছিদ্র ব্যতীত আ
কোন ছিদ্র নাই । সেই দুইটা ছিদ্রে শলাকার আঘা
করিয়া ইহা বাদিত হইত । এই যন্ত্র অনেকবিধ ছিল
কিন্তু এক ক্ষুদ্রদেশে ঝুলাইয়া বাজাইবার জন্য যেগুলি
মিশ্রিত হইত, তাহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত
অপর গুলির অবয়ব পাঁচ ফুট ।

W. C. Stafford.

টিবি এম্বাটরি (TIBIÆ EMBATERI, a wind instrument
of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একা
শুঘিরযন্ত্র । ইহা গানের সময়েই অধিকতর ব্যবহৃত
হইত । (See টিবিয়া এম্বাটরিয়া)

W. C. Stafford.

টিবি জেমিনি (TIBIÆ GEMINÆ) বা
টিবি পারিস (TIBIÆ PARES, a Grecian, and a
ancient Roman wind instrument) ইহা গ্রিসীয় এবং
প্রাচীন রোমকদিগের একপ্রকার শুঘিরযন্ত্র । (See
note p. 76)

টিবি বাইফোরিস্ বা টিবি কন্‌জুগাট (TIBIÆ BIFORES)

TIBIÆ CONJUNCTÆ, the name of an ancient instrument composed of two species of flutes, bound together in such a manner as to have but one mouth-piece, and performed by one person) একটা প্রাচীন যন্ত্রের নাম ।

সেই যন্ত্রটি একত্রে দুইটি ফুট বদ্ধ হইয়া একপে নির্মিত হইত যে, বাজাইবার দ্বারা একটা মুখ থাকিত । একজন লোকের দ্বারা উহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত ।

টিবি মল্‌টিসোনস (TIBIÆ MULTISONANS, a strong-toned Egyptian instrument) একটা মিসরীয় তীব্রস্বরী শুমিরযন্ত্রবিশেষ ।

টিবিয়া (TIBIA, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা শুমিরযন্ত্র । উইলিয়াম সি, স্টাফোর্ড (William C. Stafford) সাহেব বলেন, আদৌ এই যন্ত্রটি পশ্চিমতে নির্মিত হইত, তদনন্তর প্রাচীনের কাল্প এবং ধাতব পদার্থে নির্মাণ করিতেন । কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কোষকার জে, এফ, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেবের মতে “টিবিয়া” এই শব্দটি শুমিরযন্ত্র সমূহের প্রাচীন ও সার্বজনিক ল্যাটিন (Latin) নাম ।

টিবিয়া এম্বাটেরিয়া (TIBIA EMBATERIA, one of the ancient flutes common to the Lacedemonians, and used to accompany songs sung previous to an engagement with the enemy) লাসিদিমনিয়দের একটা শুমিরযন্ত্র । শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার

পূর্বে যে সকল গাত গাওয়া হইত, তাহাদের সঙ্গে এ যন্ত্রটী বাজিত ।

টিবিয়া সিটিসিনম্ (TIBIA CITICINUM, a species of flutes of the ancients, used on funeral occasions)
প্রাচীনদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রি
য়োপলক্ষে ব্যবহৃত হইত ।

টিম্পানম্ (TYMPANUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একট
আনন্দযন্ত্রবিশেষ । (See টিম্পানোলম্)

টিম্পানম্ বেলিকম্ (TYMPANUM BELLICUM),

টিম্পানি (TYMPANI) অথবা

টিম্পানো (TYMPANO, a kettle drum) কেটেল ড্রমযন্ত্র
(See কেটেল ড্রম)

টিম্পানোলম্ (TYMPANOLUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী আনন্দ
যন্ত্র । ইহার আকার জয়চক্রার ন্যায় ।

টিম্বেল (TIMBALE, a name of drum) ড্রমযন্ত্রের একটী
নাম ।

টিম্বেল (TIMBREL, an instrument of percussion of the Greeks, Romans, Hebrews, &c.) গ্রীক, রোমীয়, যিহুদী
প্রভৃতি জাতিদের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

টুক্কুরী (TUKKURI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র ।

টুকুরী যন্ত্রই অধুনা টিকারা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । (See p. 103)

টুড় (TURR, a Burmese instrument of the violinkind, goodly engraved and ornamented) ব্রহ্মদেশীয়দের এক প্রকার বাহুলীনজাতীয় যন্ত্র, এবং সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত ।

W. C. Stafford.

টুন্টুনী (TOONTOONEE, an instrument with one wire string) একতন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র । (See এক-তন্ত্রিকা p. 62) এই নামে আর একজাতীয় যন্ত্র আছে । উহা মিসির আকারে কাচে নির্মিত এবং উহার তলভাগ অত্যন্ত পাতলা । বালকেরা ঐ যন্ত্রের নলটী ওষ্ঠাধরে চাপিয়া ধীরে ধীরে মুখজাত শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াদ্বারা উহা বাজাইয়া থাকে ।

টুবা (TUBA, an Egyptian or Hebrew trumpet) ফাঁফোর্ড সাহেবের মতে এই যন্ত্রটী শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং যিহুদাদিগের ব্যবহৃত । ইহার আর একটা নাম ট্রাম্পেট অব জুবিলি (Trumpet of jubilee) । কিন্তু দানিশ সাহেব বলেন, ইহা মিসরীয়দের একটা শৃঙ্গযন্ত্র এবং বোধ হয়, ওসাইরিস (Osiris) দেবতা কর্তৃক আবিষ্কৃত ।

টেনার ভায়ল (TENOR VIOL, the alto viola) একপ্রকার ততযন্ত্র ।

টেস্টুডো (TESTUDO, a harpkind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার বীণাজাতীয় যন্ত্র।
(See p. 20)

ট্যাবালো (TABALLO, a kettle drum) একটা আনদ্ধযন্ত্র-
বিশেষ ।

ট্যাম্‌ট্যাম্ (TAMTAM, the Chinese gong) চীনদেশীয় পেটা-
ঘড়ি । ঘড়ির বিস্তারিত বিবরণ ১০৯ পৃষ্ঠায় এবং দড়ি
ও গঙ শব্দে দ্রষ্টব্য ।

ট্যাম্‌ট্যামী (TAMTAMEE, a small instrument of the Hin-
doos) হিন্দুদিগের একটা ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র ।

ট্রম্প, ট্রম্পিট্ বা ট্রম্পেট (TROMP, TROMPETTE or
TROMPET, the trumpet) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহার
আকার আগাদের তুরীর ন্যায় । (See ট্রম্পেট)

ট্রম্পেট্ (TRUMPET, a remarkable European wind instru-
ment) ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ । হর্ন
(Horn) অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক বাদিত
হইতে পারে । ইহা ইংরাজী ঐকতানিকায় ব্যবহৃত
ও পিত্তলদ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে । এছাড়াও যন্ত্র
প্রায় আসিয়ার সমুদয় দেশে প্রচলিত আছে । (See p. ৪৭)

ট্রম্পেট্ আ ক্লেফ্‌স্ (TRUMPETTE A CLEFS, a keyed
trumpet) চাবিযুক্ত তুরীবিশেষ ।

ট্রম্পেটা আ পিস্টন্‌স্ (TROMPETTA A PISTONS, a spe-
cies of trumpet) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

ট্রম্ব, ট্রম্বনি বা ট্রম্বোন (TROMB, TROMBONI or TROMBONE, a brazen wind instrument used in European concert)

ইউরোপীয় ঐকতানবাদ্যে ব্যবহৃত পিত্তলনির্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র সচরাচর তিনপ্রকার হইয়া থাকে ;—বাস (Bass), টেনর (Tenor), এবং আল্টো (Alto)। বাস ট্রম্বোনের স্বরগ্রাম জি (G) অর্থাৎ পঞ্চম, এফ (F) অর্থাৎ মধ্যম এবং ই-ফ্লাট (E-flat) অর্থাৎ কোমল গান্ধার বদ্ধ থাকে বলিয়া এই যন্ত্র আবার তিন প্রকারের হয়। পঞ্চমে বাঁধা বাস ইংলণ্ডে বিশেষ প্রচলিত। এইরূপ টেনর সি (C) অর্থাৎ যড়জে এবং নিখাদ কোমলে বাঁধা থাকে, এবং আল্টো (Alto) এফ (F) অর্থাৎ মধ্যম, ই-ফ্লাট (E-flat) অর্থাৎ কোমল গান্ধারে বাঁধা থাকে।

ট্রম্বা (TROMBA, the Italian trumpet) ইতালীয় শৃঙ্গ-যন্ত্র।

ট্রম্বা মেরিণ বা ট্রম্বা মেরিয়া (TROMBA MARIN or TROMBA MARIA, an ancient stringed instrument played with a bow) ধনুর্ধারী বাদ্যিত একপ্রকার বহুমুখ। প্রায় দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল এই যন্ত্রটী নির্মিত হয়। ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে—কদাচিত্ খৃষ্টীয় কুমারীদের আশ্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ট্রম্মেল (TROMMEL, a military drum) একটী সামরিক জয়

টকা। এইরূপ বৃহজ্জাতীয় জয়টকাকে “গ্রোস ট্রাম্মেল” (Grosse Trummel) বলে।

ট্রায়ঙ্গেল (TRIANGLE, a military instrument of percussion made of steel, and is simply rhythmic) একটা ইম্পাং-নির্মিত সামরিক যন্ত্র। ইহা ত্রিকোণবিশিষ্ট এবং বাদ্যকালে তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত।

ড

ডফ্ বা ডেফ্ (DOFF or DEFF, an instrument common in Arabia and Barbary) আরব ও বার্বরি দেশে প্রচলিত একটা আনন্দযন্ত্র। ইহা চতুষ্কোণাকার ও মেঘচর্ম্মাচ্ছাদিত। এই যন্ত্র প্রাচীন মিসরীয়দের স্কোয়ার তাম্বোরিন (Square Tambourin) এবং যিহুদীদের টফ (Toph) যন্ত্রের ন্যায়। (See টফ)। আমাদের ডম্ফ (Dompha) যন্ত্রের সহিত ইহার সংজ্ঞা, আকার ও কার্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে। (See ডম্ফ and p. 105)

ডফ্ দে (DOFFDE, and instrument of percussion common in India) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় আনন্দযন্ত্র।

William C. Stafford.

ডবল গ্রাণ্ড পিয়ানো ফোর্টি (DOUBLE GRAND PIANO FORTE, a well-known double keyed instrument) ইহা একটা প্রসিদ্ধ চাবিযুক্ত যন্ত্র। নিউইয়র্ক নগর পিরসর (James Pirssor) নামক জনেক ব্যক্তি কর্তৃক

নির্মিত। এই যন্ত্রের প্রত্যেক দিকে এক প্রস্থ করিয়া চাবি থাকায়, উভয় পাশে দুই প্রস্থ চাবি আছে।

ডবল ড্রাম (DOUBLE DRUM, the European largest drum used in military band) সামরিক বাদ্যে ব্যবহৃত ইউরোপীয় সর্ববৃহৎ ঢকা। ইহা উভয় পাশেই আনত হইয়া বাদিত হয়।

ডবল-পাইপ (DOUBLE-PIPE, a species of wind instrument) একটা দ্বিনল যন্ত্র। দুইটা নল পার্শ্বপার্শ্ব সমসূত্রপাতে একত্র করিয়া ইহা নির্মিত হয়। কারল এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন হিন্দুরা এই যন্ত্রকে পুগী কহেন। কিন্তু আমরা জানি ইহা পুগীর ন্যায় দ্বিনলবিশিষ্ট হইলেও, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। (See p. 87)

ডবল ফ্লুট (DOUBLE FLUTE, an instrument composed of two tubes, but with one mouth-piece) একমুখবিশিষ্ট একটা দ্বিনলযন্ত্র। এরূপ কথিত আছে যে, হ্যাগ্নিস্ (Hyagnis) ইহার আবিষ্কারক। ১৫০৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

ডবল বাস (DOUBLE BASS, the largest bass) বাসযন্ত্রের মধ্যে ইহা বৃহত্তম এবং গভীরতম স্বরনিঃসারক। ইহাতে দুই, তিন, চারি ও পাঁচটা পর্য্যন্তও তন্তু যোজিত থাকে। কিন্তু সচরাচর চারিটা তন্তুই দেখা

যায়। এবং ইহাতে ই (E), এ (A), ডি (D), ও জি (G) এই সকল স্বর বাদিত হইয়া থাকে।

ডম্ফ (DOMPHIA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি আনন্দ যন্ত্র। (See p. 2) একটি বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের এক দিকে চর্ম্মাচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত। ইহা ইংরাজদের টাবরেট আরবদের ডফ এবং য়িহুদীদের টফ যন্ত্রের ন্যায়। (See p. 105)

ডমরু (DAMARU, an ancient and small Hindoo instrument of percussion used by the snake-charmers &c.) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনন্দযন্ত্রবিশেষ। আহিভুণ্ডিকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। এতদ্ভিন্ন ভল্লুক ও বানরকীড়কেরাও বাজাইয়া থাকে। কথিত আছে, ইহা মহাদেবের অন্যতর প্রিয় যন্ত্র। (See p. 104)

ডাওল (DAOUL, a Singhalese instrument of percussion) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইহা লম্ব-দীর্ঘ আকারে (Oblong-form) গঠিত। আমাদের ঢোলের সহিত ইহার কতকটা সংজ্ঞা ও কার্যগত মিল আছে। ডাওলিকেরা ডাওল-কাডিপোন (Daoul-kadipone) নামক একটি চিত্রিত যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করে।

ডল (DAUL, a species of Turkish instrument of percussion)

একপ্রকার তুরকদেশীয় আনন্দযন্ত্র। ইহার আকার
বৃহৎজাতীয় ঢকার ন্যায় এবং যুদ্ধের সময় ইহা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডল্‌কান (DOLCAN, "dolciano ") বংশিজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

(See ডলসিনো বা ডল্‌সিয়ানো)

ডল্‌সিনো বা ডল্‌সিয়ানো (DOLCINO or DOLCIANO,

small bassoon) ছোট বাসুনযন্ত্র। ইহা পূর্বে অধি-
তর ব্যবহৃত হইত।

ডল্‌সিমার (DULCIMER, an European stringed instrument)

একটি ইউরোপীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ত্রিকোণ বা অন্যপ্র-
কার কাঠনির্মিত বাস্তের উপরে তন্ত বা তার বন্ধন পূর্বক
এই যন্ত্র প্রস্তুত হইত। শলাকা দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া
সম্পাদিত হইত। (See 2nd note p. 48)। পারস্য,
হিব্রু, আসিরীয় প্রভৃতি জাতিদের এইরূপ যন্ত্র ছিল।

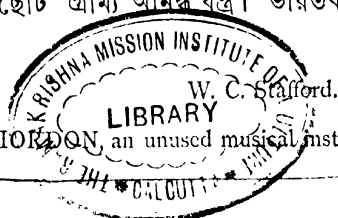
ডাইকর্ড (DICHORD, a double stringed instrument) একটি

দ্বিতন্তবিশিষ্ট যন্ত্র।

ডাক (DAK, a small rural instrument of percussion common

in India) একটি ছোট গ্রাম্য আনন্দ যন্ত্র। ভারতবর্ষে
ইহার প্রচলন।

ডিকাকর্ডন (DECACHORDON, an unused musical instru-



ment mounted with ten strings) একটী দশতন্তুবিশিষ্ট
অপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র ।

ডিণ্ডিম (DINDIMA, an ancient instrument of percussion
of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন আনন্দ-
যন্ত্র ।

ডিস্কাণ্ট জীজ (DISCANT GEIGE the unused name of vio-
lin) বাহুলীন যন্ত্রের অপ্রচলিত নাম ।

ডুগডুগা বা ডুগডুগী (DUGDUGA or DUGDUGI, a small
hand-drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ক্ষুদ্র
আনন্দযন্ত্র । ইহা ডমরু শব্দের অপভ্রংশ । (See ডমরু
and p. 104)

ডুট্কা (DUTKA, a Russian wind instrument composed of
two pipes) একপ্রকার শুমিরযন্ত্র । দুইটী নল একত্র
করিয়া এই যন্ত্র নিৰ্ম্মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক নলে
তিনটী করিয়া ছিদ্র থাকে । ইহা বাজাইবার সময় বোধ
হয় যেন দুই জন ব্যক্তি বাজাইতেছে । রুসীয়েরা ইহা
ব্যবহার করে ।

W. C. Stafford.

ডুট্‌সি ফ্লোটি (DEUTCHE FLOTE, a German flute) ইহা
একটী জৰ্ম্মণ শুমিরযন্ত্র ।

ডেঙ্গরী (DENGARI, a name of dindima) ডিণ্ডিম যন্ত্রের
অন্যতর নাম ।

ডেনিস্ ডর (DENIS D'OR, a musical instrument like piano forte) পিয়ানোফোর্ট'র ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ।

ডেভিড্‌স-হার্প (DAVID'S HARP, a species of stringed instrument of the Jews) যিহুদীদের একপ্রকার তত-যন্ত্র । (See কিমর)

ডেয়ার (DAIRE, the tambourin or hand-drum) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

ডেলিন (DELYN, the Welsh name of harp) হার্প যন্ত্রের ওয়েলস্ দেশীয় নাম ।

ডৌলা (DOULA, a Singhalese instrument of percussion) একটা আনন্দযন্ত্র বিশেষ । ইহা প্রায় দেখিতে বেড়িগোদিয়া যন্ত্রের ন্যায় । (See বেড়িগোদিয়া) । কিন্তু আমাদের অন্ততর গ্রাম্যযন্ত্র ঢোলের সঙ্গে ইহার আকার, নাম ও কার্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে । ইহাতে বোধ হয় ঢোলের অনুকরণেই ইহা নির্মিত হইয়া থাকিবে । সিংহলীয়েরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে ।

ড্রম (DRUM, a well-known military instrument of percussion, specially common in Europe) একটা সুপ্রসিদ্ধ সামরিক আনন্দযন্ত্র এবং ইউরোপে ইহার বিশিষ্টরূপ প্রচলন । এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশেও ইহা দেখা যায় । ভারতবর্ষের ঢকা এবং জয়ঢকা আর ইউরোপীয় ড্রম একশ্রেণীর সামরিক যন্ত্র । (See ঢকা and জয়-ঢকা)

ড্রিকোরিগ (DRECORIG, a large piano forte) একটা বৃহৎ পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র । ইহার প্রত্যেক সুরে তিনটি করিয়া তন্তু থাকে ।

ঢ

ঢকা (DHAKKA, a well-known and very ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একটা সুপ্রসিদ্ধ এবং অতিপ্রাচীন আনন্দযন্ত্র । (See p. 100 ; জয়ঢকা and ডুম)

ঢোল (DHOLE, an ordinary drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা সাধারণ ও গ্রাম্য আনন্দযন্ত্র । (See p. 99)

ঢোলক (DHOLUCK, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের আনন্দযন্ত্রবিশেষ । (See p. 98)

ঢোলকী (DHOLUCKI, a small dholuck of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা ছোট ঢোলকযন্ত্র ।

Carl Engel.

ত

তবল্‌শামি (TUBLESHAME, an instrument of percussion of the modern Egyptians) আধুনিক মিসরীয়দের একপ্রকার আনন্দযন্ত্রবিশেষ । আধুনিক মিসরীয়েরা ইহা বিবাহাদি উপলক্ষে এবং সম্মানীদের মেলায় ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহার খোল রাং ও তাত্রনির্মিত এবং মুখে চর্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ

থাকে । ইহার বাদনক্রিয়া গলায় ঝুলাইয়া হইয়া থাকে ।

তবলা (TUBLA, an instrument of percussion common in India) ভারতবর্ষে প্রচলিত একটি আনন্দযন্ত্র ।
(See p. 99)

Carl Engel.

তম্বলী (TOMBALEH, a military instrument of percussion of the Turks) তুরস্কজাতিদের একপ্রকার সামরিক আনন্দযন্ত্র । ইহার আকার অনেকাংশে তবলার ন্যায় ।

তায়ুশ বা মায়ুরী (TAYUSH or MAYOORI, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি তত-যন্ত্রবিশেষ । (See p. 57)

তান্পূর বুজুরু (TAMPOUR BOUZOURK, a very remarkable Persian Stringed instrument) ইহা পারস্যদেশীয় অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে পাঁচটি তার যোজিত এবং পাঁচটি সারিকা সম্বন্ধ থাকে । কখন কখন ইহার অলাবুনিম্বিত ভাগটি অতি সুন্দর ও মণিমুক্তাখচিত হয় ।

তান্পুরা বা তাম্বুরা (TANPOORA or TAMBOURA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দু-দিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাকে তুম্বুরু বীণা বা তম্বুরা কহে । (See p. 37)

তাপন (TAPON, an Indian drum struck with the hand)

হস্তদ্বারা বাদিত ভারতবর্ষীয় আনন্ধযন্ত্রবিশেষ ।

J. F. Dannelcy

তাম্বোর (TAMBOUR, a military instrument of percussion)

একটি সামরিক আনন্ধযন্ত্রবিশেষ ।

তাম্বোর ডাইরেন্ (TAMBOUR D'AIRAIN, a species of

drum) একপ্রকার ঢকা । ইহার খোল তাম্রনির্মিত

এবং কেবল একপার্শ্ব চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত । দুইটি

ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহা বাদিত হয় ।

তাম্বোর ডি বাস্ক (TAMBOUR DE BASQUE, a small

drum) একটি ক্ষুদ্র ঢকাবিশেষ । ইহার পরিধি চারি

ইঞ্চি অপেক্ষা বেশী নহে, এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র

ঘটিকাসম্বন্ধিত হইয়া কেবল একথণ্ড চর্মে আচ্ছা-

দিত থাকে ।

তাম্বোর ডিস নিগ্রেস (TAMPOUR DIS NEGRES, an

instrument of percussion) একটি আনন্ধযন্ত্রবিশেষ ।

বৃক্ষের গুঁড়ির অন্তর্ভাগ খোদিত করিয়া তাহার এক

মুখে একথণ্ড ছাগ বা মেঘচর্ম আচ্ছাদনপূর্বক এই যন্ত্র

নির্মাণ করিতে হয় । এই যন্ত্র অনেক প্রকার, তন্মধ্যে

কতকগুলির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এবং ব্যাস কুড়ি বা ত্রিশ

ইঞ্চি ।

তাম্বোর ডিস্ লাপন্স্ (TAMBOUR DES LAPONS, an

instrument of percussion) একটি আনন্ধযন্ত্র । একথণ্ড

কাঠের অন্তর্ভাগ শূন্য করিয়া ডিম্বাকারে ইহার খোল নির্মিত হয় এবং তাহার মুখে একখণ্ড পাতলা চর্ম সংযুক্ত থাকে । ইহার খোল এবং আচ্ছাদিত চর্ম লোহিত বর্ণে রঞ্জিত । একটা ক্ষুদ্র দণ্ড বা অস্থি দ্বারা ইহা বাদিত হয় ।

তাম্বোরিন্ (TAMBOURIN, an instrument of percussion)

একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । প্রাচীন মিসরীয়, আসিরীয়, যিহুদী প্রভৃতি জাতিরা ইহা ব্যবহার করিত । এই যন্ত্র বর্তমান সময়ে ইউরোপ এবং আসিয়ায় যেরূপ গোলাকারে গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, পূর্বেও সেইপ্রকার হইত । অধিকন্তু তদানীন্তন পূর্বোক্ত জাতিরা চতুর্কোণ (Square) এবং লম্ব-চতুর্কোণ (Oblong-square) তাম্বোরিন্ যন্ত্রও ব্যবহার করিত । কখন কখন ধ্বনি মাধুর্যের জন্য চতুর্কোণাকৃতি তাম্বোরিন্ যন্ত্রের আচ্ছাদিত চর্মপটে একটা বিভাজিকা-বন্ধনী (Bar) সংযুক্ত করিয়া সমদ্বিভাগে বিভক্ত করা হইত । এই যন্ত্র পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই নিকট অধিকতর ব্যবহৃত ।

Burney's History of Music.

তাম্বোরিন্ ডি প্রোভেন্স (TAMBONRIN DE PROVEN-

CE, a drum of which the case is longer and straighter than that of the common drum and is struck with a single stick) একটা ঢকাযন্ত্রবিশেষ । সাধারণ ঢকা-

পেঞ্চা ইহার খোলটি অধিকতর দীর্ঘ ও ঝঞ্ঝু । ইহা কেবল যষ্টিদ্বারা বাদিত হয় ।

তিক্তিরী বা তিত্তিরী (TIKTIRY or TITTIRY, an ancient wind instrument of the Hindoos, made of double reeds) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্র । ইহা দেখিতে কতকটা ইউরোপীয় ব্যাগ-পাইপের (Bag-pipe) ন্যায় । কিন্তু পূর্বতন ঋষিদের সময়ে কোন কোন তিক্তিরী যন্ত্র ব্যাগ-পাইপের সঙ্গে অনেকাংশে মিলিত, একক-কার তিক্তিরী সেরূপ নহে ; সুতরাং ব্যাগ-পাইপের সহিত ইহার তত সাদৃশ্য নাই । (See p. 89) । ইংরা-জেরা ইহাকে “ তিত্তি ” (Titty) এই নাম দিয়া থাকেন । কোইম্বাটুর সনেরাটের (Coimbatour Sonnerat) ভয়েজেস অক্স ইণ্ডিস্ ওরিয়েণ্টালিস (Voyages aux Indes Orientales) নামক পুস্তকে “ তৌর্তি ” (Tourte) বলিয়া এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে । মিষ্টার হিল (Mr. Hill) সাহেব মঙ্গোলিয়ার পর্য্যন্তভাগে মামেচিন নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান নগরে চীন-দেশীয় সঙ্গীতকুশলীদের হস্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন । স্যর উইলিয়ম আউসলি (Sir William Ousley) সাহেব পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন । সে দেশে ইহার নাম “ নে আম্বানা ” (Nei ambana) । (See আম্বানা and p. 86) মিসরদেশীয় “ জুকো-

য়ারা ” (Zouqqarah) নামক যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । (See p. 86)

তুতুরী (TOOTOOREE, a small trumpet of the Hindoos)
হিন্দুদিগের একটি ছোট শৃঙ্গযন্ত্র । মাপনিক কার্য্য কিম্বা
দেবমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

তুব্‌ড়ী (TUBRI) । (See তিত্তিরী and p. 86)

তুম্বুকী (TUMBUKI, an ancient Hindoo instrument of
percussion) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন আনন্দযন্ত্র ।
ইহার আকার ঢকার ন্যায় ।

তুরী (TOURY, an ancient wind instrnment of the
Hindoos) হিন্দুদিগের একটি শুমিরযন্ত্র । (See p.
84)

ত্রয়াংশ (TRAWANGSA, a stringed instrument of the
Javanese, resembling a guiter) গিতারযন্ত্রের ন্যায়
যাবাবাসীদের একটি ততযন্ত্র । অধিকন্তু ইহার আকার
ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী-বীণার ন্যায় ।

Crawford's Music and Dancing.

from the “ History of Indian Archipelago, ” Vol. I.

ত্রিগোণন (TRIGONUN, an ancient Egyptian stringed
instrument of the lyrekind) প্রাচীন মিসরদেশীয় লায়ার-
জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । কিন্তু ইহার আকার ত্রিকোণ ।
গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত সফোক্লিস (Sophocles) ইহাকে
ফ্রাইজিয়ান (Phrygian) যন্ত্রবিশেষ বলিতেন । পুরা-

কালে আলেক্সান্দ্রিয়ানিবাসী আলেক্সান্দার আলেক্সান্দ্রিনস্ (Alexander Alexandrinus) নামক প্রসিদ্ধ বাদক রোম নগরে এই যন্ত্র বাদন করিয়া বিশেষ স্মৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এই যন্ত্র গ্রীস ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। এবশ্বিধ একটী যন্ত্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে থিবিস্ (Thebes) নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার আকার অর্দ্ধগোলাকার এবং তাহাতে কুড়িটা তার যোজিত আছে।

Burney's *History of Music*.

ত্রিতন্ত্রী বীণা (TRITANTRI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 22)

ত্রিপদীয়ন্ লায়া (TRIPODIAN LYRE, an ancient stringed instrument) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহাকে ত্রিপদী-বীণা কহে। এরূপ কথিত আছে যে, জমিস্থি-য়ান্ পিথাগোরস্ এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

ত্রিবলী (TRIBALI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র।

থ

থাল (THALA, a metallic instrument called gong, common in India) একটী ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See ঘড়ি and p. 109)

থিওর্বা (THEORBO, a stringed instrument) একটী

ততযন্ত্র । পূর্বের নাট্যগীতি (Opera) এবং ধর্মমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত । ইহার আকার বৃহজ্জাতীয় লুটের ন্যায়, কিন্তু দুইটী স্কন্ধ আছে । তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধে চারিটী খাদস্বরবিশিষ্ট তন্তু বোজিত থাকে ।

ধুবল বা থুবল ফ্লুট (THUBAL or THUBAL FLUTE, an ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষির-যন্ত্র ।

থু (THREWS, a French stringed instrument of the violin-kind) একটী ফ্রান্সদেশীয় বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্র-বিশেষ ।

দ

দগড় বা দগড়া (DAGAR or DAGARA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনন্দ যন্ত্র । (See p. 102)

দামামা (DAMAMA) । (See দগড় and p. 102)

দায়রা (DAIRA, a Prussian instrument of percussion, similar to the *tambour de basque*) তাম্বোর ডি বা-স্কের ন্যায় একপ্রকার প্রুসীয় আনন্দযন্ত্র । (See তাম্বোর ডি বাস্ক) । এই যন্ত্র তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

দায়ায়ুল (DIAULE, a double-flute) একটি দ্বিনলযন্ত্র-বিশেষ ।

দায়োপি (DIOPI, a species of ancient flute with two holes) একটা দ্বিচ্ছিদ্রবিশিষ্ট শুঘরযন্ত্রবিশেষ।

দারা (DARA, a Hindoo instrument of percussion similar to the tambourin) তাম্বোরিন্ যন্ত্রের স্থায় হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ঐকতানবাদনের সময়ে হিন্দুবা ইহা ব্যবহার করেন।

Mr. Prinsep

দারাবুক (DARABUKKEH, a modern Egyptian instrument of percussion) ইহা একটা আধুনিক মিসরদেশীয় আনন্দযন্ত্র। (See p. 105)

দিত্তনক্লসিস্ বা দিত্তলিলোক্লেন্স (DITTANAKLASIS or DITTALELOCLANGE, a musical instrument, invented in the year 1800, by Muller of Vienna) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভিরানানিবাসী মুলার সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত একটা বাদ্যযন্ত্র।

দুন্দুভি (DUNDUBHI, a well-known instrument of percussion of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটা সুপ্রসিদ্ধ আনন্দযন্ত্র। দেবতারা এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। তদ্বিষয় রামায়ণ, মহাভারতাদি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুদ্ধের সময় এই যন্ত্র ব্যবহৃত বলিয়া অনেক স্থলে লিখিত আছে। পূর্বের মাস্তুল্যকার্যেও দুন্দুভিযন্ত্র বাদিত হইত। (See p. 105)

দোদেককর্ড (DODECACHORD, a stringed instrument

mounted with twelve strings) দ্বাদশতন্তুবিশিষ্ট একটী
তন্তুবিশেষ ।

ন

নক্কার (GNACCARE) । (See কাক্টানেট)

নন্দ (NANDA, a wind instrument of the ancient Hindoos)

প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা
দৈর্ঘ্যে একাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হইত । এইরূপ
“ মহানন্দ ” নামে আর একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র ছিল ।
উহা দীর্ঘে দশাঙ্গুল । প্রাচীন হিন্দুদিগের “ জয় ”
ও “ বিজয় ” নামে আরো দুইটী বংশী ছিল ।

“ মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়োহথ জয়স্তথা ।

চত্বার উত্তমাবংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতাঃ ॥

দশাঙ্গুলো মহানন্দ নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ ॥ ”

সঙ্গীতদামোদর ।

নব্লুম (NAUBLUM, a Phœnician musical instrument)

একটী ফিনিশীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । বেকস্ (Bac-
chus) দেবতার মহাভোজের, সন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত
হইত ।

নরশিঙ্গা বা নরশৃঙ্গ (NARASHINGA or NARASHIRIN-
GA, the Nepalese horn, made entirely of copper)

সম্পূর্ণরূপে তাম্রনির্মিত নেপালীয় শৃঙ্গযন্ত্র ।

A. Cambell's Notes on the Musical Instruments
of the Nepalese.

নল (NUL, the Indian kettle-drum) ভারতবর্ষীয় আনন্দ-যন্ত্রবিশেষ । যুদ্ধের সময় অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ইহা বাজাইতে হয় ।

নাকারা (NACARA, an instrument of percussion) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । পূর্বে তুরক দেশে ইহার প্রচলন ছিল । ইহা স্পেনদেশীয় কাস্টানেট (Castagnettes) যন্ত্রের আকারে নির্মিত । কিন্তু ওয়ালথর্ন (Walther) সাহেবের মতে ইহা চৈনদিগের একটা ত্রিকোণবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ ।

নাকারা (NACCARA, an instrument like castanettes, but greater) কাস্টানেটের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ।

নাক্চের (NACCHERE, the castanettes) করতালি যন্ত্র ।

নাক্চেরা (NACCHERA, the pluralized name of the military drums) সামরিক ড্রাম সমূহের বহুবচনান্ত নাম ।

নাক্চেরোণ (NACCHERONE, the great drum) বৃহৎ ঢকা ।

নাকোস্ (NAKOUS, an Egyptian musical instrument made of two brass-plates) একপ্রকার মিসরদেশীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ । দুইখণ্ড পিতলপাত্রে এই যন্ত্র নির্মিত হয় । উক্ত দেশীয় কফ্টিক ধর্ম্মন্দির সমূহে (Coptic Churches) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

নাগ-ফনি (NAG-PHONI, a wind instrument like toury con-

mon in Nepal) তুরীৰ আয় একপ্রকাৰ শুষ্কযন্ত্ৰ ।
(See তুরী) । নেপাল দেশে ইহা ব্যৱহৃত হইয়া
থাকে । এই যন্ত্ৰ সচরাচৰ তাৱে নিৰ্ম্মিত হয় । ইউ-
ৰোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে ফ্ৰেঞ্চ হৰ্ণেৰ (French horn)
আয় বলেন ।

A. Cambell.

নাগ্ৰা (NAGRA, a well-known Indian instrument of per-
cussion) ইহা ভাৰতবৰ্ষীয় সুপ্ৰসিদ্ধ আনন্দযন্ত্ৰ । এই
যন্ত্ৰ দুইপ্রকাৰ ;—ক্ষুদ্ৰ নাগ্ৰা (Small Nagra) এবং
মহানাগ্ৰা (Great Nagra) । (See p. 101)

নাগৰীট (NAGAREET, a species of kettle drum, common
in Abyssinia) আবিসিনিয়া দেশে প্ৰচলিত একপ্রকাৰ
আনন্দযন্ত্ৰ ।

নাচ্‌থৰ্ণ (NACHTHORN, an organ-stop) অৰ্গ্যান যন্ত্ৰেৰ
একটী বন্ধনীবিশেষ ।

নাজাৰ্ড (NAZARD, an organ-stop) ইহাও অৰ্গ্যান যন্ত্ৰেৰ
একটী বন্ধনী ।

নাফাৰি (NAFARI, an Indian trumpet) একটী ভাৰতবৰ্ষীয়
শৃঙ্গযন্ত্ৰবিশেষ ।

নাব্‌লা (NABLA, a musical instrument of the ancient
Egyptians) প্ৰাচীন মিসৰীয়দেৰ একপ্রকাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ।
যিহুদীজাতীৰা ইহাকে নেবেল (Nebel) বলে ।
(See নেবেল)

নাব্লিয়ন্ (NABLIUM, a name of naba) নাব্লা যন্ত্রের
অন্যতর নাম ।

নাসাট্ (NASSAT, a wind instrument of metal) ধাতুনি
শ্মিত একটি শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

নাসিরি (NASIRI, a wind instrument common in Malay)
মালাই দেশে প্রচলিৎ একটি শুষিরযন্ত্র । ভারতবর্ষের
নাসির (Nasir) যন্ত্র উক্ত দেশে সমানীত হইয়া একরূপ
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ।

নিকলো (NICOLO, an ancient instrument similar to the
hautboys) ওবয়যন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন যন্ত্র ।

নিসান (NISANA, an instrument of percussion of the an-
cient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দ
যন্ত্র ।

নুই (NUY, an Indian wind instrument) একটি ভারত-
বর্ষীয় শুষিরযন্ত্র ।

নে (NAY, an Egyptian wind instrument of the bag-pipe-
kind) একটি মিসরীয় বিনলজাতীয় শুষিরযন্ত্র । ই
হার দুইটি নলেরই দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু কোন কোন-
টির আবার একটা দীর্ঘতর থাকে । ইংরাজেরা ইহাকে
সাপারগতঃ দার্কিস ফ্লুট (Dervish flute) কহেন ।
(See p. ৪২) পূর্বের ধর্ম্মমন্দিরে জিকার নামক নৃত্য-
কালীন এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত ।

নেআম্বানা (NEI AMBANA, a Persian Bag-pipe) পারস্য-

দেশীয় বিনল যন্ত্রবিশেষ। নে—নল এবং আঘানা—
স্থলী। (See p. 88)

নেকাভিম্ (NEKABHIM, a wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র। ইহার স্বর
মনোহর।

নেকেব (NEKEB, a wind instrument of the Hebrews)
যিহুদীদের একটা শুষ্কযন্ত্র।

Ezek. xviii. 13

নেচিলথ্ (NECHILOTH, a wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র।

Psalm v. viii. lii. xxxi. xxxiv.

নেবেল (NEBEL, a Hebrew stringed instrument of the guiterkind) যিহুদীদের গিটারজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আর একটা নাম নফর্ (Nofre)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যন্ত্র মিসর দেশ হইতে যিহুদীরা লইয়া যায়। যিহুদীদিগের আসোর নামক আর একটা যন্ত্র ইহারই ন্যায়, কিন্তু তাহাতে দশটা তার যোজিত থাকে। আর ইহার গলদেশ অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া ইহাতে বড় অধিক তার আবদ্ধ হইতে পারে না।

নোবত (NOWBAT, the largest Indian kettle drum) ভারত-বর্ষীয় সর্ববৃহৎ নাগ্‌রায়ন্ত্র। ইহাকেই মহানাগ্‌রা কহে। (See ps 101 and 111)

প

পকি (PAUKE, the kettle drum) কেটেলড্রামযন্ত্র।
(See টিম্পানো)

পকিন্‌সিম্বল্‌স্‌ (PAUKEN SYMBELS, were Hebrew and Greek instruments of percussion made of metal, corresponding to those used by the Janizaries in their military music) যিহুদী এবং গ্রীকদিগের এই গুলি একপ্রকার ঘনযন্ত্র ছিল। জানিজারিদের দ্বারা সময়-সঙ্গীতে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

পট্‌পটী (PATPATI, a musical instrument of children common in India) ইহা শিশুদিগের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহাকে একপ্রকার ডুগ্‌ডুগীও বলা যাইতে পারে।

পণ্টলন বা পণ্টলিয়ন্‌ (PANTALON or PANTALEON, the name of harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের একটা নাম।
(See হার্পসিকর্ড)

পাপ্লোগনিয়ান্‌ ট্রাম্পেট (PAPHLOGONIAN TRUMPET a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

পমার (POMER, an ancient wind instrument) একটা প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

পরিবাদিনী-বীণা (PARIBADINI-BINA, an ancient Hindoo stringed instrument mounted with seven strings)

হিন্দুদিগের সপ্ততন্তুবিশিষ্ট একটি প্রাচীন ততযন্ত্র ।
অমরকোষ অভিধানে ইহার উল্লেখ আছে ।

পর্বম্ (PARVUM, a stringed instrument of the ancient
Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি ততযন্ত্র ।

W. C. Stafford.

পলিকর্ড (POLYCHORD, an instrument for the bow)

একপ্রকার ততযন্ত্র ও ধনুর্বাঁরা বাদিত । ১৭৯৯ খৃ-
ষ্টাব্দে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষীয়
এস্রার যন্ত্রের সঙ্গে ইহার কতকটা বস্তুগত্যা সম্বন্ধ
আছে ।

পলিপ্‌থঙ্গম্ (POLYPHONGUM, a stringed instrument
of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার
ততযন্ত্র ।

পলিপ্লেকট্রম্ (POLYPLECTRUM a musical stringed in-
strument of the ancients) প্রাচীনদিগের একপ্রকার
সঙ্গীতসম্বন্ধীয় ততযন্ত্রবিশেষ ।

পলিপ্লেকট্রা (POLYPLECTRA, an instrument of many
strings) একটি বহুতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্র । পূর্বকালে
আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিল । শাস্ত্র-
কারেরা তাহাকে “ শততন্ত্রী বীণা ” এই আখ্যা প্রদান
করেন । (See p. 41)

পসিটিফ (POSITIF, a small organ) একটি ক্ষুদ্র অর্গ্যান ।
ধর্ম্মমন্দিরস্থ বৃহদর্গ্যান্যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হয় ।

পাখোয়াজ (PAKHOWAZ, the Persian name of a well-known Hindoo instrument of percussion called mrid-anga) হিন্দুদিগের অপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ যন্ত্রের পারস্য নাম। (See p. 96)। আরব ও পারস্য দেশেও এই যন্ত্রের প্রচলন আছে।

পাট্-কঙ (PAT-CONG, a musical instrument of the Siamese) শ্রামদেশীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহার আকার কারিলন্স্ (Carillons) যন্ত্রের স্থায়। (See কারিলন্স্।

পাটল (PATOL, a Burmese striated instrument made like a crocodile) একটি জাভানেশীয় কুম্ভীরাকৃতি তত্ত-যন্ত্রবিশেষ।

পাটা (PATA, the wooden castagnettes of the Roman catholics of St. Domingo) সেট্ ডোমিন্গো রোমান ক্যাথলিকদিগের কাষ্ঠনির্মিত করতালযন্ত্র।

পাটি আ রেগলার (PATTE A REGLER, a small copper instrument) একটি তাত্ত্বনির্মিত ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র।

পান্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্ (PANDEAN PIPES, a most ancient and simple musical wind instrument) বহুপ্রাচীন ও অনায়ামসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট নল (Reeds) একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয়। ঐ নলগুলির নিম্নভাগ আবদ্ধ, কেবল উপরিভাগ আচ্ছাদিত রাখিয়া ফুৎকারদ্বারা এই যন্ত্রের

বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নলগুলি ভিন্না-
কারের হওয়াতে স্বরের উচ্চনীচতার তারতম্য হয়।
প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ইহার প্রচলন ছিল।

পাণ্ডুরা (PANDURA, a guiter) একটা ততযন্ত্র বিশেষ।

পাণ্ডুরিণা (PANDURINA, a small stringed instrument)

একটা চারিতন্ত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ততযন্ত্রবিশেষ।

পাণ্ডুরি ফোর্ম্ (PANDURI FORMME, a violin-like stringed
instrument) বাহুলীনের স্থায় একটা ততযন্ত্র।

পাণ্ডোরা (PANDORA, a small lute common in Poland)

পোলণ্ড দেশে প্রচলিত একটা ক্ষুদ্র ততযন্ত্র।

পাম্বি (PAMBE, a small Indian drum) একটা ভারতবর্ষীয়
ক্ষুদ্র ঢকা।

পালায়িও মাগাদিস্ (PALAEO MAGADIS, a Greek musical
instrument, more generally called *magadis*) গীকদেশীয়

বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সচরাচর ইহাকে মাগাদিস্যন্ত্র কহে।

(See মাগাদিস্)

পান্‌স পাইপ্ (PAN'S PIPES, a very ancient wind
instrument) একটা অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্র। (See

পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্)

পান্‌স ফ্লোট (PAN'S FLOTE, an ancient wind instrument)

একটা প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

পিচ্-পাইপ্ (PITCH-PIPE, a small wind instrument)

একটা ক্ষুদ্র শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

পিজ্ব, পিপা, পিপিউ এবং পিব্ (PIJB, PIPA, PIPEAU and PIB) এইগুলি ক্রমান্বয়ে পাইপ্ যন্ত্রের দেনিশ, জুইদিশ, করাসী এবং ওয়েলশ্ নাম।

পিথাগোরিয়ান্ লায়ার (PYTHAGORIAN LYRE, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ। (See অক্টোকর্ডম্)

পিনরকম্ (PENORCON, an ancient instrument of the guitar species) গিটারজাতীয় প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে নয়টি তন্ত্রযোজিত থাকিত এবং অঙ্গুলির আঘাতে বাদিত হইত।

পিনাক (PINAKA, a Hindoo stringed instrument of the highest antiquity) হিন্দুদিগের প্রাচীনতম কালের একটি ততযন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, মহাদেব এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। (See p. 69; 2nd note in the same; and p. 90)

পিনাকী বীণা (PINAKI BINA, a most ancient Hindoo instrument) একটি বহুপ্রাচীন হিন্দুততযন্ত্র। ইহার আর একটি নাম পিনাক। (See পিনাক)

পিফেরিণো (PIFFERINO) বা

পিফেরো (PIFFERO, pipe or bag-pipe) পাইপ কিম্বা ব্যাগ-পাইপযন্ত্র।

পিব্-কর্ণ (PIB-CORN, a wind instrument like a horn-pipe) হর্ন-পাইপের ন্যায় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ওয়েলশ্ দেশে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়।

Archæologia, or Miscellaneous tracts relating to Antiquity, published in 1775. Vol. iii, p. 32.

পিতা (PIVA, a bag-pipe) একটি ব্যাগ-পাইপযন্ত্র ।

পিয়াটি (PIATTI, symbols made of brass) পিত্তলনির্মিত করতালযন্ত্র । এই যন্ত্রের দুইখানি দুইহস্তে লইয়া পরস্পর আঘাত করিলে অত্যন্ত বন্ বন্ শব্দ উৎপন্ন হয় । কিন্তু বৃহৎ জয়ঢাকের সহিত বাদিত হয় বলিয়া ইহার শব্দ কতকটা মিশিয়া যায় । দুইখানি করতাল একটি যন্ত্র বলিয়া গণনীয় ।

পিয়ানিনো (PIANINO, a small piano forte) ক্ষুদ্র পিয়ানো-ফোর্ট যন্ত্র ।

পিয়ানো ড্রয় (PIANO DROIT, upright piano forte) ঝাড় পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র ।

পিয়ানো ফোর্ট গিটার (PIANO FORTE GUITER, an English guiter, strung with wire, and has a claveier of six keys, corresponding to its number of strings) একটি ইং-রাজি ততযন্ত্র । ইহাতে ছয়টি চাবি এবং তদনুযায়ী ধাতব তার আবদ্ধ থাকে ।

পিয়ানো ফোর্ট (PIANO FORTE, a well-known musical instrument) একটি সুবিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র । ইহাকে পিয়ানো ফোর্ট যন্ত্রও বলে । (See p. 48)

পুগী (POOGEE, an ancient wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

প্রাচীন কালে এই যন্ত্র মুখে বাদিত না হইয়া নাসিকায় বাদিত হইত বলিয়া ইহাকে নাস-যন্ত্রও কহিত। পূর্বে হিন্দুদিগের ধর্ম্মান্নিগ্রে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। অধুনা উপলক্ষভেদে ঘটাতে মাঙ্গল্যকার্য্যের পরিবর্তে আহুতিপুঙ্কেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। (See ps 86 and 93) সোসাইটি ও ক্রিজীবীপেও অবস্থিত যন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়।

পেক্টিস্ (ECTIS, an ancient Grecian stringed instrument) একটা গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। এথিনিয়সের মতে সাকো (Sapho) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

পেটিট্ টাম্বোর (PETIT TAMBOUR, a name of small drum) ক্ষুদ্র ড্রামযন্ত্রের একটা নাম।

পেন্টেকর্টাকর্ডন্ (PENTECONTACORDON, a species of harp with fifty strings) পঞ্চাশতন্ত্রবিশিষ্ট এক প্রকার ততযন্ত্র। ইতালীর অন্তর্গত নেপলবাসী কবিঃ কলন্না (Fabio Colonna) নামক একজন সজ্জাত ব্যক্তি আদেশে এই যন্ত্র নির্মিত হয়।

পেপা (PEPA, a Chinese wind instrument) চীনদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই স্বর-তীব্রতা কমাইবার জন্য সাম্‌হিন নামক আর একটা শুষিরযন্ত্র ইহার সহিত বাদিত হইয়া থাকে।

প্লাগিওলা (PLAGIAULA, an ancient Roman wind instrument) একটি প্রাচীন রোমীয় শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

প্লেট্রুম্ (PLECTRUM, an instrument used as a substitute for the fingers or bow, to produce sounds from stringes)

তন্ত্রসমূহে অঙ্গুলি বা ধনুর পরিবর্তে ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয় । সংস্কৃত ভাষায় এবন্দিধ যন্ত্রকে অঙ্গুলিত্র, তাড়নী এবং শলাকা কহে । পারস্য ভাষায় ইহার নাম মিঞ্জাব্ ।

পোচ (POCHE),

পোচেট (POCLETTE) বা

পোচেটা (POCETTA, small violin) ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র ।

পোয়েট্‌স্-রবাব্ (POET'S REBAB) অর্থাৎ কবি-রবাব্ ।

ইহা হিন্দুদিগের একপ্রকার একতন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্র-বিশেষ । ইহার সহিত একতন্ত্রকার বিশেষ পার্থক্য নাই । (See p. 62)

পোস্ট হর্ন (POST-HORN, a common horn) একটি সাধারণ শৃঙ্গযন্ত্র । ডাকসম্বন্ধীয় কর্মচারিগণের ইহা ব্যবহার্য্য ।

ফ

ফটিনক্স্ (PHOTINX, a wind instrument of the ancient

Egyptians) প্রাচীন মৈসরদের একটি শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

ইহার আকার ধ্বশৃঙ্গের ন্যায় ।

Dr. Burney and Apulenus.

ফণ্টিঙ্ক্‌স্ (PHONTINX, an ancient Egyptian flute resembling to Roman *plagiaula*) রোমকদিগের পুজিওনার আয় একপ্রকার প্রাচীন মিসরীয় শুষিরযন্ত্র ।

ফর্মিন্‌ক্‌স্ (PHORMINX, a very ancient stringed instrument of the lyrekind) লায়ারজাতীয় একটি অতি প্রাচীন ততযন্ত্র । এবম্বিধ যন্ত্র আনিয়া দেশে সমধিক প্রচলিত ছিল । হোমারে ইহার উল্লেখ আছে । (See Pope's Translation of Homer's Iliad, Book IX. page 240)

ফাইড্‌স্ (FIDES, according to Festus, a species of lyre) ফেস্টসের মতে ইহা একপ্রকার লায়ারযন্ত্র ।

ফাইফ (FIFE, a small wind instrument of sharp or shrill intonation of the Indians of Brazil) ব্রেজিলস্থ ইণ্ডিয়ানদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা হইতে তীব্রস্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ফাইফর্ (FIFRE, a fife) । (See ফাইফ্)

ফাগ্ (FAG, the abbreviated name of fagott or fagotto) ফাগট বা ফাগটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম । (See ফাগট বা ফাগটো)

ফাগট বা ফাগটো (GAGOTT or FAGOTTO, a bassoon) বাসুনযন্ত্র । (See বাসুন)

ফাগোটিনো (FAGOTTINOE, a small bassoon) একটি ছোট বাসুনযন্ত্র ।

ফাগটোন্ (FAGOTTONE, a double bassoon) ডবল বাসুন-
যন্ত্র ।

ফামোন (FAAMON, a name of a small Hebrew-bell used
in churches) যিহুদীদের ধর্মমন্দিরে উপাসনার সময় যে
ক্ষুদ্র ঘণ্টা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম ।

Exodus, xxviii, 33, &c.

ফিডল্ (FIDDLE, a stringed instrument of the violinkind)

একপ্রকার বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা ধনু-
দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য,
চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে এই যন্ত্রের প্রচলন
আছে । তবে কিনা দেশবিশেষে আবয়বিক প্রভেদ
লক্ষিত হইয়া থাকে । হিন্দুদিগের সারিন্দা, সারঙ্গ
প্রভৃতি ততযন্ত্র এই জাতীয় । (See ps. 54 and 61)

Carl Engel's *Music of the Ancients*.

ফিডিকিউলা (FIDICULA, a stringed instrument resem-
bling to fides or lyre) ফাইডন্ বা লায়ারের ন্যায় এক-
প্রকার ততযন্ত্রবিশেষ ।

ফিথেলি (FITHELE, the ancient name of fiddle) ফিডল্
যন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

ফিনিসি (PHŒNICI, a musical instrument of the ancient
Phœnicians) প্রাচীন ফিনিসীয়দের একপ্রকার বাদ্য-
যন্ত্র । তাঁহারা জাতীয় নামানুসারে এই যন্ত্রের নাম-
করণ করিয়াছিলেন ।

ফিফে (FEIFE, the German name of the English pipe)

জর্মন ভাষায় ইংরাজি পাইপের এই নাম ।

ফিশ্চিউলা (FISTULA, an ancient wind instrument resembling the modern flageolet, or *flute à bec*) আধুনিক ক্লজিওনেট্ কিম্বা ফ্লুট্ আবেক্ যন্ত্রের খ্যায় একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র । (See ফ্লুট্, p. 74 and note in the p. 76)

— জর্মনিকা (— GERMANICA, the German flute) তত্ত্ব
ণীয় শুষিরযন্ত্রবিধেষু ।

— ডল্‌সিস্ (— DULCIS, *tibia angusta*, the *flute à bec*)
একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহাকে “ টিবিয়া অঙ্গুষ্ঠ ” বা
“ ফ্লুট্ আবেক্ ” কহে ।

— পানিস্ (— PANIS, *syringa panos*, the Pandean pipe, a wind instrument of the ancient Greeks, and of the highest antiquity) ইহা প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা প্রাচীনতম শুষিরযন্ত্র । ইহাকে “সিরিঙ্গা পানস” এবং “প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্” বলে । (See প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্) । আমাদের শৃঙ্গ শব্দের সহিত সিরিঙ্গা (Syringa) শব্দের অনেকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে । ইহাতে এই বোধ হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শৃঙ্গযন্ত্র প্রাচীন গ্রীসে নামাপভ্রংশে সমানিত হইয়াছিল । আমাদের মহাদেব যেমন শৃঙ্গযন্ত্রপ্রিয়, প্রাচীন গ্রীকদের পান (Pan) দেবতাও সেইরূপ সিরিঙ্গা ভাল বাসি-

তেন। সেইজন্যই এই যন্ত্রের অত্যন্ত নাম “সি-
রিঙ্গা পানস্” হইয়াছে অন্তর্গত হয়।

ফিস্টিউলা পাস্টোরালিস্ (FISTULA PASTORALIS,
a wind instrument of the ancient Grecian shepherds

প্রাচীন গ্রীসীয় মেঘপালকদের একটা শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— ভল্গারিস্ (— VULGARIS, a wind instrument) এক-
প্রকার শুষিরযন্ত্র।

— মিনিমা (— MINIMA, an organ-stop made of wood)
কার্ঠনির্মিত অর্গ্যান-বন্ধনীবিশেষ।

— হেল্ভেটিকা (— HELVETICA, the German flute)
জার্মানীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ফিস্‌হার্মোনিকা (PHYSHARMONICA, a remarkable mu-
sical instrument) একপ্রকার প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ইহা
হ্যাকেল (Hackel) কর্তৃক নির্মিত এবং হার্মগ নগরের
বকমান (Buschmann) দ্বারা উন্নতাকৃত। পাতলা
ধাতব জিহ্বার (Metal tongues) কম্পনে অর্গ্যান যন্ত্রের
রীড-পাইপের (Reed-pipes) ন্যায় ইহার ধ্বনি উদ্গত
হয়। ফরাসী এবং ইংলিশ “অর্গ্‌ এক্সপ্রেসিফ্”
(Orgue expressif) নামক হার্মণিয়াম যন্ত্র এইরূপে
গঠিত। বকমানদ্বারা যে সকল ফিস্‌হার্মোনিকা নির্মিত,
তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাদের ভ্রমাসঞ্চালন-
ক্রিয়া অতিসুন্দররূপে এবং আশ্চর্য্যকৌশলসহকারে
সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ফুগারা (FUGARA, an ancient wind instrument) একটি
প্রাচীন শুধিরযন্ত্র।

ফুঙ্গা (PHUNGA, a Nepalese wind instrument made of
copper) একটি তাম্রনির্মিত নেপালীয় শুধিরযন্ত্র।
ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সার্ব্বতিন ফুট। নেপালদেশীয় নিবার
জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

A. Cambell's *Notes on the Musical Instruments
of the Nepalese.*

ফুলিয়া (PHULIA, a Nepalese instrument of the caratal.
kind made of copper, &c.) নেপালীয়দের করতাল
জাতীয় তাম্রাদি ধাতুনির্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র
নেপালীয় নিবার ও পার্বতীয় জাতিদের ব্যবহৃত।

Ibid.

ফোর্ট বীণ (FORT BIEN, the name of a species of piano.
forte) একপ্রকার পিয়ানো ফোর্টি যন্ত্রের নাম।

ফ্লুটান্টো (FLAUTANTO),

ফ্লুটান্ডো (FLAUTANDO) বা

ফ্লুটিনো (FLAUTINO, *flauto piccolo*, i. e. a small flute)

“ফ্লুটো পিকলো” অর্থাৎ ছোট ফ্লুটযন্ত্র। “পিকলো”
(Piccolo) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। এইরূপ “ভায়োলিনো
পিকলো” (Violino piccolo) অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র,
ইত্যাদি।

ফ্লুট (FLAUTO, a species of flute) একপ্রকার ফ্লুট

যন্ত্র। ইহা সচরাচর কাঠে নির্মিত হয়, কিন্তু কখন কখন কাচ বা হস্তদন্তেও গঠিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে ত্রিসপ্তক পর্যন্ত বাজিতে পারে। (See ফ্লুট)। ইতালীয়েরা প্রায় “ফ্লুট” মাত্রকেই “ফ্লুটো” কহে।

ফ্লুটো ট্রান্সভার্সো (FLAUTO TRAVERSO, a traverse, or German flute) জগন্মণীয় শুবিরযন্ত্রবিশেষ।

— ডোলসি (— DOLCE)। (See ফ্লুট আ বেঙ্ক)

— পিকলো (— PICCOLO, a small flute) ছোট ফ্লুটযন্ত্র।

ইহার স্বর অতিশয় তীব্র।

ফ্লুটোন (FLAUTONE, an unused bass-flute) একটী অপ্ৰচলিত খাদস্বরী ফ্লুটযন্ত্র।

ফ্লাজিওলেট (FLAGEOLET, a wind instrument *à bec*, i. e. with a mouth-piece) একটী ফুৎকার-নলবিশিষ্ট শুবিরযন্ত্র। আমাদের দেশে সানাই প্রভৃতি শুবিরযন্ত্রে এবন্নিধ “মাউথ-পিস্” (Mouth-piece) অর্থাৎ ফুৎকার-নল সংলগ্ন করিতে হয়। (See ps. 74 and 79)। ফ্লাজিওলেট যন্ত্র কাঠনলে নির্মিত হইয়া থাকে এবং ইহার স্বর যুহু অথচ মনোহর। কারল্ এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন প্রাচীন মেক্সিকীয়েরাও (Mexicans) এই যন্ত্র ব্যবহার করিত।

ফ্লাস্কিনেট্ (FLASCHINET, a name of flageolet) ফ্লাজিওলেট যন্ত্রের অন্যতর নাম। (See ফ্লাজিওলেট)

ফ্লুজেল্ (FLUGEL, the harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্র ।

(See হার্পসিকর্ড)

ফ্লুট (FLUTE, a wind instrument of considerable celebrity)

একটি অতিপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্র । ইহা ইউরোপীয় ঐক-
তানিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দীর্ঘস্থায়ী স্বরের
জন্য ইহা ব্যবহার । এবং ঐকতানবাদ্যের স্বর-
সম্ভ্রান্তের ঐকতিকটুতা অপনোদন করিয়া ঐকতিমাধু-
র্যের জন্য ইহাতে গমক (Shakes), আশ (Runs),
সকলপ্রকার বিক্ষেপ প্রক্ষেপ (Skips) প্রভৃতি বিভা-
সিত হইতে পারে । এই যন্ত্র আসিরীয়, প্রাচীন মিস-
রীয় এবং যিহুদীদিগের ছিল । কেরিয়া, সাইপ্রস,
আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশেও ইহা ব্যবহৃত হইত ।
(See p. 74 and note in the p. 76) । এই যন্ত্র নানাপ্রকার,
কিন্তু সাধারণতঃ বি-ফ্লাট (B-flat) ও ই-ফ্লাট (E-flat)
এই দ্বিবিধ যন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

— আ বেক্ (— A BEC, a common flute) সাধারণ ফ্লুট যন্ত্র ।

— আলেমান্ড (— ALLEMANDE, the German flute) জার্মানীয়
ফ্লুট যন্ত্র ।

— এ চেমিনী (— A CHEMINEE, a species of wind instrument)

একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । (See ফ্লুট ডি রোসিউ)

— ক্রিউজ (— CREUSE, a wind instrument) একটি শুষিরযন্ত্র
সি-শম ।

- ফ্লুট ডামোর (FLUTE D'MOUR, a species of flute)
 এক প্রকার শুধিরযন্ত্র ।
- ডি ফরেট' (— DE FORET, a species of wind instrument)
 এক প্রকার শুধিরযন্ত্র ।
- ডি রোসিউ (— DE ROSEAU, a reed flute) একটা নলনি-
 শ্মিত ফ্লুটযন্ত্র ।
- ডি লোঁস (— DE LOURS, a species of wind
 instrument of the beai-players) ভল্লুকক্রীড়কদের এক
 প্রকার শুধিরযন্ত্র ।
- ডি সুইসি (— DE SUISSE, a wind instrument) একটা
 শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।
- ডিস চাম্প্‌স্ (— DES CHAMPS, an organ-stop) একটা
 অর্গ্যানবন্ধনীবিশেষ ।
- ডোসি (— DOUCE, the name of a wind instrument)
 একটা শুধিরযন্ত্রবিশেষের নাম ।
- পেটি (— PETTE, a wind instrument of metal)
 ধাতুনির্মিত শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।
- চাম্পিটর (— CHAMPETRE, a wind instrument)
 একটা শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

ব

- বংশী (BANGSHI, a well known wind instrument of the
 Hindoos) হিন্দুদিগের একটা সুপ্রসিদ্ধ শুধিরযন্ত্র । ইহা
 বংশখণ্ডে নির্মিত বলিয়া ইহার নাম (বংশ-ইন্) বংশী

হইয়াছে। মুরলী, সরল, বংশী, লয়বংশী, বেণু প্রভৃতি
শুধিরযন্ত্রগুলি বংশীজাতীয়। (See p. 72)

বক (BOCK, a species of wind instrument) একপ্রকার
শুধিরযন্ত্র।

বন্দোর (BANDORE, a stringed instrument similar to a
lute) ল্যুটযন্ত্রের আয় একপ্রকার ততযন্ত্র। লণ্ডন-
নিবাসী জন রোস (John Rose) সাহেব কর্তৃক রাজ্জী
এলজেবেথের রাজ্যকালে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়।

বম্বিঙ্গ (BOMBYX, a species of *aulumeau* or pipe of the
Greeks, spoken of by Aristotle; extremely difficult to
play upon on account of its length) এরিস্তোতলের মতে
ইহা গ্রীকজাতির একপ্রকার শুধিরযন্ত্র। দৈর্ঘ্যবশত
অতিকষ্টে ইহা বাদিত হইত।

বরু (BARU, a military Turkish wind instrument made of
tin) একটা তুরস্কদেশীয় টিননির্মিত সামরিক শুধির-
যন্ত্র।

W. C. Stafford's *Oriental Music*.

বলৈকা (BALAIKA, a species of stringed instrument moun-
ted with two strings or wires) ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র।

ইহাতে দুইটা তন্তু কিন্মা তার সংযুক্ত থাকে। নিবর
(Niebuhr) সাহেব বলেন, এই যন্ত্রটি অতিপ্রাচীন
এবং রুসীয়, তাতার, আরবীয় ও মৈসরদিগের ব্যবহৃত।

বল্লকী বীণা (BALLAKI BINA, a stringed instrument of the

ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার তত-
যন্ত্রবিশেষ । অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে ।

বসনেল্লি (BASSANELLI, an ancient wind instrument in-
vented by the celebrated Giovanni Bassini, about the
latter end of the sixteenth century) একটা প্রাচীন
শুষিরযন্ত্র । ষোড়শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধ জিও-
ভানি বসিনি কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত ।

বাংশী (BANSHI, the corrupted name of bangshi) বংশী-
যন্ত্রের নামাপভ্রংশ । (See বংশী)

বাকিওকলো (BACCIOCOLO, a musical instrument) এক-
প্রকার বাদ্যযন্ত্র । টস্কনি প্রদেশের কোন কোন স্থলে
এই যন্ত্র সচরাচর দেখা যায় ।

বাগানা (BAGANA, a lyrekind instrtument common in
Abyssinia) আবিসিনিয়াদেশে প্রচলিত লায়রজাতীয়
যন্ত্রবিশেষ । ইহাতে দশটি তার যোজিত থাকে ।
নিউবিয়ার কিসারের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য
আছে । (See কিসার)

M. Villoteau.

বাঞ্জোর (BANJORE, an African guiter-like stringed instra-
ment) একটা আফ্রিকাদেশীয় গিতার সদৃশ ততযন্ত্র ।
উক্ত দেশের কোন কোন জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে ।

W C. Stafford.

বাটিল্লস (BATILLUS, an instrument made of metal)

একপ্রকার ঘনযন্ত্রবিশেষ। আর্মিণীয়জাতি কর্তৃক ধার্মলয়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বান্দোরা (BANDORA, a species of ancient lute mounted with twelve steel-wires) ইম্পান্নিস্মিত দ্বাদশটি তারযোজিত একপ্রকার প্রাচীন লুটেযন্ত্র।

বার্ড্ অর্গ্যান্ (BIRD ORGAN, a small barrel organ) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে পক্ষীর আয় স্তম্ভিত স্বরোদগম হয় বলিয়া ইহার এবন্নিধ নাম হইয়াছে। ফরাসীরা ইহাকে সেরিন্ (Serin) কহেন। এই যন্ত্র জার্মানিদেশে সমধিক প্রচলিত।

বারিটন (BARYTON, the name of a beautiful toned instrument) একটি সুন্দর স্বরবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের নাম। (See ভায়োল ডি বোর্দোঁ)

বার্বিটন্ বা বার্বিটস্ (BARBITON or BARBITOS, a Greek stringed instrument invented by Alcaeus or according to some authors by Anacreon) একটি গ্রীক তন্ত্রযন্ত্রবিশেষ। আল্কাইয়স্ কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত; কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকর্তার মতে আনাক্রিয়ন্ এই যন্ত্রটির আবিষ্কার করেন। বেকস (Bacchus) নামক দেবতার নামে ইহা উৎসৃষ্ট।

Strabo, Book X. C. 3.

বালাকো (BALAFO, a harmonicunkind stringed instrument of the Mandingos of Senigambia in Africa) আফ্রিকার

অন্তর্গত সেনিগাষিয়া প্রদেশবাসী মন্দিঙ্গোস্ জাতির হার্মনিকনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে ইংরাজদের ডায়টনিক্ স্কেল (Diatonic scale) অর্থাৎ শুদ্ধস্বরগ্রাম ব্যবহৃত হয় ।

বাল্লালাইকা (BALALAIKA, a stringed instrument common in Russia) রুসিয়াদেশে প্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ । চীন-দেশীয় সাম্‌হিন্ এবং জাপানদেশীয় সাম্‌সীন্ যন্ত্রের সঙ্গে ইহারাদৃশ্য প্রায় একইরূপ । এই যন্ত্র অতি প্রাচীন এবং পূর্ববাক্স হইতে ইহার উৎপত্তি । (Sec p. 40)

বাসুন (BASSOON, a beautiful toned and well known wind instrument used in English concert) ইহা একটি সুন্দর সরবিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ এবং ইংরাজি একতানবাদ্যে ব্যবহৃত । ইহাতে পূর্বের কোন কুঞ্জিকা (key) ছিল না ; সুতরাং তখন ইহাতে যে সকল স্বর বাজান কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ইহাকে সম্যদা বাস্ ক্লেফে (Bass clef) বাঁধা হইয়া থাকে । কিন্তু বোকীনবাদকেরা (Bouquin-players) তিন চারি স্বর উপরে বাজাইয়া থাকেন বলিয়া ইহার স্বরগ্রাম সি ক্লেফে অথবা টেনর-ক্লেফে আবদ্ধ হয় । এই যন্ত্র একতানবাদ্যে ভারোলিন্-সেলোর ন্যায় সমান সুরে বাঁধা হয় এবং সেই শোষণোক্ত যন্ত্রের স্বর দ্বিগুণ করিবার জন্য শুষিরযন্ত্র সকলে

বাদনকালে খাদস্বর প্রদান করিয়া থাকে । বাসুনযন্ত্র
কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত হয় ।

বাসেট্ বা বাসেটো (BASSET or BASSETTO, an unused
instrument mounted with four strings) চারিতন্তুবিশিষ্ট
একটি অপ্রচলিত যন্ত্র ।

বাসেট্ হর্ন (BASSET HORN, an uncommon but beautiful
wind instrument made of wood, of the compass of
three perfect octaves) একটি অপ্রচলিত, কিন্তু সুরাকর
শুমিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা কাষ্ঠনির্মিত এবং ইহাতে
পূর্ণ ত্রিসপ্তক আবদ্ধ থাকে । ইহাকে দেখিতে একটি
বৃহদাকার ক্লারিওনেটের ন্যায় এবং ইহার অগ্রভাগ
ঈষৎ বন্ধিম । ইহা হইতে যে স্বর উদ্গত হইয়া থাকে,
তাহা আবর্তল, পুষ্ট এবং মধুর । এই যন্ত্রের স্বর “সোলো
পাসেজেতে ” (Solo passegges) অর্থাৎ অনন্যতমসিদ্ধ
বাদনে অধিকতর প্রীতিব্যঞ্জক বোধ হয় । এবং ইহার
মনোহারিতা-শক্তি অতি চমৎকার । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত
ইংরাজি ঐকতানবাদ্যে ইহার বড় প্রচলন দেখা যায়
না ।

বাসো (BASSO, the double bass) ডবল বাসযন্ত্র ।

বাস্ জীজ (BASS GEIGE, the violncello) ভায়োলিন
সেলোযন্ত্র ।

বাস্ ডবল্ (BASSE DOUBLE, a large sized double bass)
বৃহজ্জাতীয় ডবলবাসযন্ত্র ।

বাস্ ডি ওবয় (BASSE DE HAUTHBOIS) বা

— ডি ক্রিমোন্ (— DE CREMONE, the ancient French name of fagotto or bassoon) ফাগটো বা বা-
সুনযন্ত্রের ফরাসী নাম ।

— ডি ফ্লুট্‌ অ বেঙ্ (— DE FLUTE A BEC, a species of wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষির-
যন্ত্র ।

— ডি ফ্লুট্‌ ট্রান্সভার্সীর (— DE FLUTE TRAVER-
SIRE, a wind instrument) একটা শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

— ডি ভায়োলন্ (— DE VIOLON, the double bass or contre bass) ডবলবাস্ বা কণ্ঠবাসযন্ত্র ।

— ডি ভায়োলি (— DE VIOLE, the violincello)
ভায়োলিন্সিলোবন্ত্র ।

— ডি হার্মনি (— DE HARMONI, the ophicleide or tuba) শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা পিত্তলে বৃহদাকারে
নির্মিত এবং সামরিক বাদ্য বা পূর্ণ ঐকতানবাদ্যে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

বাস্ ড্রাম্ (BASS DRUM, a great military drum) বৃহৎজাতীয়
সামরিক ড্রামযন্ত্র ।

বাস্ ফ্লোট্‌ (BASSE FLOTE, an ancient wind instrument)
একটা প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

বাহয়া (BAHYA, a common kettle drum used by the vil-

lagers of India) ভারতবর্ষীয় গ্রাম্যলোকদের একটি আনন্দযন্ত্রবিশেষ ।

বিউঘ (BEAUGH, a Nepalese wind instrument) একটি নেপালীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ । নিবারজাতি কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত । ইহা দীর্ঘে নয় ইঞ্চি এবং পাঁচটি ছিদ্র সমন্বিত ।

বিডন্ ডি বাক্ (BEDON DE BASQUE, a small drum with cymbals) করতালযুক্ত ক্ষুদ্র আনন্দযন্ত্রবিশেষ । অঙ্গুলির আঘাতে ইহা বাদিত হয় । আমাদের দেশের করতালবিশিষ্ট খপ্পনী যন্ত্রের সহিত ইহাব অনেক সাদৃশ্য আছে ।

বিপঙ্কী বীণা (BIPANCHI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্র । (See p. 35)

বিসেরা (BISSERA, a wind instrument made of pewter) টিন ও মৌসধাতুসিদ্ধিত উপাদানে নির্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

বিসেক্স (BISSEX, a guiterkind instrument of twelve strings) দ্বাদশবস্ত্রবিশিষ্ট গিটারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ ।

বিসেন (BISEN, an oval formed Chinese musical instrument) একটি চীনদেশীয় ডিম্বাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । ইহার উর্দ্ধ ভাগে দুইটি এবং নিম্নভাগে তিনটি ছিদ্র আছে । পীত

(Pere Amiot) সাহেব বলেন যে তিন সহস্র পূর্ব খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

বীণ (BEE N,) বা

বীণা (BINA, a remarkable and pleasing toned stringed instrument of the Hindoos of the highest antiquity) হিন্দুদিগের অতিপ্রসিদ্ধ ও স্মরবিশিষ্ট অতিপুরাতন তত্ত্বযন্ত্রবিশেষ। (See ps 4 to 16 and 4th note, p. 47)

বীণাভা (VENABHA, the Singhalese name of bina) বীণা-যন্ত্রের সিংহলীয় নাম।

বুক্কিনম্ (BCUCEINUM, a species of military instrument of the ancient Romans) প্রাচীন রোমকদের একপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র।

বুক্কিনা (BUCCINA, a Hebrew-wind instrument made of shell horn &c.) একটা হিব্রুজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। মেঘশব্দ বা অগ্ন্যাগ্ন পশুশব্দে ইহা নির্মিত। যিহুদীরা এই যন্ত্র মিসর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

Padre Martini.

বুনি (BUNI, a harpkind Egyptian instrument) একটা হার্প জাতীয় মিসরদেশীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহাকে “বেণ” (Ben) বা বেণি (Beni) বলে। (See p. 16)। কোন কোন পুস্তকে এই যন্ত্রের নাম “তেবুনি” (Tebuni) এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু ‘তে’ অব্যয় শব্দমাত্র।

Description de l'Egypte.

বৃহদ্‌ড্রুম (GREAT DRUM, a well-known European military, instrument of percussion) একটি সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় আনন্দযন্ত্রবিশেষ। এবন্নিধ যন্ত্র আমাদের দেশের জগবান্স, দুন্দুভি প্রভৃতির ন্যায়। (See জগবান্স and দুন্দুভি)। এরূপ যন্ত্র মিসরে এবং আসিরিয়া প্রভৃতি আসিয়ার অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে।

বেঃ (BEH, a Nepalese wind instrument made of reed) একটি নলনির্মিত নেপালদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে সাতটি ছিদ্র আছে।

বেকেন (BECKEN, an instrument of percussion of the ancient Greeks and Hebrews) প্রাচীন গ্রীক এবং হিব্রুদিগের একটি আনন্দযন্ত্রবিশেষ।

বেকো পোলাক্কো (BECCO POLACCO, the Italian name of the large bag-pipe) বৃহদ্ব্যাগ্‌পাইপের ইতালীয় নাম। ইতালীর কোন কোন স্থলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বেড়িগোদীয়া (BERRIGODEA, a species of long drum common in Ceylon) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটি কাঠনির্মিত এবং মুখদ্বয় হরিণচর্ম্মাচ্ছাদিত। উল্লিখিত ব্যক্তিরা হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাজাইয়া থাকে।

John Davy's Music of Ceylon.

বেটোবা (BENTWA, an African stringed instrument made of a flexible stick) একটি ততবস্ত্রবিশেষ । একটি স্থিতিস্থাপকগুণপেত যষ্টিকে ধনুরাকারে বক্র করিয়া তাহার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত একখণ্ড বেত্রব্রত টানিয়া বাঁধিতে হয় এবং ওষ্ঠাধরে চাপিয়া একটি শলাকাদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

W C Stafford.

বেরি (BERI) । (See বেড়িগোদিয়া) । আমাদের “ভেরী ” যন্ত্র সিংহলে এই নামে অভিহিত । (See p. 105)

বেল (BELL, a well-known instrument of percussion made of metal) একটি ধাতুনির্মিত স্তম্ভাকৃতি ঘনযন্ত্র । ইহা প্রাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বিশেষতঃ শুভকর্মা সম্পাদনের জন্য ইহার ব্যবহার হয় বলিয়া ইহাকে মাস্তুল্য যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত করা হইরাছে । হিন্দুরা ইহাকে ঘণ্টা কহে । (See ঘণ্টা) । লাদাক (Ladak) দেশীয় বৌদ্ধপুরো হিতদের নিকট এই যন্ত্র দ্রিল্‌বু (Drilbu) বলিয়া অভিহিত এবং পৌরহিত্য কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইরূপ বড় বড় ঘণ্টা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মমন্দিরে (Church) ব্যবহৃত হয় । তাহার নাম “চর্চ বেল্” (Church-bell) । (See জয়ঘণ্টা) । চীন প্রভৃতি দেশেও ইহার সবিশেষ প্রচলন দেখা যায় ।

বোকীন্ (BOUQUIN, a rude instrument) একপ্রকার
গ্রাম্যযন্ত্র । গোপালকদিগের দ্বারা ইহা ব্যবহৃত । পূর্বে
এই যন্ত্র ঐকতান-বাদনে প্রচলিত ছিল ।

বোজেন্ ফ্লুজেল্ (BOGEN FLUGEL, a clavier or keyed
instrument, played with bow, invented in the year 1757)
একপ্রকার সন্ধুঞ্জিক বাদ্যযন্ত্র । ইহা ধনুর্দ্বারা বাদিত
হইয়া থাকে । ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয় ।

বোনাঙ্গ (BONA'NG, an instrument of percussion of the
Japanese) বাবাবাসীদের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

বোন্দা (BONEDAH, a Burmese instrument of percus-
sion) একপ্রকার ব্রহ্মদেশীয় আনন্দযন্ত্র । ইহাতে
ভিন্নাকারের কতকগুলি ঢকা সংলগ্ন থাকে । বাদকের
সবলে সেইগুলি বাজায় ।

W. C. Stafford.

বোম্বার্ডন (BOMBARDON, a musical instrument) একপ্র-
কার বাদ্যযন্ত্র । “ওফিক্লিড” (Ophicleide) বা
“বাস্ ডি হার্মনি” (Bass de harmoni) এবং এই
যন্ত্র একইরূপ ।

বোম্বার্ডি (BOMBARDE) বা

বোম্বার্ডো (BOMBARDO, an ancient wind instrument of
hautboy-kind) ওয়জাতীয় একপ্রকার প্রাচীন শুষির-
যন্ত্র ।

বোলো (BOULOW, an African stringed instrument of the

harpkind) একটা হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি-উপকূল ও সেনিগালিয়াবাসী কাফিরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার আর একটা নাম ওম্বাই (Ombi)। (See ওম্বাই)। লতা অথবা মূলদ্বারা ইহার তার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যাং (BANG, an Indian musical instrument for children) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় বাদ্যযন্ত্র। একটা ছোট পাতলা মুক্তিকাপাত্রে নুখভাগ টেঁপামাত্রের চর্শ্মে আচ্ছাদন করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হয়। একগাছি একপ্রান্তে ক্ষুদ্র শলাকাবদ্ধ অর্ধপুচ্ছ তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটা চিকণ বেত্রখণ্ডে উহার অপর প্রান্ত আবদ্ধ করত ঘুরাইলে এই যন্ত্র হইতে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘুরাইবার সময় বেত্রসংলগ্ন অর্ধপুচ্ছের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শিথিল রাখিয়া জলদ্বারা মিলিত করিতে হয়।

ব্যাগ্-পাইপ্ (BAG-PIPE, a species of ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। যদিও ইহা এক্ষণে সমধিক ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে আসিয়ার সকল দেশে এবং মিসরে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। উত্তমরূপ অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই যন্ত্র পৃষ্ঠের জন্মপরিগ্রহের পূর্বেও আসিয়ায় ব্যবহৃত হইত। টার্সস্ ও মিলিসিয়ার ধ্বংসাবশেষে মধ্যে একস্থি কতকগুলি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে ;

হুতরাং ইহার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে কিছুমান সন্দেহ করা
 বাইতে পারে না। হিন্দুগণ এই যন্ত্রকে “তিত্তি”
 (Titty) বা “তৌর্তি” (Tourti) কহেন। (See p.
 ৪৬ and তিক্তিরী or তিত্তিরী)। এই যন্ত্র পারস্যদেশে
 “নে আম্বানা” (Nei ambana) এবং মিসরদেশে “জু-
 কোয়ারা” (Zouquarah) বলিয়া অভিহিত। (See
 নে আম্বানা and জুকোয়ারা)

বুগল (BUGLE, a well-known European military wind
 instrument of shrill sound) একটা তীব্রস্বরবিশিষ্ট য-
 ন্ত্র। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সামরিক শুমিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা
 পিত্তলদ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে। সৈন্যদিগকে, বিশেষ-
 যতঃ অশ্বারোহী সৈন্যগণকে দূরাহ্বান অথবা যুদ্ধার্থ
 সজ্জিত হইবার জন্য নিনাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে
 সি, জি, সি, ই, ফি, ই (C, G, C, E, G, E) অর্থাৎ
 সা, প, সা, গ, প, গ এই সকল স্বরই নির্গত হয়।
 ইহা অপেক্ষা অধিক উচ্চবর্ণ বুগলযন্ত্রে সাতটি চাবি
 থাকে। ইংলণ্ডে তাহাকে “কীড্-বুগল” (Keyed
 Bugle) বলে। (See কীড্-বুগল)। ফ্রান্সদেশে এট
 যন্ত্র “কর্-আ-ক্লেফ্” (Cor-a-clefs) বা “ট্রাম্পেট্
 আ ক্লেফ্” (Trumpette a clefs) নামে প্রসিদ্ধ।
 আমাদের “রণশূঙ্গ” যন্ত্রের সহিত বুগলযন্ত্রের কার্য-
 কারিতা সম্বন্ধ আছে। (See p. ৪৪)

ব্রাট্চিস (BRATCHE, the German name of viola or tenor viola) ভায়োলা বা টেনর ভায়োলাযন্ত্রের জৰ্ম্মণীয় নাম ।

ব্লক-ফ্লুট (BLOCK FLUTE, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

ব্লাডার্ এণ্ড ষ্ট্রিং (BLADDER AND STRING, a stringed instrument of the rustics) গ্রাম্যদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহা হইতে অধিকাংশ খাদ্যযন্ত্রই নির্গত হয় ।

ভ

ভল্গা (VOLGA, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

ভায়িলি (VIELEE, the hurdy-gurdy) হার্ডি-গার্ডিযন্ত্র ।
(See হার্ডি-গার্ডি)

ভায়োলঞ্জেন্ (VIOLUNGEN, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ ।

ভায়োল্ ডা'মোর (VIOL D'MOUR, an instrument of the vic linkind) একটা বাহুলীনজাতীয় যন্ত্রবিশেষ ।

ভায়োলন্ বা কন্ট্রা ভায়োলন্ (VIOLON or CONTRA VIOLON, the double bass or contra basso) ডবল বাস্ বা কন্ট্রা বাসোযন্ত্র ।

ভায়োলনো (VIOLONO, the double bass) ডবল বাস্-যন্ত্র ।

ভায়োলন্সিলি (VIOLONCELLE) বা

ভায়োলন্সিলো (VIOLONCELLO, a well known stringed instrument) একটা সুপ্রসিদ্ধ ততবন্ত্র। টার্ডু (Tar-dieu) নামক জনৈক ফরাসী যাজক কর্তৃক এই যন্ত্র নির্মিত হয়। তিনি গত শতাব্দীর প্রথমভাগে টারাস্কন্ (Tarascon) প্রদেশে বাস করিতেন। সেই সময়ে এই যন্ত্রের পাঁচটীমাএ তন্তু ছিল। কিন্তু, বোধ হয়, পঁচিশ বৎসর পরে বেরডট্ (Berdaut) দ্বারা ইহাতে আর চারিটী তন্তু সংযুক্ত হইয়াছে। জার্মানিদেশে ইহাকে ভায়োলন্সেল (Violoncell) কহে। ইংলণ্ডের অপভ্রাম্য ইহার নাম বাস (Bass)।

ভায়োলা (VIOLA) বা

— ডা ব্রাসিও (— DA BRACCIO, the tenor violin)
টেনর ভায়োলিন্ অর্থাৎ মধ্যস্বরী বাহুলীনযন্ত্র।

— ডি আমোর (— DE AMOUR, a beautiful stringed instrument) একটা সুন্দর ততবন্ত্র বিশেষ। ইহা সাধারণ ভায়োলার ন্যায় লম্বা। ইহাতে ছয়টী তন্তু এবং চারিটী রোপ্যতার সংবদ্ধ থাকে। এক্ষণে ইহার বড় প্রচলন নাই।

— ডি গাম্বা (— DE GAMBA, an uncommon stringed instrument) একটা অপ্রচলিত ততবন্ত্র বিশেষ। ইহার আকার ভায়োলন্সেলোর ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, অধিক সানুনাটিক এবং ক্ষীণস্বর। ইহাতে ছয় কিম্বা সাতটী তন্তু সংযোজিত থাকিত। এই

যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রথমে ইংলন্ডদেশে ব্যবহৃত হয় এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সি, এবেল (C. Abel) নামক একজন ব্যক্তি এই যন্ত্রবাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছে। ফরাসী ভাষায় ইহার নাম “ বাস্ ডি ভায়োল্ ” (Bass de viole)।

ভায়োলা ডি বোর্দোঁ (VIOLA DE BORDONE, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্রবিশেষ।

ভায়োলিন্ (VIOLIN, a well-known stringed instrument)

একটা সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইহা ঐকতান (Orchestra) প্রভৃতি বাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটা মাত্র তন্ত সংযোজিত হয়। উক্ত চারিটা তন্ত হইতে চারিটা মুক্ত স্বর (Open notes) নিগিত হইয়া থাকে। এবং উক্ত তন্ত চতুর্ক্বেয়ের বিভিন্ন স্থানে অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যে সকল স্বর নিগিত হয়, তাহাদিগকে উক্ত স্বরচতুর্ক্বেয়ের বিরুদ্ধে বন্ধস্বর (Stopped notes) বলে। অঙ্গুলি চাপনের চাতুর্য্যানুসারে এই যন্ত্রে দ্বি-স্বর, ত্রি-স্বর, চতুঃস্বর পর্য্যন্তও নিঃসারিত হইতে পারে। তাহাকে ইংরাজীতে “ কর্ড ” (Chord) এবং আর্মা-দের দেশে স্বরসমষ্টি বা স্বরসংযোগ বলে। ফিটিস্ (Fetis), সনেরাট (Sonnerat) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরো-পীয় সঙ্গীতগ্রন্থলেখকগণ বলেন যে, পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ “ রাবণাস্ত্র ”

নামে যে একটা ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র স্বনামে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ইউরোপীয় “ভায়োলিন্” যন্ত্র তাহারই অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে। (See p. 67)। ইউরোপের মধ্যে প্রথমে ইতালীদেশীয় আডিভেরি এই যন্ত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু এই যন্ত্র তাহার অনেক পূর্ব হইতে ভারতবর্ষ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় “রবাব”, চীনদেশীয় “উরহীন্” ও জাপানদেশীয় “কোকিউ” এ সকল একজাতীয় যন্ত্র। (See উরহীন, কোকিউ and p. 26)

ভায়োলিনো (VIOLINO, a species of stringed instrument)

একপ্রকার ততযন্ত্র।

ভায়োলিনো পিকলো (VIOLINO PICCOLO, small violin)

ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র।

ভায়োলিন্সেলো (VIOLENCCELLO)। (See ভায়োলিন্সিলো)

ভায়োলেটা (VIOLETTA, a stringed instrument) একটা তন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তিন হইতে ছয়টা পর্যন্ত তন্ত্র বোজিত থাকে। ইহার আর একটা নাম “সপ্-রেণো” (Soprano)।

ভার্জিনেল (VIRGINAL, a species of stringed instrument)

একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আর একটা নাম ‘স্পিনেট্’ (Spinnet)। (See p. 47; 3rd note in the same and স্পিনেট্)

ভিসাওস্চি (VISSANDSCHI, a wind instrument of the Negros) নিগ্রোদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র ।

ভেঁপু (BHENPU, a wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা তালপত্র প্রভৃতিতে নির্গত হয় । বালকেরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে ।

ভেরী (BHERI, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । অধিকন্তু একপ্রকার শুষিরযন্ত্রেরও নাম ভেরী । (See p. 85)

ম

মঞ্জিরা (MANJIRA, a name of mandira) মন্দিরা যন্ত্রের অন্যতর নাম । (See মন্দিরা)

মাদ্দু (MADDU, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র । অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে ।

মধুকরী (MADHUKARI, a wind instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র বিশেষ ।

মনুএল্ বা মোনামস্ (MANUALE or MANAUIOS, a wind instrument of the ancient Egyptian instrument in the form of a bull's-horn) প্রাচীন মৈসরদিগের বৃষ-শৃঙ্গাকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

মনোকর্ড (MONOCHORD, a stringed instrument mounted with one string) একতন্ত্রবিশিষ্ট একপ্রকার তন্ত্রযন্ত্র।
স্বরের উচ্চনীচতার নিয়ম-পরীক্ষারূপে বৃষ্টিবাহার জন্য
ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্দর (MANDORA, a lutekind stringed instrument)
একটি লুটজাতীয় তন্ত্রযন্ত্রবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮
ইঞ্চি এবং ইহাতে চারিটি তন্ত্র যোজিত থাকে।

মন্দিরা (MANDIRA, small castanets of the Hindoos made
of metal) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। মঙ্গীতের ভাদ্য
নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র করতালদ্বারা
(See করতাল)। কিন্তু ইহা সভ্যযন্ত্রের অন্তর্গত।

মরব্বা (MARABBA, a species of stringed instrument of
the Arabs) আরবদিগের একপ্রকার তন্ত্রযন্ত্রবিশেষ।
ইহার তুম্বীপটে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক অংশপুচ্ছ আদর
করিতে হয়।

মর্দলা (MARDALA, a rude instrument of percussion of
the Hindoos used by the hill-tribes) হিন্দুদিগের এক
প্রকার গ্রাম্য আনন্দযন্ত্র। ইহা সাঁওতাল প্রভৃতি
পার্বত্য জাতিদের ব্যবহৃত। এই যন্ত্রটি প্রাচীন ও
মৃদঙ্গের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। (See p. 96)

মহতী বীণা (MAHATIBINA, a most ancient and well-
known stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদি-

গের অতিপ্রাচীনতম এবং অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ ।
(See p. ১)

মাকালথ্ (MACHALATH, a flutekind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদিগের বংশীভাষী শৃঙ্গিরযন্ত্র-বিশেষ । বাইবেলপ্রত গীতাবলির (Psalms) মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইহা অভিনয়বিশেষের নামমাত্র । যিহুদীদিগের “ গি-টিথ্ ” যন্ত্রসম্বন্ধেও এইরূপ দ্রষ্টব্য । (See গিটিথ্)

মাকোল (MACHOL, a flutekind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদিগের বংশীভাষী একটী শৃঙ্গিরযন্ত্র । সে দেশের নৃত্যকালে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । কিন্তু কাহার কাহার মতে ইহা উক্ত দেশের নৃত্যবিশেষ ।

Carl Engel

মাগাদিস্ (MAGADIS, a stringed instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মিসরীয়দের এক প্রকার ততযন্ত্র বিশেষ । কেহ কেহ বলেন ইহা শৃঙ্গিরযন্ত্র । মাগাদিস্, নাব্লা, শম্বুকা বার্কিটন প্রভৃতি মিসরীয় যন্ত্র সমূহ যদিও মিসরের, তথাপি ইহারা বিদেশীয় নামধারী । এই সকল এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য যন্ত্রবিসয়ে শিক্ষা করিবার জন্য পিথাগোরস্ (Pythagorus) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিতগণ মিসরের অভ্যুদয়কালে সে দেশে গিয়াছিলেন । বলিতে কি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের অধি-

কাংশ আসিয়াস্থ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতকৃত্ত্বহলী পণ্ডিতগণ একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া থাকেন।

Carl Engel.

মাগাস্ (MAGAS, an ancient Egyptian musical instrument) একটা প্রাচীন মিসরীয় সঙ্গীতযন্ত্র। (See মাগাদিস্)

মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা (MAGREPA or MAGREPHA, a bag-pipekind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের ব্যাগ-পাইপজাতীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। (See p. 88)

মাঘল (MAGHOL, a species of Hebrew stringed instrument) একপ্রকার যিহুদীয় ততযন্ত্র। (See মাচল)

মাচল (MACHOL, or MACHUL, a Hebrew stringed instrument mounted with eight strings) একটা যিহুদী জাতীয় অষ্টতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

মাটালান (MATALAN, a small flute of the American-Indians) আমেরিকীয় ইণ্ডিয়াদের একপ্রকার ক্ষুদ্র ফ্লুটযন্ত্র। বেয়াডিয়র (Bayadere) নামক নৃত্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

মাট্রোমেল্ (MANTROMMEL, a German stringed instrument) একটা জার্মানীয় ততযন্ত্রবিশেষ। কিন্তু

নামগত সাদৃশ্য ধরিতে গেলে ইহা আনন্দজাতীয় যন্ত্র-
বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে।

মাণ্ডোলা (MANDOLA, a flat-sounded guitar) কোন-
স্বরী গিটারযন্ত্র।

মাণ্ডোলিন্ বা মাণ্ডোলিনো (MANDOLINE, or MANDO-
LINO, a guitarlike stringed instrument with fretts)

গিটারের ছায় সারিকায়ুক্ত ততযন্ত্র। আমাদের রুদ্ৰ-
বীণার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে।
(See p. 28)। এই যন্ত্রকে বেহালার ছায় হ্রস্বক
করিতে হয়।

মাক্রাকিথা (MAFRAKITHA, a species of Hebrew wind
instrument) একপ্রকার যিহুদীদের শুমিরযন্ত্রবিশেষ।

(See মাক্রোকিথা বা মাক্রাকিতা)

মারাউয়ে (MARAOUEH, an Egyptian instrument of
metal) একপ্রকার ঘনযন্ত্র। একখানি রৌপ্যনির্মিত
চক্রে তাম্রগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযোজনপূর্বক ইহা
নির্মিত হয়। মিসরীয় কপ্ট (Copt) নামক খৃষ্টধর্ম-
বলম্বীরা শুভকর্মে এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

মারিম্বা (MARIMBA)। (See আম্বিরা)

মারোক্ (MAROUCH)। (See ম্যাম্)

মার্লাইন্ (MERLINE, a small organ, invented for the
purpose of teaching black birds) একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ
পক্ষিগণের স্বরশিক্ষাবিধায়ক যন্ত্র।

মাস্রোকিথা বা মাস্রাকিতা (MASCHROKITHA or MASTRACHITA, an ancient Hebrew wind instrument like the ancient Egyptian *syrinx* and modern *pandean-pipes*) প্রাচীন মিসরীয় সিরিক্স্ এবং আধুনিক পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্-যন্ত্রের আয় একটা প্রাচীন যিহুদীয় শুষির-যন্ত্র । সাতটা নল একটা বাজের মধ্যে পার্শ্বপার্শ্ব স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় । কিন্তু ইহার একটা মুখ, সেই মুখে ফুৎকার দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

Daniel, iii. 5, 7, 10 and 15.

মিঞ্জিনিগ্ (MINGHINIM, a stringed instrument of the Hebrews) যিহুদীদের একটা তত্বযন্ত্রবিশেষ । কার্চার (Kircher) সাহেবের মতে বাতুলীনেয় আয় ধারণদণ্ড-বিশিষ্ট একখণ্ড কাঠে কতকগুলি তার এবং কাষ্ঠ-গুটিকা সংস্থাপনপূর্বক শোণ-রজ্জু এবং লৌহ-শৃঙ্খলিকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত করিতে হয় । বাদনকালে সেই সকল গুটিকা হইতে পরিষ্কার এবং উচ্চস্বর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

মিনিগ্ (MINNIM) । (See মাকানাপ্)

মির্ (MIR, a species of wind instrument) তুরস্কদেশেয় আয় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা কখন কখন চারি গজ পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং ইহাতে উচ্চ ও তীব্রস্বর নির্গত হইয়া থাকে । যদিও বহুজন্তুদিগকে ভয়প্রদর্শ-

নের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার, তথাপি ইহার স্বরমাধুর্য্য অনেকটা আছে। সুইদিশ রাখাল-রমণীরা ইহা ব্যবহার করে।

মিস্রোকিথা (MISCHROKITHIA) । (See মাস্রোকিথা বা মাস্রাকিতা)

মুরজ (MURAJA, an ancient instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র। যুদ্ধের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বস্তুত, ইহাকে যুদ্ধ বলি যাইতে পারে। (See p. 96)

মুরলী (MURALI, a most ancient and wellknown wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা অতি প্রাচীন এবং অতিপ্রসিদ্ধ শবিরযন্ত্রবিশেষ। (See p. 75)। ইহা সচরাচর অখণ্ডিত বংশমলে নির্মিত এবং আটটী ছিদ্র সমন্বিত। এই যন্ত্রটী ত্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম।

মুসেট (MUSSETTE, a wind instrument like a small bag-pipe) ক্ষুদ্র ব্যাগ্‌পাইপের স্থায় শবিরযন্ত্রবিশেষ।

মৃদঙ্গ (MRIDANGA, a wellknown and most ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা সুপ্রসিদ্ধ এবং অতিপ্রাচীন আনন্দযন্ত্র। (See p. 9)। অমরকোমে অঙ্ক্য, আলিঙ্গ, উর্দ্ধক প্রভৃতি আরো কয়প্রকার মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

মেৎজিলোথ, (METHZELOTH, a symbolskind instrument

of the Jews) যিহুদীদের সিংহলজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

(See জেলেজেনিম্)

মেভ্জোফোর্ট (MEZZOFORTE, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

মেট সান্জ্ (MET SANG, a Persian instrument with two strings) একটা পারস্যদেশীয় দ্বিতন্তুবিশিষ্টযন্ত্র।

মেথ্জিল্ থিম্ (METHZILTHIM, a musical instrument of the Jews) যিহুদীদের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। (See জেলেজেনিম্)

মেনানিম্ (MENAANIM, a systrumkind musical instrument of the Hebrews) যিহুদীদের সিংহলজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাইবেলপুত দ্বিতীয় সামুয়েল্ নামক পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ, অধ্যায়ের ৫ম, পঙ্ক্তিতে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

মেনিকর্ড (MANICHORD, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্রবিশেষ। ((See স্পিনেট্)

মেরিন্ ট্রম্পেট্ (MARINE TRUMPET, a rude instrument with a long neck, mounted with only one string) একটা আন্য ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার ধারণদণ্ড দীর্ঘ এবং ইহাতে একটীমাত্র তন্তু যোজিত থাকে।

মেলোডিকন্ (MELODICON, a species of musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কোপনহেগেন নগরনিবাসী রিকেল্ (Riffel) নামক জনৈক ব্যক্তি

দ্বারা নির্মিত । ইহা স্তব্ধ বাদ্যপ্রকার কলকগুলি ধাতুর আকৃ-
 প্তিত রেখা (Bars) আছে, তদ্বারাই শব্দ নির্মিত হয় ।
 মেলোডিকা (MELODICA, a clavier instrument) একটা
 চাবিয়ুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জে এ, স্টীন্
 (J. A. Stien) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত ।

মেশেক (MESHEK, a wind instrument of the Hindoos)
 হিন্দুদিগের একটা শব্দ বাদ্যবিশেষ । ইউরোপীয়
 কেল্টিক জাতির বাগ্পাইপের নাম ইহার আকার ।
 রাজপুতেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করেন ।

Music by Lieut-Col James Tod.

From Annals and Antiquities of Rajasthan.

মেস্কাল (MESCAL, a Turkish wind instrument) একটা
 তুরকদেবী শব্দ বাদ্যবিশেষ । তেইশটা অসমান বেত্র-
 নলদ্বারা ইহা নির্মিত এবং ফুৎকারের কৌশলে ইহাতে
 তিনপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুদ্রিত হয় ।

মোনালো (MONAULO, a wind instrument of the ancient
 Greeks) প্রাচীন গ্রিকদিগের একটা শব্দ বাদ্যবিশেষ ।
 কেহ কেহ বলেন ফ্রিজিয়া (Phrygia) দেশ হইতে
 কাদমুসের (Cadomus) দ্বী হার্মোনিয়া (Harmonia) এই
 যন্ত্র আনিয়ন করেন । কিন্তু অন্য পণ্ডিতগণ বলেন,
 মিনার্তাদেবী (Minerva) ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।

মোহাল্লী (MOHALLI, a Nepalese flageolet) নেপাল-
 দেশীয় নিবারজাতির শব্দ বাদ্যবিশেষ ।

ম্যাম্ (MAM, a wind instrument of the ancient Egyptians, of the bag-pipekind) প্রাচীন মিসরীয়দের ব্যাগ-পাইপজাতীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহা মিসরীয় রসগীদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। বৃটিশ মিউজিয়মে একটা ঐদৃশ যন্ত্রবাদিকার প্রতিকৃতি স্থাপিত রাখিয়াছে।

An account of Manners and Customs of the Modern Egyptians, by, E. W. Lane. 5th Edition. London, 1860.

য

যশঃপটহ (JASHAHPATAHA, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র। মুর্ধ্বে জয়মাতের পর অঙ্গীপদ হইতে এই যন্ত্র বাদিত হইত। অনরকোষে ইহার উল্লেখ আছে।

যোড়ঘাই (JORRGHY, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। (See p. 103)

র

রঙ্গ বা লুয়ঙ্গ (RONGO or LUONGO, a species of hunting horn common in Africa) আফ্রিকায় প্রচলিত একপ্রকার শিকার-শৃঙ্গ।

রবণ (RABANA, a most ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের অতিপ্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ।

ইহাও রাবণাস্ত্রের আয় ধনুর্যোগে বান্ধিত হইত।
(See রাবণাস্ত্র বা রবণাস্ত্রম্)। এই যন্ত্র যে পারে
পারস্ত্রদিগের প্রসিদ্ধ “রবাব্” এবং পরিশেষে
“রেনেব্” ও “রেবেক্” হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণু-
মাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা হিন্দুদিগের “অমৃত”
(Omrito) নামক আর একটা প্রাচীন ততযন্ত্রের আয়।
(See অমৃত)। এই উভয় যন্ত্র এবং “রাবণাস্ত্র”
আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ “কেমান্গে আ গুজ্” ও “রে-
বাব্” যন্ত্রের মদৃশ। ইহাদের আকারসাদৃশ্য দেখিলে
স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কেমান্গে আ গুজ্ যন্ত্র উহা-
দের আকারদর্শনে নির্মিত হইয়াছে। (রু+অন=
রবণ) এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে।

M. Fetic.

রবলী (REBELLIE a species of stringed instrument) এক-
প্রকার ততযন্ত্র।

রবাব (REBAB, a wellknown and ancient stringed instru-
ment of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ও
স্বপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইহার আর একটা নাম রব্বাশা।
(See p. 26)। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্রটা পারস্ত-
দেশীয়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা যুক্তিসঙ্গত
বিশ্বাস বোধ হয় না। কারণ রবাব্ শব্দে ‘র’ করোতি
যঃ স ইতি রবাব’ এই ব্যুৎপত্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে।
এই যন্ত্রের আকারসাদৃশ্য রবণের আয়। হিন্দু রবাব

পূর্বের ধনুর্গোণে বাদিত হইত। কিন্তু এখন পারস্য-দেখীয়েরা ও আরবীয়েরা অঙ্গুলিত্র দিয়া বাজাইয়া থাকেন। উহা যে ধনুর্দ্বারা বাজান যায় না এমন নহে। ক্রফোর্ড (Crawford) সাহেব বলেন, ভারতীয় মহাসাগরস্থ দ্বীপমালাবাসীরা ধনুর্দ্বারা এই যন্ত্রের বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। স্বরবীণার সহিত রবাব-যন্ত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। (See ps. 52 and 67)

Crawford's *Indian Archipelago*.

রলান্টি তাম্বুরো (RULLANTE TAMBURO, a small military drum) একটা ছোট সামরিক ঢাকাবিশেষ ।

রসিগ্নল্ (ROSSIGNOL, a little instrument for imitating the warbling of a bird) পক্ষিবিশেষের কল্লিকরার্থ একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ ।

রাকেট বা রাক্কেট্ (RACKET or RANKETT, an extremely old wind instrument, made of wood) অতি-প্রাচীন কালের একটা কাষ্ঠনির্মিত শুমিরযন্ত্রবিশেষ ।

রান্কেয়েট্ (RANQUET, a wind instrument) একটা শুমির-যন্ত্রবিশেষ ।

রান্নান্ (RAN-NAN, an instrument of metal of the Siamese) সিয়াম দেশের একটা ধাতব যন্ত্র ।

রাপেল্ (RAPPEL, a musical instrument of the Egyptians similar to the great drum) বৃহৎঢাকার ন্যায় একপ্রকার মিসরীয় বাদ্যযন্ত্র ।

রাবণ (RABANA, a species of kettle drum used in India)

ভারতবর্ষ প্রচলিত একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

J. F. Danneley.

রাবণাস্ত্র বা রাবণাস্ত্রম্ (RABANASTRA or RABANAS-
TRAM, a most ancient stringed instrument of the

Hindoos) হিন্দুদিগের একটি অতিপ্রাচীন তন্ত্রযন্ত্রবি-
শেষ । যন্ত্র দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত ।

কথিত আছে, এই যন্ত্র সিংহলাদিপার্শ্ব প্রবন প্রতাপ
রাবণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । সেইজন্য ইহা তাঁহার
নামে খ্যাত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ “ রেবাব্ ” যন্ত্রের সঙ্গে

ইহার অনেক মাদৃশ্য আছে । হিন্দুদিগের “ রাবণ ”
ও “ রবণ ” এ উভা প্রাচীন বাদ্যই “ এমফিস এবং
এক বাৎপলিসিদ্ধ ” (M. Fetis)

বাহেব বলেন যে, হিন্দুদিগের রাবণাস্ত্র যন্ত্রের সঙ্গে
এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া (See p. 67
and 1st note in the p. 69)

রাবণি (RABANI, an instrument of percussion of the Sing-
halese) সিংহলীদিগের একটি আনন্দযন্ত্র ।

উহা-
দের কোন কোন আনন্দযন্ত্রে ঘণ্টিকা সংলগ্ন থাকে,
কিন্তু ইহাতে তাহা নাই । বাদকেরা বামহস্তে ধারণ
করিয়া দক্ষিণ করে এই যন্ত্র বাদ্য হইয়া থাকে । বিশে-
ষতঃ সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ দ্বীপ জম্মু দ্বীপলোক ইহাকে
ভূতলে স্থাপন করিয়া বাজায় । বোধ হয় লঙ্কাবাসীরা

রাবণপুত্র (রাবণ + ষি = রাবণি) অর্থাৎ মেঘনাদের নামে এই যন্ত্রের নামকরণ করিয়াছে । (W. C. Stafford) কোন কোন ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, আফ্রিকাদেশের নিগ্রোদিগেরও এই নামে একমিধ আনন্দযন্ত্র আছে ।

রিগল বা রিগেল্ (RIGOL or REGALE, an ancient musical instrument) একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র । সতক-গুলি ভিলাকারের কার্দ্ধখণ্ডে উচ্চ বিধি-হউয়া হস্তি-স্তের বর্তুলশির্ষক যষ্টির আঘাতকর হইত ।

রিগাবিলম্ (RIGABILUM, a very ancient musical instrument) একটা অতিপ্রাচীন বাদ্যযন্ত্র (Du Cange) মতে এই যন্ত্রটি অর্গ্যানযন্ত্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মালায়ে কণ্ঠস্বর সহযোগে ব্যবহৃত হইত ।

রিল্চ (RILCH, a species of Russian lute) একপ্রকার রুসদেশীয় লুটযন্ত্র ।

রিলেক্ (RILEK, a Russian stringed instrument resembling the lyre) লায়ারযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার রুসীয় তত-যন্ত্র ।

রীসেন্ হারফি' (RIESEN HARFE, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র ।

রুঞ্জা (RUNJA, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র ।

রুবাব্ (RUBEBA, a rebab-like stringed instrument, but mounted with one or two strings) একটা রবাবের আয় ভাববদ্ধ, কিন্তু ইহাতে এক বা দুইটির অধিক তন্ত থাকে না । (See ps. 27 and 28)

রুয়ানা (RUANA, the corrupted name of rabana) রবাব-যন্ত্রের নামাপভ্রংশ ।

রেবেক্ (REBEC, an oriental rebab) পূর্বাঞ্চলীয় রবাব পুরাকালে ইউরোপীয় ধর্ম্মার্থ যোদ্ধগণ কর্তৃক প্রেরণ-মানস হইতে উক্ত যন্ত্র ইউরোপে নীত হয় । নীত হইবার পূর্বে ইহার নাম “ রেবেব ” (Rehebbe) ছিল । কিন্তু পরে ইহার তন্তসংখ্যার এবং আকার-বিষয়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়া, এখন গ্রাম্য-দিগের বাহুলীনজাতীয় যন্ত্রবিশেষ (Rustic fiddle) নীত হইয়া “ রেক ” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ।

রোটে (ROTE or ROTA, a species of European drum) একপ্রকার ইউরোপীয় ততযন্ত্র ।

রোশনচৌকী (ROWSHANCHOWKI, a wellknown wind instrument common in India and Persia) ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশে প্রচলিত একটা সুপ্রসিদ্ধ শব্দযন্ত্রবিশেষ । (See p. 81)

রোশনচৌকী সূরী (ROWSHANCHOWKI SURNA) । (See রোশনচৌকী)

র্যাটল্ (RATTLE, an African musical instrument) এ-

কটী আফ্রিকাদেশীয় বাদ্যযন্ত্র । একটী তুঙ্গীর ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পুরিয়া ইহা নির্মিত হয় । ইহা আমাদের দেশের কুমকুমীর স্থায় ।

ল

লঙ্গো বা এম্বাঙ্কিন্ (LINGO or EMBANKIS, an instrument of metal common in Congo) একপ্রকার যন্ত্র-যন্ত্র । একখণ্ড ধাতব পিতল ভায়ে দুইটী ক্ষুদ্র লৌহ-ঘণ্টা আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় । কঙ্গোদেশীয় উচ্চবংশীরা এই দুইটী ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

লটি (LAUTE, the German name for Lute) লুটবজ্রের জৰ্ম্মণীয় নাম ।

লাপা (LAPA, a wind instrument of the Tartars, made of copper) তাতারদিগের তাম্রনির্মিত একটী শুষিরযন্ত্র বিশেষ । ইহার দৈর্ঘ্য নয় ফুট ।

লায়রা পিথাগোরী (LYRA PYTHAGORÆ, a stringed instrument) একটী তন্ত্রযন্ত্রবিশেষ । (See লায়ার গিটারী and আক্টকর্ডি)

— বর্বরিনা (— BARBERINA, a stringed instrument) এক প্রকার তন্ত্রযন্ত্র । খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জিও, বাপ্ট্, দোনি (Gio, Bapt. Doni) নামক জনৈক ব্যক্তি ইহা প্রথম নির্মাণ করেন । এই যন্ত্রের আর একটী নাম “ আফ্চিকর্ডন ” (Amphichordon)

লায়রা লেস্‌বিয়া (LYRA LESBIA, a stringed instrument)

একটি ততযন্ত্রবিশেষ । এরিয়ন্ (Arion) লিসবস
(Lesbos) দ্বীপে ইহা বাজাইতেন ।

লায়ার (LYRE, a celebrated stringed instrument among
the Greeks and Romans, of which the invention is
ascribed to Mercury. This instrument is of the greatest
antiquity, and has, in consequence, often varied both
in its form and in its number of strings) গ্রীক এবং
রোমকদের একটি প্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ । তাঁহাদের
মতে মার্কুরি দেবতা কর্তৃক ইহা সৃষ্ট । এই যন্ত্রটি
অতিপ্রাচীনতম কালের এবং সেইজন্য ক্রমশঃ ইহার
আকার ও তন্তুসংখ্যা সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটি-
য়াছে । মিসরীয়, মিউবীয়, আবিদিনিয় এবং যিহুদী
জাতিরা হার্পিস্টের নামে এই যন্ত্রকে স্ব স্ব রুচ্যানুসারে
অঙ্গ ও তন্তুগত পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করেন ।

— অব মার্কুরি (— MERCURY, an ancient instrument of
four strings) একটি চারিতন্তুবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্র-
বিশেষ ।

— গিটারি (— GUITARRE, a modern instrument of six-
strings) একটি ষট্‌তন্তুবিশিষ্ট আধুনিক ততযন্ত্র ।

— ডি ভায়োল্ (— DE VIOLE, an ancient stringed in-
strument) একটি প্রাচীন ততযন্ত্র । ইহা একধরী
লায়ারযন্ত্র বিশেষ ।

লায়ার বর্বারিণা (LYRE BARBERINA, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে পঞ্চদশটি পর্য্যন্ত তন্তু বোজিত থাকে এবং ইহা ধনুর্দ্বারা বাদিত হয় । এস্‌রারযন্ত্রের সহিত ইহার কতকটা মৌসাদৃশ্য আছে ।

লারিগট (LARIGOT, a pipe or flageolet of the shepherds) মেঘপালকদের পাইপ বা ফ্লাজিওলেটযন্ত্র ।

লিউটো (LIUTO, the lute) লুটযন্ত্র ।

লিগ্নিয়ম্ সপ্টিরিয়ম্ (LIGNEUM PSALTERIUM, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা কাষ্ঠনির্মিত এবং দেহিতে ডল্‌সিমার (Dulcimer) যন্ত্রের ন্যায় । ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড-নিবাসী গুসিকো (Gusikow) নামক একজন যিহুদী একবার এই যন্ত্র এরূপ কৌশলের সহিত বাজাইয়াছিলেন যে, তচ্ছুপণে শ্রোতামাত্রেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । জার্মানিদেশে এই যন্ত্রকে “ স্ট্রোফিডল্ ” (Strohfiedel, straw fiddle) এবং ফ্রান্সদেশে ক্লকিবয় (Claquebois) কহে ।

লিচাক (LICHAKA, a wind instrument, made of reed, common in Africa) একটা নলনির্মিত শুযিরযন্ত্রবিশেষ । আফ্রিকাবাসী কাথ্রিজাতীয় বাচাপিন্ নামক জাতি ইহা ব্যবহার করে ।

লিটুয়ন্ (LITUUS, a wind instrument in the shape of the Sacred Rod of the Augurs) অগরদিগের পূত-
যষ্টির আয় আকারবিশিষ্ট একটি শুষ্কযন্ত্র। এই
জন্ত ইহার এতাদৃশ সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রাচীনদিগেরে
শৃঙ্গযন্ত্র অর্থাৎ কর্ণুয়া (Cornua) বা টিউবার (Tuba)
সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার আকার
প্রায় ঝালু, কেবল শিরোভাগ কিঞ্চিৎ বক্র।

লিটুয়ো (LITUO, the ancient clarion) প্রাচীন ক্লারিওন্
যন্ত্র।

লিন্সিয়া (LINCIA, a stringed instrument) একটি তন্তযন্ত্র
বিশেষ। (See শেপ্টিকর্টার্ডন্)

লিরা (LIRA, the lyre of the ancient Greeks and Egyptians)
প্রাচীন গ্রীক এবং মিসরীয়দের লায়ারযন্ত্র।

— টেডেস্কা (— TEDESCA, the German lyre) জার্মানদে-
শীয় লায়ারযন্ত্র।

— ডা গাম্বা (— DA GAMBA, a stringed instrument) এক-
প্রকার তন্তযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দ্বাদশ হইতে ষোড়শটি
পর্যন্ত তন্ত বোজিত থাকে।

— ডা ব্রাসিয়া (— DA BRACCIA, an ancient Italian strin-
ged instrument) একটি প্রাচীন ইতালীয় তন্তযন্ত্র-
বিশেষ। অঙ্গুলিপটে (Finger-board) পাঁচটি এবং
তৎপার্শ্বে দুইটি, এই সর্বশুদ্ধ সাতটি তন্ত ইহাতে

যোজিত থাকে। ইহার আর একটি নাম “ইতালীয় লায়ার” (Italian lyre)

লিরা পগনা (LIRA PAGANA)। (See লায়ার্)

— বর্বরিণা (— BARBERINA)। (See লায়ার বর্বরিণা)

— রুষ্টিকা (— RUSTICA, a species of lyre of the ancient shepherds of Italy) ইতালীদেশের প্রাচীন মেষ-পালকদের এক প্রকার লায়ারযন্ত্র।

— হেক্সাকর্ডিস্ (— HEXACHORDIS, a species of lyre mounted with six strings) একটী ষট্‌তন্তুবিশিষ্ট লায়ারযন্ত্র।

লিরেসা (LIRESSA, a bad lyre) একটী অপকৃষ্ট লায়ার যন্ত্রবিশেষ।

লিরোন (LIRONE, an uncommon stringed instrument of eleven or twelve strings) একটী একাদশ বা দ্বাদশ তন্তুবিশিষ্ট অপ্রচলিত তত্তন্ত্র। ষোড়শ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্র ইতালীদেশে ব্যবহৃত হইত। ইহার আর একটি নাম “ভায়োলা ডি বোর্দোঁ” (Viola de bordone)

— পার্ফেটো (— PERFETTO)। (See লিরা ডি গান্সা)

লুথ্ (LUTH, the French name for the lute, a musical instrument, which, since the invention of the harp, is totally laid aside) লুটযন্ত্রের ফরাসী নাম। “হার্প-

যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াবধি এই যন্ত্রের ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে ।

লোটিন্ (LOTINÉ, a wind instrument) একপ্রকার শুষ্ক যন্ত্র । এথিনিয়সের (Athenæus) মতে ইহা আনেক্ জাঙ্গিরাস্ “ ফটিঞ্জ ” (Pholinge) যন্ত্রের ন্যায় নির্মিত । তিনি আরো বলেন যে, আফ্রিকার লটস্ (Lotos) বৃক্ষের ত্বকে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়া থাকে ।

লুট্ (LUTE, a musical stringed instrument) একটা সঙ্গীতসম্বন্ধীয় তত্তমন্ত্র ।

— আর্চি (— ARCHI) । (See আর্চিলিউটো)

— থিওবোর্ (— THEORBO) । (See থিওবোর্)

লুর (LURE, a rustic wind instrument) একটা গ্রাম্য শুষ্ক যন্ত্রবিশেষ । ইহা পশুশৃঙ্গ অথবা কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত হয় । কখন কখন হস্তিদন্তেও গঠিত হইয়া থাকে । ইহা স্কন্দানেভীয়জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত ।

শ

শঙ্খ (SHANKHA, a most ancient wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা অতিপ্রাচীনতম শুষ্ক যন্ত্রবিশেষ । ইহা পূর্বোক্ত সাময়িক ও মাসিক উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইত । এক্ষণে কেবল মাসিক কার্যেই ইহার প্রচলন । রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বীররসপ্রধান মহাকাব্যের যেখানে যেখানে যুদ্ধবর্ণনা আছে, সেই সেই স্থানেই এই যন্ত্রের

উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম “পাঞ্চজন্ম শঙ্খ” (Panchyajanya shankha) এবং অর্জুনের শঙ্খের নাম “দেবদত্ত শঙ্খ” (Devadatta shankha) বলিয়া লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে আরো কয়েকপ্রকার শঙ্খের নাম দেখা যায়। হিন্দু-গণ বৃহজ্জাতীয় শঙ্খকে “মহাশঙ্খ.” (Mahashankha) বলেন। শঙ্খকে সমুদায় শুযিরযন্ত্রের আদি বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। ইহা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আয় বৌদ্ধ দিগেরও মন্দিরে বাদিত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা ইহাকে “কন্ক ট্রাম্পেট্” (Conch trumpet) বলেন। (See p. ৪৫)

শম্ (SHAWM, a wind instrument of the ancient Hebrews) প্রাচীন যিহুদীদের একপ্রকার শুযিরযন্ত্র বিশেষ। ইহা দেখিতে “ওবয়” (Hauthboy) বা “কর্নেট” (Cornet) যন্ত্রের স্থায়।

শরদ (SHARAD, a stringed instrument common in India, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. ৩৪)

শাফার্ ফীফ (SCHAFARFEIFE, a species of bag-pipe) একপ্রকার ব্যাগ্-পাইপ্ অর্থাৎ দ্বিনলযন্ত্র।

শামাই (SHAMI, a species of wind instrument of the Arabs) আরবদিগের একপ্রকার শুযিরযন্ত্র। ইহার আর একটা নাম “চামাই” (Chami)

শারদীয় বোণা (SHARADIA BINA,) । (See p. 28)
 শালিশিম্ (SHALISHIM, a species of stringed instrument of the Jews) যিহুদীদের একপ্রকার ততযন্ত্র-
 বিশেষ । ইহার আকার ত্রিকোণ ।

I. Sam. xviii, 6.

শুক্তিপট্ট (SHUKTIPATTA, a musical instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার বাদ্য-
 যন্ত্রবিশেষ ।

শূঙ্গ (SHIRINGA, the Hindoo horn) হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ
 শুষিরযন্ত্র । ইহা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে । (See
 ps 83 to 85) .

শোফার্ (SHOPHAR, a trumpetkind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদিগের শৃঙ্গজাতীয় শুষিরযন্ত্র-
 বিশেষ ।

শোফারথ্ (SHOFEROTH, an ancient wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের একটা প্রাচীন ততযন্ত্র ।
 সলমন (Solomon) এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন ।

Psalm, xcviiii 6.

শ্রুতিবীণা (SHRUTI BINA, a stringed instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্র
 বিশেষ । সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে ।

শ্র্যারী (SHRYARRI, a wind instrument) একপ্রকার শুষির
 যন্ত্র । গাণ্ডেশ খৃষ্টশতাব্দীতে ইহার প্রচলন ছিল ।

য

যট্টালী (SATTALI, a species of the Hindoos) হিন্দুদি-
গের একপ্রকার ঘনযন্ত্র । (See p. 109)

ষ্টিকাদো (STICCADO, a musical instrument) একটী বাদ্য
যন্ত্রবিশেষ । ডবলিউ, সি, স্টাফোর্ড (W. C. Stafford)
সাংহেব বলেন যে, ফরাসীরা ইহাকে “ ক্লকিবয় ”
(Claquebois) বলেন । ভিন্নবিধ কাষ্ঠখণ্ডে এই যন্ত্র
নির্মিত হয় এবং ইহাতে কেবল শুদ্ধস্বরগ্রাম (Diato-
nic scale) বাদিত হইয়া থাকে । যে শলাকা দ্বারা
ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহার অগ্রভাগ এক-
প্রকার কোমল পদার্থে মণ্ডিত ।

ষ্টীর্স্টক্ (STEERSTUCK, an ancient name of the harp-
sichord) হার্পসিকর্ডযন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

স্টেণ্টরফনিক্ টিউব্ (STENTORPHONIC TUBE, accord-
ing to Chambers, a speaking trumpet) চেম্বার্স সা-
ংহেবের মতে একপ্রকার বাগ্‌ভাষী শৃঙ্গযন্ত্র । মহাকাবি
হোমরপ্রণীত ইলিয়দের মধ্যে স্টেণ্টর (Stentor)
নামক যে একজন বীরপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে,
তিনি এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে পারিতেন যে,
পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একতানে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি-
লেও তাঁহার শব্দের তুল্য হইত না । সেই ভীমরবী
ব্যক্তির নামে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে । মহাবীর
সেকেন্দর সা (Alexander the Great) এই যন্ত্রবাদন-

দ্বারা ছয় ক্রোশ দূর হহতে স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন ।

স

সঙ্কো (SANKO, a species of stringed instrument common in Africa) একপ্রকার ততযন্ত্র । একটা অপ্রশস্ত বা-
জের উপরিভাগে কুম্ভীরচর্ম আচ্ছাদনপূর্বক, তাহাতে
আটটি তন্তু যোজিত করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় ।
একটা ক্ষুদ্র যন্ত্রিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত
হইয়া থাকে । আফ্রিকাবাসী আশা-টী এবং ফাণ্টী নামক
জাতিরা ইহা ব্যবহার করে ।

সন্ (SAUN, a species of Burmese stringed instrument)
একপ্রকার ব্রহ্মদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে তেরটি
তন্তু যোজিত থাকে এবং সেগুলি পট্টনির্মিত । এই
সকল তন্তুর শেষভাগে রজ্জুগুটিকা আবদ্ধ থাকে ।
সেই সকল গুটিকা যন্ত্রের বক্রিমত্যাগে একরূপভাবে
সংযত থাকে যে, তন্তুগুলিকে ইচ্ছামত টানিয়া রাখি-
বার জন্য, তাহাদিগকে উর্দ্ধে ও নিম্নে চালিত করিতে
পারা যায় । আসিরিয়া দেশেও এবন্দিধ যন্ত্র প্রচলিত
ছিল ।

সনোমিটার (SONOMETRE, an instrument employed to
determinethe mathamatical proportions of sounds) স্বরের
মাত্রামাপক যন্ত্রবিশেষ । (See মনোকর্ড)

সমর (SUMARA, a species of wind instrument) এক-

প্রকার শুষিরযন্ত্র । দুইটি অসম নলে ইহা নির্মিত । ইহার সুদ্র নলযোগে গীত গাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত বড়টির দ্বারা স্বর দেওয়া হয় ।

সম্ফোনিয়া (SUMPHONIA, a bag-pipekind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের ব্যাগ্‌পাইপজাতীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ । (See p. 88) বাইবেলান্তর্গত দানিয়েলাধ্যায়ে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে । ইতালীদেশীয় কৃষীজীবীরা ইহাকে “ জাম্পোগ্না ” (Zampogna) বলে । (See জাম্পোগ্না)

সম্বল (SAMBALL, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি আনন্দযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার মৃদঙ্গের ন্যায়, কিন্তু স্বরমার্ধ্য বড় নাই ।

সম্বুক্ (SAMBUCUS, an ancient musical instrument resembling the lute) লুটেযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ।

সম্বুকা (SMBUCA, a Grecian stringed instrument) একটি গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । (See p- 25 and 2nd. note p. 46)

সরাব (SARABA, an instrument of percussion common in India) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র । একখানা সরার উপরিভাগ পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদন করিয়া ইহা নির্মিত হয় । বালকেরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে । ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন ।

সরুদা (SAROODA, the corrupted name of *sharad*)

শরদযন্ত্রের নামাপভ্রংশ ।

সর্ণা (SURNA, a wind instrument common in India and

Persia) একটি ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশপ্রচলিত
শুঘিরযন্ত্রবিশেষ । নববাদ বা নৌবৎবাদ্যে ইহা ব্যব-
হৃত হয় । (See ps. 116 and 117)

সর্ণাই (SURNI, the Malayan name of surna) সর্ণা-

যন্ত্রের মালাই নাম ।

সর্দন্ (SORDUN, an extremely ancient wind instrument)

একটি অতিপ্রাচীন শুঘিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা দেখিতে
বাসুনযন্ত্রের আয় ।

সর্দনি (SORDONI, the Italian name for an ancient wind

instrument corresponding to the bassoon) বাসুনযন্ত্রের
আয় একটি প্রাচীন শুঘিরযন্ত্রবিশেষের ইতালীয় নাম ।

সর্ভালেট্ (CERVALET, an ancient wind instrument)

একটি প্রাচীন শুঘিরযন্ত্র । ইহার স্বর বাগুনের আয় ।

সল্টেরিও টর্চেস্কো (SALTERIO TURCHESCO, accor-

ding to Bonnani, an ancient portable harp, placed
generally in Turkish ladies' apartments) বোনানি সা-
হেবের মতে ইহা একটি প্রাচীন হার্পযন্ত্রবিশেষ ।
তুরস্কদেশীয় ধনবতী স্ত্রীলোকদিগের গৃহে ইহা সচরাচর
থাকিত ।

সল্‌টেরিও টেডেস্কা (SALTERIO TEDESCA, an Italian name for the *hackbret* or *symbal*, an instrument of percussion) হাক্‌ব্রেট্ অথবা সিম্বল নামক ঘনযন্ত্রের ইতালীয় নাম।

— **টেডেস্কে** (— TEDESCO, an Italian musical instrument of the *dulcimerkind*) একটা ইতালীদেশীয় ডল্‌সিমাৰজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে জৰ্ম্মণিদেশোৎপন্ন বলে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পারস্যদেশেও এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। তাহার নাম সান্তির (Santir)। (See সান্তির)

সল্‌টেরিণ্ (PSALTERIN, a *dulcimerkind* instrument of the Hebrews) যিহুদীদের ডল্‌সিমাৰজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। দানিয়েলে ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীক্ “সল্‌টেরিয়ন” (Psalterion) যন্ত্র হইতে ইহার উৎপত্তি। বোধ হয়, ইহা হইতে আধুনিক পূৰ্ব্বাঞ্চলীয় ডল্‌সিমাৰজাতীয় “সান্তির” নামক যন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

সল্‌টেরিয়ন্ পার্সিয়ানম্ (PASLTERIUM PERSIANUM, a Persian instrument with strings of the harp species, and of a triangular form) পারস্যদেশীয় হার্পজাতীয় এবং ত্রিকোণিক ততযন্ত্রবিশেষ।

সল্‌টেরিয়ম্ (PSALTERIUM, an instrument of percussion of the *trianglekind*) ট্রায়ঙ্গলজাতীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইহার স্বর মৃদু। কেহ কেহ

বলেন যে ছুইটী হস্তদন্তনির্মিত শলাকা কিম্বা চন্দ্রা-
চ্ছাদিত কাষ্ঠশলাকার আঘাতে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া
সম্পন্ন করিতে হয় ।

সল্‌সিও (SALCIO, a species of wind instrument) এক
প্রকার শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

সাইড ড্রাম (SIDE DRUM, a military instrument of per-
cussion) একটী সামরিক আনকযন্ত্রবিশেষ ।

সাক্‌বট্ (SACKBUT, a wind instrument of the trumpet
kind) ট্রাম্পেটজাতীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

সাক্স হর্ন (SAX HORN, a military wind instrument) এ-
কটী সামরিক শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

সাক্সোফোন্ (SAXOPHONE, a military wind instrument)
একটী সামরিক শুষ্কযন্ত্র ।

সাক্‌চু (SANCHOO, a stringed instrument common in wes-
tern Africa) একটী তন্তযন্ত্র । পশ্চিম আফ্রিকায় ইহার
প্রচলন দেখা যায় । বিশেষতঃ গিনি-উপকূলবাসীরা
ইহা ব্যবহার করে । ইহার আকার ক্ষুদ্র ।

সানায়েল (SANASEL, an Abyssinian sistrumkind
instrument) একটী আবিসিনিয়াদেশীয় সিস্ত্রম্‌জাতীয়
যন্ত্রবিশেষ । তদদেশীয় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রচ-
লন । তথাকার পুরোহিতেরা বলেন যে, ইহা বাজা-
ইলে উপদেবতারা পলায়ন করে । প্রাচীন মিসরদেশেও
পুরোহিতেরা উক্ত উদ্দেশে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন ।

ইহার মিসরীয় নাম “সেশেশ” (Seshesh) । (See সেশেশ)

Villeteau.

সান্তুর (SANTUR, a Turkish instrument corresponding to the cymbal) মিসরের ছায় একপ্রকার তুরস্কদেশীয় যন্ত্রবিশেষ ।

সান্তির (SANTIR, a stringed instrument of the Persians) পারস্যদিগের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা আকারে ও গঠনে অবিকল জর্জণীয় “হাকব্রেট” (Hackbret) যন্ত্রের ছায় । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাচীন উল্গিসমারের সঙ্গে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে ।

Hommaire de Hell.

সান্সিন্ বা সান্সিম্ (SANSIN or SANSIM, a Japanese guiterkind stringed instrument) একটা জাপানদেশীয় গিটারজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে তিনটীমাত্র তার যোজিত থাকে । (See p. 40) । চীনদেশীয় “সান্‌হিন্” (Sanheen) যন্ত্রও অবিকল এইরূপ । (See সান্‌হিন্)

Meijlan.

সান্‌হিন্ (SANHEEN, a Chinese stringed instrument) একটা চীনদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহার সহিত জাপান দেশীয় সান্সিন্ বা সান্সিমের অনেক সাদৃশ্য আছে । উভয়েরই শব্দনির্গমনচ্ছিন্ন থাকে না—উভয়েরই গলাদি

দীর্ঘ—উভয়েরই তিনটি তার এবং তিনটি দীর্ঘকোণ
যোজিত থাকে, এবং উভয়ই অঙ্গুলিত্র দ্বারা বাদিত হয়।
বিশেষের মধ্যে এই যে, সান্‌হিনের আকার গোল
এবং উদরদেশ টান নামক একপ্রকার মপের চর্মে
আবদ্ধ থাকে, কিন্তু সান্‌সিন বা সাম্‌সিমের আকার
চতুষ্কোণ এবং ধনিপট্টক অপরিবিধ চর্মে আচ্ছাদিত।
রুজীয় “বাল্লালাইকা” (Balalaika) নামক যন্ত্রেরও
আকার প্রায় এবম্বিধ।

M. Hommaire de Hell.

সাপুসিনয় (CHAPEAUCHINOIS, a Turkish military
instrument of metal) একটা তুরকদেশীয় সামরিক যন্ত্র-
যন্ত্র। একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধাতবখণ্ডে কতকগুলি
ক্ষুদ্রাকার ঘণ্টা যোজিত করিয়া ইহা নির্মিত হয়।

সাবেকা (SABEKA, a stringed instrument of the Chal-
deans) কাল্দীয়দের একটা ততযন্ত্রবিশেষ। গ্রীক-
সম্বন্ধকার সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সায়্টেন্‌ হার্মণিকা (SAITEN HARMONICA, a clavic.
instrument) একটা চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ। ১৭৮৮ খৃঃ-
অব্দে আন্দ্রিয়াস্‌ ষ্টীন্‌ (Andrias Stein) ইহার আবি-
ষ্কার করেন।

সারঙ্গী (SARANGI, an ancient stringed instrument of
the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্রবিশেষ।
(See p. 54)

সারিন্দা (SARINDA, a stringed instrument of the hindoos) হিন্দুদিগের একটি ততযন্ত্র । (See p. 61)

সার্পেণ্ট্ (SERPENT,) বা

সার্পেণ্টোনো (SERPENTONO, a military wind instrument) একটি সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ইহার স্বর কর্কশ ও গভীর এবং ইহা দেখিতে কতকটা সর্পের আয় ।

সাল্পিন্‌ক্স্ (SALPINX, an ancient Grecian cornet) একটি প্রাচীন গ্রীসী ও তুরীযন্ত্রবিশেষ ।

সালম্প্রেট্ (SALUMPRET, a wind instrument common in Malay, &c.) মালাইদেশ প্রভৃতিতে প্রচলিত একটি শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

সালুমু (CHALUMEAU, a species of ancient rustic flutet) একপ্রকার প্রাচীন গ্রাম্য শুষিরযন্ত্র ।

সিউরি (SEWURI, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে চারিটি ইস্পাতের এবং একটি পিতলের তার যোজিত থাকে ।

সিঙ্গাস্ রবাব্ (SINGER'S REBAB, a stringed instrument of the Hindoos, mounted with two strings) অর্থাৎ গায়ক রবাব । ইহা হিন্দুদিগের একটি বিতস্তবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ ।

M. Fetis.

সিটোল (CITOLE, the dulcimer) ডল্‌সিমাযন্ত্র । (See p. 47)

সিন্ডাপ্সি বা সিন্ডাপ্সস্ (SCINDAPSE or SCINDAPSUS, an ancient stringed instrument with four steel-strings)

একটি ইম্পার্মিগিত চতুষ্কল্লবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্র-বিশেষ ।

সিতার্ন (CITTERN, the guitar) গিটারযন্ত্র ।

সিথারি (CITHARI, a stringed instrument of the Hebrews)

য়িহুদীদের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে সাত কিম্বা নয়টি তন্তু যোজিত থাকে ।

সিথারিস্তানি (CYTHERISTIENNE, a particular species of flute of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদের একপ্রকার বিশিষ্টরূপ শূদিরযন্ত্র ।

সিনি-কেমান্ (SINE-KEMAN, a violinkind stringed instrument of the Turks) তুরকদের একটি বাজলীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ ।

সিনূরা (CYNURA, a species of lyre, according to Musonius) মুসোনিয়সের মতে ইহা একপ্রকার লায়ারযন্ত্র ।

সিনেলেন্ (CINELEN, the cymbals) সিম্বলযন্ত্র ।

সিন্নস্ (CINNOS, a stringed instrument of the Hebrews)

য়িহুদীদের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে ছয় হইতে নয়টি পর্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে । ইহার তুম্বীটি গভীর হওয়াতে, স্বরও গভীর । ধনু কিম্বা পশুলিবারা এই যন্ত্র বাদিত হয় ।

সিফ্লেট্ (SIFFLET, a small wind instrument) একটি

ক্ষুদ্র শুমিরযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে “হুইসল্” (Whistle) কহেন।

সিফ্লেট্ ডি পান্ (SIFFLET DE PAN, pandean pipes) পাণ্ডিয়ান পাইপ্‌যন্ত্র।

সিবি (SIBI, an ancient Egyptian wind instrument) একটী মিসরীয় প্রাচীন শুমিরযন্ত্রবিশেষ। পূর্বের ইহা অস্থি-দ্বারা নির্মিত হইত। কিন্তু নলযন্ত্র বা কাষ্ঠদ্বারাও ইহার নির্মাণবিধি সম্পন্ন হইতে পারিত। (See p. 74)

সিমিকন্ (SIMICON, a stringed instrument of thirty-five strings, of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের পঁয়ত্রিশটী তন্তুবিশিষ্ট একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

সিমেণ্টিরিয়ন্ (SEMENTERION, an ancient instrument of percussion) একটী প্রাচীন আনন্দযন্ত্রবিশেষ। এক খণ্ড কাঠে ইহা নির্মিত হইত। প্রাচীন গ্রীকধর্মযাজকেরা ভক্তগণকে একত্রীভূত হইবার জন্য একটী ঘণ্টা দ্বারা ইহা বাজাইতেন।

সিম্ফোনিয়ন্ (SIMPHONION, a musical instrument invented by F. F. Kaufmann) এক, এক কফমানের আবিষ্কৃত একটী বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, ইহাতে পিয়ানো, ফ্লুট, ক্লারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রের স্বর উৎপন্ন হইতে পারে।

সিম্বল বা সিম্বলম্ (CYMBAL or CYMBALUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks and

Hebrews) প্রাচীন গ্রীক এবং যিহুদীদের একটি আনন্দ-যন্ত্রবিশেষ । জে, এফ, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেব বলেন যে, ইহা মৃত্তিকানির্মিত এবং দেখিতে ইংরাজী কেটেলড্রুমের ন্যায় হইত ।

সিম্বল ডা'মোর (CEMBAL D'AMOUR, a clavier instrument like harpsichord or organ) হার্পসিকর্ড বা অর্গানের ন্যায় একটি চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ ।

সিম্বলন্ অব্ সেণ্ট্ জিরোম (CYMBALUM OF TS. JEROME, a musical instrument) একটি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ।

সিম্বলন্ (CYMBALS, military instruments of percussion, made of metal) ধাতুনির্মিত সামরিক ধনযন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্রগুলি দেখিতে আমাদের করতাল যন্ত্রের ন্যায় ।

সিম্বলো অন্নিকর্ডো (CEMBALO OMNICHORDO, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাকে “ প্রটীয়স ” (Proteus) যন্ত্রও বলে । ফ্রান্সিস্কো মিজেটি (Francesco Migetti) ইহা আবিষ্কার করেন ।

— এঞ্জেলিকা (— ANGELICA, a species of harpsichord) একপ্রকার হার্পসিকর্ডযন্ত্র ।

সিল্‌হার্মণিকন্ (CYLIHARMONICON, a wooden harmonica) কাষ্ঠনির্মিত হার্মণিকাযন্ত্র । ১৮১০ খৃষ্টাব্দে

সান্সেরহাসেন (Sangerhasen) দেশীয় অর্গ্যান্-নিৰ্ম্মাতা
উথি (Uthe) কর্তৃক ইহা নিৰ্ম্মিত ।

সি-শেল (SEA-SHELL, a wind instrument of the an-
cient Mexicans) প্রাচীন মেক্সিকীয়দের একটা শুমির-
যন্ত্রবিশেষ । ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইলে শব্দকেই
বুঝায় ।

সিস্তর্ (SISTRE, a musical instrument of the ancients
and moderns) প্রাচীন এবং আধুনিকদিগের একপ্রকার
বাদ্যযন্ত্র । প্রাচীনেরা একটা ধাতব যন্ত্রিকে ডিম্বের
আয় বক্র করিয়া উহা নিৰ্ম্মাণ করিতেন । একপ কিস-
দন্তী আছে যে, ঐশী (Isis) দেবী কর্তৃক ঐ যন্ত্র
আবিষ্কৃত হইয়াছিল । আধুনিকদের এই যন্ত্র একপ্রকার
গিতারের আয় ।

— ডিস্ নিগ্রেস্ (— DES NEGRES, a musical instru-
ment formed of a piece of iron, furnished with small
bells) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযোজিত একটা লৌহনিৰ্ম্মিত
ঘনযন্ত্র ।

সিস্ত্রম্ (SISTRUM, an ancient musical instrument used
by the priests of Isis and Osiris) একটা প্রাচীন
বাদ্যযন্ত্র । ঐশী এবং ওসিরিস্ দেবতার পুরোহিতেরা
ইহা ব্যবহার করিতেন । (See সিস্তর্)

সিস্ত্রা (SISTRA, an ancient musical instrument)
একটা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । (See সিস্ত্রম্)

সুওবাইল বা সুয়েভ্ (SUABILE or SUAVE, the English flute) ইংরাজী ফ্লুটযন্ত্রবিশেষ ।

সুজু (SHOEZOEU, a Japanese instrument of percussion of the bellkind) জাপানদেশীয় ঘণ্টাজাতীয় ঘনযন্ত্র বিশেষ । ফ্রান্সদেশীয় “গ্রিলেট্” (Grelets) এবং জার্মানিদেশের “শেলেন” (Schellen) যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সমধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা একটী দণ্ডে সংলগ্ন থাকে । ইহা মিসরদেশীয় কপ্ট্ (Copts) নামক খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদিগের নিকট “মারাউয়ে” (Maraoueh) নামে প্রসিদ্ধ । (see মারাউয়ে) । মেক্সিকোদেশেও ইহার প্রচলন সমধিক । এবশ্বিধ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দক্ষিণ আমেরিকাছ পেরুদেশে, তিব্বতদেশছ লাদাক প্রদেশের বৌদ্ধপুরোহিতদিগের নিকট “দ্রিলবু” (Drilbu) নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

Mr. Cunningham on Ladak.

সুর বাহার (SURA BAIAR, a modern wellknown stringed instrument, common in India) ভারতবর্ষপ্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ আধুনিক ততযন্ত্রবিশেষ । (see p. 34)
সুরমণ্ডল বা স্বরমণ্ডল (SURAMANDALA or SWARAMANDALA, the Indian dulcimer) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র ।

সুরশৃঙ্গার বা স্বরশৃঙ্গার (SURASHRINGARA or SWA-

RASHIRINGARA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্রবিশেষ । (See p. 31)

সুরসীতা (SURASEETA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ ।

সুলামাই (SULAMI, a wind instrument of the Arabs) আরবদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

সুলিঙ্ (SULING, a wind instrument of the Malay tribes)

মালাইজাতিদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা যতঃ সিন্ধ, স্তরাং অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয় না ।

সেতার (SETAR, a modern and well-known oriental stringed instrument common in India, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত একটী সুপ্রসিদ্ধ আপুনিক পূর্বাঞ্চলীয় ততযন্ত্র । ভারতবর্ষের অতিপুরাতন ও অতিপ্রসিদ্ধ কচ্ছপী বীণার অনুকরণে আগীর খস্ক ইহা নির্মাণ করেন । (See p. 21)

সেমিকন্ (SEMICON, an instrument of the ancient Greeks, mounted with thirty-five strings) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী পঞ্চত্রিশতন্তুবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ ।

সেয়েন্গে (SEMENGHE, a species of Arabian stringed instrument) একপ্রকার আরবদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র তাম্বুরার আয়, কিন্তু ইহার তব্লাঙ্গী অলাবুর না হইয়া নারিকেলের খোলে নির্মিত হয় এবং ইহাতে তন্তু কিসা অর্ধপুচ্ছ সংযোজিত হইয়া

থাকে। আরবীয়েরা ধনুর্দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করে। উক্তদেশের ভ্রমণকারী বা ভিক্ষুকেরাই নর্ভকীগণের সহিত ইহা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়।

সেরিনিট্ (SERENETTE, a barrel organ for the education of Canary birds) বারেল্ অর্গ্যানযন্ত্র। কানারী পক্ষীগণকে ইহাদ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেলিস্ (CHELYS, the Greek name of the lute) লুট্ যন্ত্রের গ্রীক্ নাম।

সেশেশ্ (SESHESH, an Egyptian sistrumkind instrument) একটী মিসরদেশীয় মিস্রমজাতীয় যন্ত্র। (See মানাসেল)

সেস্কুইয়াণ্টেরা বা টীসিকুইণ্টি (SESQUIALTERA or TIERCEQUINTE, a wind instrument composed of two flutes) দুইটী ফ্লুটনির্মিত একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটী ফ্লুট হইতে পঞ্চম এবং অপরটী হইতে গান্ধার স্বর নির্গত হয়।

সোলামানী (SOLAMANIE, a Turkish wind instrument made of reed or wood) নল বা কাষ্ঠনির্মিত তুরস্ক দেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। উক্তদেশীয় মাল্লাভি (Merlavi) নামক সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ইহা ব্যবহার করেন।

সৌম্ (SOUM, a harpkind instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

স্কলিসিম্ (SCALISCIIM, a species of bag-pipe) এক প্রকার দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ ।

স্পাস্‌গাপেন্সীর (SPASSAPENSIERE, the Jews-harp) জুস্‌হাৰ্‌প্‌যন্ত্র । (See জু-হাৰ্‌প)

স্পিনেট্ (SPINET) বা

শিনেটো, (SHINETTO, an ancient species of clavier or keyed instrument, now out of use) একপ্রকার প্রাচীনকালের সারিকা বা চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ । (See ps. 3 to 4 and 4th. note p. 47) । এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই । এই যন্ত্রের আর একটা নাম “ কাউচেড্‌হাৰ্‌প ” (Couched harp) ।

স্বরদম্ (SWARADAM, a wind instrument of the Malay tribes) মালাইজাতিদের একটা শুমিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র ।

স্বরবীণা (SWARABINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ততযন্ত্র বিশেষ । (See p. 52 and রবাব্)

হ

হপ্ট্‌ওয়েৰ্ক্ (HAUPTWERK, the large organ) বৃহদগান্ যন্ত্র ।

হরণাব (HORANAWA, a wind instrument of the Sing-halese) সিংহলীয়দের একটা শুমিরযন্ত্রবিশেষ । সানাই যন্ত্রের ন্যায় ইহারও পূর্বদ্বার্দভাগ কাঠে এবং অপদ্বার্দভাগ পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্মিত ।

হুডিগর্ডি (HURDY GUDRY, a well known stringed instrument, and the same with the *sambuca* or *barbiton* of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের সাম্বুকা বা বার্বিটনযন্ত্রের ন্যায় একটী সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। রজিন (Rosin) দ্বারা ইহার তার গুলি মার্জিত করিয়া বাজাইলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট অনুরণন হইয়া থাকে।

হর্ন (HORN, a wellknown wind instrument) একটী সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ। হিন্দুরা ইহাকেই সাধারণতঃ শৃঙ্গযন্ত্র কহেন। (See p. 83)। ইহা ওবয় (Hanthboy) যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু উহার ন্যায় সরল নহে। এই যন্ত্র দেখিতে বক্রাকার এবং ওবয় অপেক্ষা ঘোরতর, সম্পূর্ণতর ও কোমলতর স্বর নিঃসারণ করিতে পারে। বাদনকালে অঙ্গুলির প্রক্ষেপপ্রণালী অবিকল ওবয়যন্ত্রের ন্যায়। স্ততরাং বাহা উহাতে বাজান কঠিন, তাহা ইহাতেও কঠিন বোধ হইয়া থাকে।

হর্ন-পাইপ্ (HORN-PIPE, a musical wind instrument common in Wales) ওয়েল্‌সপ্রদেশপ্রচলিত একটী শুষি-যন্ত্রবিশেষ। ইহা একটী কাঠনলে নির্মিত। সেই নলের নির্দিষ্ট দূরত্বে এক একটী করিয়া কতিপয় ছিদ্র আছে এবং উহার দুইদিকে দুইটী শৃঙ্গ সংলগ্ন থাকে। বাদক ফুৎকারযোগে একটী শৃঙ্গে বায়ুসঞ্চালন করিতে থাকে, অপরটী হইতে ঐ বায়ু বাদকের

ইচ্ছাধীন অঙ্গুলিপ্রক্ষেপের কৌশলে বিবিধ স্রমিশ্রিত হইয়া বহির্গত হইয়া যায়। ক্ষুদ্ৰদিগের একজাতীয় নৃত্যেরও নাম হর্ন-পাইপ্।

J. F. Danneley.

হর্পা (HAWRPA, the name of harp of the Iceland tribes) হার্পিস্ট্রের আইস্‌লণ্ডীয় নাম।

হল্‌কিয়া (HAULKYA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্রবিশেষ।

হাইড্রলিকন্ (HYDRAULICON, a musical instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মৈসরদিগের এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা অবিকল আমাদের মণ্ডশরাবযন্ত্রের স্থায়, স্তবরাং ইহারও স্রপাত্তগুলি জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে হইত। (See p. 108) এথেনিয়স (Athenæus) বলেন যে, দ্বিতীয় টলেমি ইউ-য়রগিতিসির (Ptolemy Euergetes) রাজত্বকালে আলেক্সান্দ্রিয়ানিবাসী তিসিবিয়স (Otesibius) কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

হাজর (HAZUR, a triangle-formed stringed instrument of the Hebrews, mounted with ten stringed) যিহুদীদের দশতন্তুবিশিষ্ট ত্রিকোণাকার ততযন্ত্রবিশেষ।

হাটামো (HATAMO)। (See কাবারো)

হামার ক্লেভিয়ার (HAMMER-CLAVIER, the piano forte) পিয়ানো ফোর্টি যন্ত্র।

হার্প্ (HARP, a wellknown musical instrument strung of seven to twenty-four strings) একটি অতিপ্রসিদ্ধ বাণ্য-যন্ত্র। (See p. 16)। ইহাতে সাত হইতে চব্বিশটি পর্য্যন্ত তন্তু বোজিত থাকে। এই যন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারেরই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাতে সাতসপ্তক পর্য্যন্ত বাঁধা হইতে পারে। বাঁধিবার কোশলে সেই গাত সপ্তকে আবার চৌদ্দ সপ্তকেরও কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধুনা মেরু ডিজি (M. Dizi) ইহাতে আর একটি অতিরিক্ত সপ্তক বসাইয়াছেন। উহা দ্বারা সুরের অনুরণন বিলুপ্ত হয়।

হার্প্-বেল (HARP-BELL, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র বিশেষ। চেম্বার্স (Chambers) সাহেব বলেন যে, বুদ্ধান্বিত শলাকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

হার্পসিকর্ড (HARPSICHORD, a stringed instrument mounted with the strings of wire) একটি ধাতবতার যুক্ত ততযন্ত্র বিশেষ। (See p. 48) কাকপক্ষদ্বারা ইহার বাজনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। মধ্যকালে (Middle century) ইহার অধিকতর প্রচলন ছিল।

হার্পা (HARPA)। (See হার্প্)

হার্পি (HARPE)। (See হার্প্)

হার্পি ডবল বা ডবল হার্প (HARPE DOUBLE, or DO-

UBLE HARP, a stringed instrument composed of two harps) দুইটা হার্প যোজিত ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্পি ফ্লুট, (HARPE FLUTE, a clavier wind instrument)
একটা চাবিযুক্ত শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

হার্পু (HARPUS, a harpkind stringed instrument of the Fins) ফিন্দিগে হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্ফি (HARFE, the German name of harp) হার্পযন্ত্রের
জার্মানীয় নাম।

হার্ফেন্‌ফ্লুট (HARPEN FLUTE)। (See হার্পি ফ্লুট)

হার্মণিকর্ড (HARMONICHORD, a piano-fortelike musical instrument) পিয়ানো ফোর্টি'র ন্যায় একটা বাদ্য-
যন্ত্র। ইহার ধ্বনি বেহালাযন্ত্রের ন্যায়। কক্‌মান
(Kaufmann) কর্তৃক ইহা নির্মিত।

হার্মণিকা (HARMONICA, musical glasses, so named from the purity of their sounds) কাচনির্মিত বাদ্যযন্ত্র।

ইহার স্বর পরিষ্কার বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে।

(See p. 108)। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্

ইহা আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে সকল কাচনির্মিত

স্বর-ফলক আছে (Glass-bars) আছে, সেই গুলিতে

অঙ্গুলি বা ক্ষুদ্র মৃদঙ্গদ্বারা আঘাত করিলে সুমিষ্ট

স্বরোদগম হইয়া থাকে। ডব্লিউ, সি, স্টাফোর্ড (W.

C. Stafford) সাহেব বলেন যে, ব্রহ্মদেশের এবস্থিধ

একটা যন্ত্রকেও হার্মণিকা বলে। ইহার আকার নৌ-

কার ঞায় এবং মধ্যদেশ শূন্য । ঐ যন্ত্রে কাচের পরিবর্তে ধাতব স্বরফলক অন্তোন্মভাবে সংলগ্ন থাকে । লঙ্কোস্থ চিত্রশালায় (Musium) একটা উক্তদেশীয় এরূপ যন্ত্র স্থাপিত আছে, কিন্তু উহা বংশনির্মিত পাতলা পাতলা স্বরফলকে (বাঁথারিতে) আচ্ছাদিত ।

হার্মণিকাল কানন (HARMONICAL CANON, a stringed instrument of the ancient Greeks mounted with one string) প্রাচীন গ্রীকদিগের একতন্তুবিশিষ্ট তত-যন্ত্রবিশেষ । কথিত আছে, পিথাগোরস (Pythagorus) গ্রীসদেশে সর্বপ্রথমে এই যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এই যন্ত্র নামভেদে বহু-কাল পূর্বে প্রচলিত ছিল—মহাদেবের পিনাকযন্ত্র তা-হার নিদর্শনস্থল । পিনাকযন্ত্র হইতেই অঙ্গদেশীয় একতন্ত্রিকার সৃষ্টি । গ্রীসনিবাসী পিথাগোরস যৎ-কালে ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিয়াছি-লেন, সেই সময়েই পিনাক বা একতন্ত্রিকার অনুকরণ করিয়া স্বদেশে হার্মণিকা কাননের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ।

হার্মণিসিলো (HARMONICELLO, an instrument corresponding in appearance to the violincello, mounted with five gut-strings, under which are placed upon a separate finger-board, ten others of wire) ভায়োলিন্সিলোর ঞায় একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে পাঁচটা

চর্মতন্তু যোজিত থাকে এবং তন্মিলে আর একখানি পৃথক্ অঙ্গুলিপটকে দশটী ধাতব তন্তু সংযুক্ত করিতে হয় ।

হার্মোনিমিটার (HARMONOMETRE, an instrument for measuring harmonic proportion) স্বরসমষ্টিপরিমাপক-যন্ত্রবিশেষ ।

হিয়ার্পি (HARPE, the Anglo-Saxson name of harp) হাপ যন্ত্রের এস্পোসেক্সন নাম ।

হুড়ুক, হুড়ুকা বা হুড়ুকা (HURRUK, HURRUKA or HURRUKKA, a rustic instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী গ্রাম্য আনন্দযন্ত্রবিশেষ । এতদেশীয় কাহার প্রভৃতি রমণি বেহারারা ইহা ব্যবহার করে । ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র করতাল । সিংহলীয়দের উদকীয়ন্ত্রও এইরূপ । হুড়ুকার অপভ্রংশ নাম উদকী । (See উদকী)

হুয়েরা-পুহুরা (HUAYRA PUHURA, a wind instrument of the ancient Peruvians of America) আমেরিকায় প্রাচীন পিরুভীয়দের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা প্রস্তর বা নলদ্বারা নির্মিত ।

হুয়েহুয়েটল্ (HUEHUETL, a drumkind instrument of the Mexicans) মেক্সিকীয়দের ড্রুমজাতীয় যন্ত্রবিশেষ । ইহার খোলটী দুই হস্ত পরিমিত একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত এবং তাহার বহিঃপ্রদেশ নানাবিধ চিত্রে খো-

দিত হইত । খোলটীর মুখদ্বয় যুগচর্ম্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকিত । গভীর (Grave) মধ্যম (Central) বা তীব্র (Acute) স্বরোদ্যমের জন্য মুখবন্ধ চর্ম্ব দুইখানিকে শিথিল, মধ্যম বা দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিতে পারা যাইত । উক্ত জাতিয়েরা অঙ্গুলির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিত ।

হেগব (HAGUB, a species of wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা নলে নির্মিত হইত । বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে ।

হেপ্টাকর্ড (HEPTACHORD, a stringed instrument mounted with seven strings) একটা সপ্ততন্তুবিশিষ্ট তত-যন্ত্রবিশেষ । এরূপ কথিত আছে যে, মার্কোরি দেবতা এই যন্ত্র বাজাইতেন ।

হেমিওপ্ (HEMIOPE, a small fife or flute with three holes) তিনটা ছিদ্রবিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র ফাইক্ বা ফ্লুট যন্ত্র ।

হেলিকন্ (HELICON, a stringed instrument of the Greeks) গ্রীকদিগের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । জে, এফ্, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেব বলেন যে, ইহা একপ্রকার “ মনোকর্ড ” (Monochord) যন্ত্র ।

হোবয় (HAUTBOY or HAUTBOIS, an European wind instrument) একটা ইউরোপীয় শুষিরযন্ত্রবি-

শেষ । ইহা দৈর্ঘ্যে আট ফুট এবং কাষ্ঠ অথবা উৎ-
কৃষ্ট কাংস্বারা নির্মিত হইয়া থাকে । ইহার করাসী
উচ্চারণ “ওবয়” । আমাদের দেশের ‘রৌশনচৌকী’
(Rowshanchowki) নামক শুষ্কযন্ত্রও অনেকটা এই
রূপ । (See p. 81) । ইহা ইংরাজী “হর্ন” (Horn)
অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরল । ইহার আর একটা নাম
“ওবয়ি” (Oboe) ।

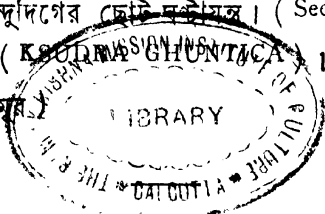
হোথবয় ডামোর (HAUTHBOY D'AMOUR, a small hauth
bois) একটা ক্ষুদ্র ওবয়যন্ত্র । ইহার স্বর অতি কোমল ।

হোভনিভ্ (HOVENEVE, a species of wind instrument of
the Singhalese) সিংলীয়দের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র-
বিশেষ ।

ক্ষ

ক্ষুদ্র ঘণ্টা (KSUDRA GHUNTA, a small bell of the Hin-
doos) হিন্দুদিগের ছোট ঘণ্টাযন্ত্র । (See ঘণ্টিকা)

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা (KSUDRA GHUNTICA) । (See ঘুং-
গুর বা ঘুমুর)



পরিশিষ্ট সমাপ্ত ।





